পরোমেশ্বরো

জয়তি

সাধুভাষার ব্যাকরণ সারসংগ্রহ

অর্থাৎ

সংস্কৃত মতানুযায়ি সাধুভাষায় সাধুসরল

শব্দ বিন্যাসপূর্ব্বক

শ্রীভগবচ্চন্দ্র বিশারদ কর্তৃক রচিত

এবং শ্রীযুক্ত বাবুগোবিন্দ চন্দ্রসেন

মহাশয়ের সহায়তাতে

প্রকাশিত হইয়া

শ্রীযুত ব্রজনাথ বসুর দ্বারা

চোরবাগানের এংগ্লোইণ্ডিয়ান্‌ছাপাযন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল

বাংসন১২৪৭শাল ইং১৮৪০শাল

IMPERIAL LIBRARY
15 AUG. 02

College of Fort William

کتاب کالج فورٹ ولیم
किताब कालिज फोर्ट विलियम
পুস্তক কালেজ ফোর্ট উলিয়ম

ভূমিকা ॥

বহুকালাবধি এই ভারতবর্ষে হিন্দুরাজাদিগের অধিকার থাকাতে অনেকস্থানে অনেক লোকেরই প্রায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার ছিল, এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঐ ভাষা সমাদরপূর্ব্বক অনুশীলন হেতুক প্রবলতর হইলে উত্তরোত্তর তাহাতে উত্তমোত্তম গ্রন্থবাহুল্য হইতে ছিল। পরে তত্তদ্গ্রন্থরচনাদি নিয়ম নির্দ্ধারণার্থে অনেকে অনেক প্রকার পাণিনিপ্রভৃতি ব্যাকরণ রচনা করিলে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ সংক্ষেপে নির্ব্বাহার্থে বহুবিধশাস্ত্র পারদর্শি বিপ্রশ্রী বোপদেবাদিকর্তৃক মুগ্ধবোধাদি বিবিধ গ্রন্থ ও সংগৃহীত হইতে ছিল, এবং তৎকালে সর্ব্বদা সর্ব্বসাধারণ ব্যবহারার্থে সাধুদিগের সংস্থাপিত সংস্কৃতভাষানুযায়ি ভাষা সাধুভাষা নামে প্রচলিত ছিল। অনন্তর ঐ হিন্দুরাজ্যে যবনাধিকার হইলে তাহাদের স্বভাষা প্রতি প্রয়াস থাকাতে প্রথমতঃ ঐ সংস্কৃত ভাষায় অনাদর জন্মিল, এবং যাবনিক ভাষা রাজকীয় ভাষা হওয়াতে সুতরাং স্বয়ং তাহার প্রভা প্রকাশ পাইতে লাগিল অপর অর্থকরী বিদ্যা প্রশংসার্হা সর্ব্বজনমনোনীতা ইত্যর্থে ঐ রাজকীয় ভাষা সর্ব্বত্র যবনদিগের এবং অনেকানেক হিন্দুদিগের

মধ্যেও প্রচলিত হইল, অর্থাৎ অনেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ত্যাগ করিয়া সাধুভাষার চলন পূর্ব্বক সপ্রবন্ধ পারস্য ভাষাভ্যাসে তৎপর হইল এবম্প্রকারে অন্যান্য হিন্দুদিগেরও কার্য্যবশাৎ ঐ ভাষা প্রতি প্রযত্ন এবং স্বভাষা প্রতি সম্যক্ অনুৎসাহ জন্মিতে লাগিল। তাহাতে ক্রমশঃ যাবনিক ভাষাও সাধুভাষা উভয়ভাষা এরূপ মিশ্রিতা হইল যে তাহার প্রভেদ প্রবোধের অসম্ভব, সুতরাং তদ্দ্বারা কেবল সাধুভাষার ব্যবহার না থাকাতে তং ভাষায় নিয়ামক কোন ব্যাকরণ কোন বিজ্ঞকর্তৃক সংগৃহীত হয় নাই কিন্তু সংপ্রতি সাম্প্রতিক রাজ্যাধিকারি অতি বিচক্ষণ নানাভাষা সুবিজ্ঞ গুণগ্রাহি গুণাকর শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টকর্তৃক পূর্ব্বোক্ত ভাষা অর্থাৎ সারস্য ভাষায় অনাদর পূর্ব্বক এতদ্দেশে ঐ সাধুভাষা প্রবলীকৃতা হওয়াতে আধুনিক অনেক প্রকার গ্রন্থ উক্ত ভাষায় অনুবাদিত বা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। অতএব ঐ সাধুভাষার ব্যাকরণ এক্ষণে অত্যাবশ্যক, কারণ সংস্কৃতজ্ঞান ব্যতীত সাধুভাষা রচনাদি জ্ঞান হওয়া সুকঠিন এবং ঐ সংস্কৃত ভাষাও এমত কঠিন যে তাহাতে বহুতর পরিশ্রম

ব্যতিরেকে সুন্দররূপে শিক্ষা সিদ্ধি সম্ভাব্য নহে এবং অন্যভাষা ও সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান এক কালে কৃতিসাধ্য করা অসাধ্য ও বর্ত্তমান রাজকীয় ভাষা অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ভাষারও যেরূপ প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ তাহার প্রতি লোকের যাদৃশ অনুরাগ তাহাতে স্বদেশীয় ভাষাপ্রতি বিশেষরূপে বীতরাগ বোধ হইতেছে অতএব কাহারও কেবল সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাতে সম্যক্ প্রবৃত্তি হয় না এবং তত্তন্নি-য়মনির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ঐ সাধুভাষার কোন ব্যাকরণও অদ্যাবধি কোন ব্যক্তিকর্তৃক কৃত হয় নাই তবে যে কোন মহাশয়েরা যে২ ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার মধ্যে সংস্কৃতানুযায়ি সাধু ভাষার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত। কিন্তু কোন২ গ্রন্থে সমুদায় ইতর ভাষাজ্ঞান জন্মিতে পারে অতএব আমি ঐ সাধুভাষার ব্যাকরণ এতদ্দেশে বিশেষোপকারার্থ বহুতরায়াসপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মুগ্ধবোধাভিধেয় সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থূলার্থ সং-ক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া সাধুভাষায় সাধুভাষার এই ব্যাকরণ সারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইহাতে বর্ণলিপিজ্ঞানপূর্ব্বক সন্ধিজ্ঞান, এবং সংজ্ঞাদি প্রভেদপ্রতীতিযুক্ত কারকাদি ভেদজ্ঞান

পূর্ব্বক শব্দজ্ঞান, এবং বিভক্তি জ্ঞান সহিত কালাদিভেদজ্ঞান সম্বলিত ক্রিয়াভেদজ্ঞান, ও সমাস, তদ্ধিতজ্ঞান এবং গদ্যপদ্য রচনা রীতিজ্ঞান ও অন্বয়জ্ঞান অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেক কিন্তু যদিও বিবিধ বিদ্যাবিদ্বদ্বিজ্ঞ মহাশয়দিগের সমীপে উপহাসার্থ হইব তথাপি গুণাকর রসজ্ঞ মহাশয়েরা সরসসরলান্তঃকরণে স্বাভাবিক গুণে দোষক্ষেপণ করিয়া ইহার রসাস্বাদনে তৎপর অবশ্যই হইবেন। তাঁহাদিগের নামেই ইহার পরিণাম দর্শাইতেছে। তত্রপ্রমাণং গুণগ্রাহ্য বিসম্বাদি নামাপি হি মহাত্মনাং। যথা সুবর্ণ শ্রীখণ্ড রত্নাকর সুধাকরাঃ। অতএব ইত্যাশয়ে গুণগ্রাহি মহাশয়দিগের প্রতি বিনীতিপুরঃসর মদীয় নিবেদন এই যে সৎপ্রতি কৃপাবলোকন করিয়া এতৎ প্রতি কটাক্ষ প্রদানে নিতান্তাধীন জন মানসোল্লাসপ্রকাশে প্রবৃত্তি করুন ইতি॥

নির্ঘণ্টপত্রিকা।

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
পরিভাষা	১ ।	৬ ।
পারিভাষিক সংজ্ঞা	৩ ।	১৬ ।
বর্ণোচ্চারণক্রমনিরূপণ	৭ ।	৮ ।
বর্ণসংযোগ ব্যবস্থা	১২ ।	১৭ ।
স্বরসন্ধি	১৯ ।	৬ ।
ব্যঞ্জন সন্ধি	২৪ ।	১২ ।
অনুস্বারসন্ধি	৩০ ।	১৮ ।
বিসর্গ সন্ধি	৩২ ।	১০ ।
ণত্বপ্রকরণ	৩৯ ।	৮ ।
শকারভেদ	৪১ ।	২১ ।
শব্দ প্রকরণ	৪৪ ।	১৬ ।
পদার্থ নির্ণয়	৫৭ ।	৯ ।
পুংলিঙ্গ প্রকরণ	৬০ ।	১২ ।
স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীত্ব	৬৩ ।	২০ ।
ক্লীবলিঙ্গ	৬৯ ।	১২ ।
কারক প্রকরণ	৭০ ।	১ ।
ধাতু প্রকরণ	৭৯ ।	৯ ।
ধাতুরূপ ব্যবস্থা	৯৩ ।	১৮ ।
ক্রিয়াবিশেষণ	১১০ ।	১ ।

নির্ঘণ্টপত্রিকা ।

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	পংক্তি ।
ধাতুমালা	১১২ ।	১০ ।
সমাস প্রকরণ	১১৬ ।	১৭ ।
দ্বন্দ্ব সমাস	১১৭ ।	৫ ।
বহুব্রীহিসমাস	১১৮ ।	৪ ।
কর্ম্মধারয় সমাস	১২২ ।	৮ ।
তৎপুরুষসমাস	১২৪ ।	৫ ।
দ্বিগুসমাস	১২৫ ।	২০ ।
অব্যয়ীভাবসমাস	১২৭ ।	১১ ।
তদ্ধিত প্রকরণ	১২৮ ।	১৪ ।
কৃদন্ত প্রকরণ	১৪২ ।	৬ ।
রচনা প্রকরণ	১৪৬ ।	১৩ ।
গদ্য রচনারীতি	১৪৭ ।	১৩ ।
পদ্য প্রকরণ	১৪৯ ।	১৯ ।
প্রকারান্তর রচনানিয়ম	১৫৭ ।	২০ ।
অন্বয় প্রকরণ	১৬৪ ।	২০ ।
চিহ্ন প্রকরণ	১৭৮ ।	১০ ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

বঙ্গসাধুভাষায় ব্যাকরণ সারসংগ্রহ॥

পরিভাষা।

তত্র বর্ণ বিবেক।

কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাত দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা বিষয় ভেদে দ্বিধা ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক।

ধ্বন্যাত্মক।

ধ্বন্যাত্মক ধ্বনিমাত্র অর্থাৎ পশুপক্ষ্যাদির স্বর এবং তৎস্বরানুকারি মানব স্বর গীত শাস্ত্রে রাগ রাগিণী মূর্চ্ছনাদি ভেদে নানাবিধ প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু অত্র প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত তাহা স্পষ্ট করা গেল না।

বর্ণাত্মক।

বর্ণাত্মক অর্থাৎ মানব গণ বাগযন্ত্রোচ্চরিত বর্ণ সমূহ মাত্র। অতএব ভূরি ভূমি ভূষিত ভূমণ্ডল ভূরি ভাগে বিভক্ত তাহাতে নানাভাগে নানাজাতি মনুষ্য সজাতীয় সমূহ সহিত বসতি করেন। তাঁহারা স্বং জাতি নিরূপিত নানাবিধ ভাষা স্বাভিপ্রায় প্রকাশার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহারদিগের স্বীয়ং ব্যবহার ধর্ম্মানুসারে নানাশাস্ত্র নিরূপিত নানাভাষা নির্ব্বাহার্থে নানাবিধ বর্ণ ব্যবহার হয়। তাহাতে এতদ্দেশীয় শাস্ত্রানুসারে প্রাচীন মহাজন মহাশয়গণকর্তৃক ব্যবহৃত ভাষা সংস্কৃতভাষা তৎপরে তদ্ভাষানুযায়ি বঙ্গসাধুভাষা বঙ্গদেশীয় সভ্যসাধুসমাজে প্রচলিতা এবং তত্তদ্ভাষানভিজ্ঞ মানবগণ ব্যবহৃত ভাষা অপরভাষা বিখ্যাতা আছে অতএব অপর ভাষা পরিহার পূর্ব্বক সংস্কৃতানুযায়ি বঙ্গসাধুভাষা ব্যবহারার্থে এই ব্যাকরণ সারসংগ্রহ নামকগ্রন্থ প্রস্তুত করা গেল ইহাতে প্রথমতঃ বর্ণ সমুদয়নিরূপণ পূর্ব্বক বর্ণ পরিভাষা নিরূপিতা হইল অতএব তত্তদ্বিজ্ঞ বিশিষ্ট শিষ্ট সমূহকর্তৃক সংগৃহীত প্রসিদ্ধা যে বর্ণাবলী বঙ্গভাষা লিপিরীত্যনুসারে ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাকে সকলে বর্ণমালা কহেন। তাহার সংখ্যা সমুদায়ে

পঞ্চাশৎ এবং ঐ পঞ্চাশৎ বর্ণাবলী দুইভাগে বিভক্তা। স্বর এবং ব্যঞ্জন ইতি।

তত্র স্বরবর্ণ।

অ আদি বিসর্গ পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ণকে স্বর কহা যায়।

যথা।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। এই ষোড়শ স্বর। *

ব্যঞ্জন বর্ণ।

ক অবধি ক্ষ পর্য্যন্ত চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণ কে হল হসন্ত অথবা ব্যঞ্জন কহা যায়।

যথা।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। এই চতুস্ত্রিংশদ্ব্যঞ্জন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা।

তত্র স্বরভেদ।

উক্ত ষোড়শ স্বরের মধ্যে হ্রস্বস্বর পঞ্চ এবং দীর্ঘ

---

* ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারি স্বর অর্দ্ধব্যঞ্জনস্বরূপে ব্যক্ত তৎপ্রযুক্ত ভাষায় ব্যঞ্জন সংযোগ ফলার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে ইতি।

নব অর্দ্ধবিপল কালোচ্চরিত বর্ণকে হ্রস্ব এবং বিপল কালোচ্চরিত বর্ণকে দীর্ঘ কহা যায়।

যথা।

অ ই উ ঋ ঌ এই পঞ্চ হ্রস্ব। এবং আ ঈ ঊ ৠ ৡ এ ঐ ও ঔ এই নয় দীর্ঘ।

সবর্ণ।

হ্রস্বস্বর বর্ণান্ত হইলে হ্রস্বদীর্ঘ উভয়েরই গ্রহণ হয় তাহাতে তাহাকে সমান বর্ণ কহা যায়।

যথা।

অবর্ণ।	অ	আ।
ইবর্ণ।	ই	ঈ।
উবর্ণ।	উ	ঊ।
ঋবর্ণ।	ঋ	ৠ।
ঌবর্ণ।	ঌ	ৡ।

এই পঞ্চ বর্ণ সবর্ণ ইহা ভিন্ন সার্দ্ধ বিপলকালোচ্চরিত বর্ণ হ্রস্বরূপে প্লুতস্বর নামে বিখ্যাত তাহার উচ্চারণ দূরহইতে আহ্বান গান ও রোদনাদিতে প্রসিদ্ধ কিন্তু ভাষায় তাহার প্লুত বলিয়া ব্যবহার নাই এতদর্থে তাহার কোন নির্দ্দেশ করা গেল না।

সকল বর্ণাপেক্ষা স্বরবর্ণই প্রধান কারণ স্বরসংযোগ ব্যতীত বর্ণান্তরের উচ্চারণ সম্ভবে না দৃষ্টান্ত যে।

ক অ। কা। এবং র অ। রা। ইহাতেকর উচ্চ রিত হইয়া পদসিদ্ধ হয়। কিন্তু সমুদায় স্বরের মধ্যে ই উ ও এই তিন ব্যতিরিক্ত একাদশ স্বর। অ আ ঈ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ঔ। ইহারা পদের আদি-তেই প্রায় নিবিষ্ট হয় কদাচিৎ পদের মধ্যে বা অন্তে স্বতন্ত্র নিবিষ্ট হয় এইহেতুক স্বর প্রধান বলা যায়। এবং পূর্ব্বোক্ত তিনস্বর যথাযোগ যুক্ত অর্থাৎ পদের আদি মধ্যান্তে সকল স্থানেই যুক্ত হয় বিশেযতঃ ক্রিয়াপদে। অতএব উহারা স্বরমধ্যে অপ্রধান স্পষ্ট-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

কিন্তু ৠ ঌ ৡ ইত্যাদির ভাষায় ব্যবহার নাই। প্রসিদ্ধি হেতুক লেখা গেল এবং ঐ কয় বর্ণ যুক্ত সংস্কৃত শব্দ সাধুভাষায় ব্যবহার করিতে হইলে প্রয়োজন হয়।

অবশিষ্ট অনুস্বার অর্থাৎ এক বিন্দু ং এবং বিসর্গ অর্থাৎ দ্বিবিন্দু মাত্র ঃ বর্ণ ইহারদিগকে স্বর ধর্ম্মিত্ব প্রযুক্ত স্বর মধ্যে নিবেশ করা গেল ইতি।

ব্যঞ্জন ভেদ।

উক্ত ব্যঞ্জনসকল দুইভাগে বিভক্ত বর্গ এবং অন্তঃস্থ

বর্গ।

বর্গ অর্থাৎ একধর্ম্মাক্রান্ত সমূহার্থ বোধক। তত্র

ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি বর্ণ মাত্র। ইহার-দের প্রত্যেক বর্ণকে বর্গীয় অর্থাৎ বর্গসম্বন্ধীয় কহা যায়। ঐ বর্গীয়াক্ষর সমুদায় পঞ্চ পঞ্চ করিয়া পঞ্চ ভাগে বিভক্ত কিন্তু তাহারদের আদ্যাক্ষরে নাম নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

কবর্গ।	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	।	এই পঞ্চ বর্ণ।
চবর্গ।	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	।	এই পঞ্চ বর্ণ।
টবর্গ।	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	।	এই পঞ্চ বর্ণ।
তবর্গ।	ত	থ	দ	ধ	ন	।	এই পঞ্চ বর্ণ।
পবর্গ।	প	ফ	ব	ভ	ম	।	এই পঞ্চ বর্ণ।

অতএব সমুদায় বর্গীয়াক্ষর পঞ্চবর্গে পঞ্চবিংশতি।

অনুনাসিক।

বর্গান্ত বর্ণদিগকে নাসিকা সহকারে উচ্চারণ হেতুক পৃথক্ অনুনাসিক নামে কহা যায়। যথা।

ঙ ঞ ণ ন ম । এই পঞ্চ।

অন্তস্থ।

অন্তস্থ দুইপ্রকার অন্তস্থ এবং উষ্ম।

য আদি চারি বর্ণ অন্তস্থ। যথা। য ব র ল।

উষ্ম।

উষ্ম অর্থাৎ শ আদি চারিবর্ণ। যথা। শ ষ স হ।

অবশিষ্ট ক্ষ যুক্তবর্ণ অর্থাৎ ক এবং ষ এই দুই বর্ণের যোগাধীন নিষ্পন্ন হয়।

ইহাতে ব্যঞ্জন বর্ণ সমুদায়ে চতুস্ত্রিংশৎ।

ইহারদিগের উচ্চারণ, স্বরানন্তর যোগ ব্যতীত অসম্ভব তদর্থে প্রথম স্বর অকারের যোগ দর্শিত হইয়াছে।

যথা। অং এবং অঃ।

বর্ণোচ্চারণ ক্রমনিরূপণ।

উক্ত বর্ণ পঞ্চাশৎ কণ্ঠতালু মূর্দ্ধা দন্ত ওষ্ঠ এইপঞ্চ উৎপত্তি স্থান ভেদে পঞ্চপ্রকার বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ উচ্চারণানুসারে কণ্ঠ্য তালব্য মূর্দ্ধন্য দন্ত্য ওষ্ঠ্য বলা যায়।

তত্রকণ্ঠ্য।

কণ্ঠ্য অর্থাৎ কণ্ঠহইতে উচ্চারিত। অ আ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ হ। এই দ্বাদশ বর্ণ।

তালব্য।

তালব্য অর্থাৎ তালু হইতে উচ্চারিত। ই ঈ এ ঐ চ ছ জ ঝ ঞ য শ। এই একাদশ বর্ণ।

মূর্দ্ধন্য।

মূর্দ্ধন্য অর্থাৎ মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত। ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ এই নয় বর্ণ।

দন্ত্য।

দন্ত্য অর্থাৎ দন্তহইতে উচ্চারিত। ঌ ৡ ত থ দ ধ ন ল ব স। এই দশবর্ণ।

ওষ্ঠ্য।

ওষ্ঠ্য অর্থাৎ ওষ্ঠোচ্চারিত। উ ঊ ও ঔ প ফ ব ভ ম ব। এই দশ বর্ণ।

উভয়স্থানীয়।

তত্র কণ্ঠ্য তালব্য।

কণ্ঠ্য তালব্য অর্থাৎ উভয়স্থানীয়। এই দুই এ ঐ।

দন্তোষ্ঠ্য।

দন্তোষ্ঠ্য। ও ঔ। এই দুই।

এক স্থানোৎপন্ন হইয়া অন্য স্থানোৎপন্ন বৎ উচ্চরিত যথা।

ঞ।

ঞ। চ ছ জ ঝ এই চারি বর্ণের পূর্ব্বে যুক্ত হইলে নকারের ন্যায় অর্থাৎ দন্ত্যবৎ উচ্চারিত হয়।

যথা।

সঞ্চয়। উঞ্ছবৃত্তি। পঞ্জর। বাঞ্ঝা ইত্যাদি।

এবং ঐ ঞ জকারের উত্তর যুক্ত হইলে যকার যুক্ত সানুনাসিক গ কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন্ জ্ঞ আজ্ঞা প্রজ্ঞা বিজ্ঞ ইত্যাদি।

এবং চকারের উত্তর যুক্তহইলে দীর্ঘ সানুনাসিক প্রায় উচ্চারিত হয়। যেমন। যাচ্ঞা ইত্যাদি।

ড এবং ঢ।

ড এবং ঢ কোন শব্দের প্রথমে অথবা কোন ব্যঞ্জনের সহিত সংযোগে স্বীয়োচ্চারণ পরিত্যাগ করে না। যেমন ডাল উড্ডীন প্রোড্ডীন ও ঢাল ঢক্কা দার্ঢ্য ইত্যাদি।

কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রায় গুরুতর রেফের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন উড়ন ক্রীড়া পড়ে ও দৃঢ় গাঢ় ইত্যাদি।

ণ এবং ন।

ণ এবং ন ইহারদের বঙ্গভাষামতে উচ্চারণ গত বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু অর্থগত আছে। যেমন। আপন। আপণ ইত্যাদি।

ম।

ম কোন ব্যঞ্জন বর্গের অন্তে যুক্তহইলে স্বীয়োচ্চারণ ত্যাগ করিয়া কেবল সানুনাসিক মাত্র উচ্চারিত হয়। যেমন। আত্মা সূক্ষ্ম ভস্ম ভীষ্ম ইত্যাদি।

য।

অন্তস্থ য শব্দের আদিতে থাকিলে বর্গীয় জকারেরন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা। যদু যদি যজ্ঞ ইত্যাদি।

এবং শব্দের মধ্যে অথবা অন্তে থাকিলে অকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন। বয়স্ শয়ন ভয় হয় ইত্যাদি। কিন্তু অন্যাক্ষরের সহিত যোগ হইলে পূর্ব্ববর্ণের দ্বিত্বপ্রায় উচ্চারণ হয়। যেমন। ত্যাগ সত্য তথ্য সৈন্য ইত্যাদি। এবং যকারের সহিত যোগে দীর্ঘোচ্চারণ হয়। যেমন। সূর্য্য বীর্য্য কার্য্য ধৈর্য্য ইত্যাদি।

ব।

অন্তস্থ বর্গীয় ভেদে বকার দুইপ্রকার কিন্তু লেখনে এবং উচ্চারণে ভাষায় কোন বৈলক্ষণ্য নাই। সংস্কৃত ভাষায় অনেক বিশেষ আছে। তবে শাস্ত্র প্রসিদ্ধি হেতুক লেখা গেল।

ভাষায় ইহার যৎকিঞ্চিৎ যে ভেদ আছে সে অত্যল্প। যথা। র গ ম দ এই চারি বর্ণের অন্তে ঐ ব যুক্তহইলে ও কখন২ দকারের যোগে ঔষ্ঠ্য অর্থাৎ স্বীয়োচ্চারণ ত্যাগ করেনা। যেমন। সর্ব্ব গর্ব্ব সুগ্বী অম্বা কদম্ব উদ্বিগ্ন ইত্যাদি।

অন্যত্র অনেক স্থানে অন্যবর্ণ যোগে স্বীয়োচ্চারণ ত্যাগ করিয়া অন্যবর্ণের দীর্ঘতা বোধ জন্মায়। কিন্তু দ ধ পরে যুক্তহইলে সেরূপ হয় না। যথা। স্বভাব

নিশ্বাস তত্ব অন্বয় দ্বিত্ব গত্ত ইত্যাদি। এবং শব্দ অব্দ স্তব্ধ ক্ষুব্ধ ইত্যাদি।

হৃ।

হকার ঋকারের সহিত যুক্তহইলে কঠিন ঋকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন। হৃদয়। হৃষ্ট ইত্যাদি।

এবং নকারের যোগে সানুনাসিক হইয়া উচ্চারিত হয়। যেমন। বহ্নি ইত্যাদি।

মকারের সহিত যোগে সানুনাসিক কঠিন ভকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়। যেমন। ব্রহ্ম ইত্যাদি।

যকারের যোগে যকারযুক্ত ঝকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন। সহ্য কৃচ্ছ্র দুহ্য ইত্যাদি।

রকারের যোগে কঠিন রকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়। যেমন হ্রস্ব হ্রাস ইত্যাদি।

লকারের যোগে মূর্দ্ধন্যবৎ উচ্চারণ হয়। যেমন। আহ্লাদ। প্রহ্লাদ ইত্যাদি।

এবং বকারের যোগে দীর্ঘ ভকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়। যেমন। জিহ্বা আহ্বান ইত্যাদি।

শ।

তালব্যশ ন ঋ এবং রকারের সহিত যোগে দন্ত্য-উচ্চরিত হয়। যথা। প্রশ্ন শৃঙ্খল শ্রবণ শ্রম ইত্যাদি। অন্যত্র তালব্য। যথা। শরণ শঙ্খ শর্ষপ ইত্যাদি।

ষ।

মূর্দ্ধন্য ষ খকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন। ক ষ যোগাধীন ক্ষ হয় অর্থাৎ বৃক্ষ উচ্চারণে বৃকখ ইত্যাদি।

কিন্তু ভাষা প্রসিদ্ধোচ্চারণে তালব্য প্রায় উচ্চারিত হয়। যেমন। পুরুষ দোষ রোষ দ্বেষ ইত্যাদি।

স।

দন্ত্য স ছকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন। মুসলমান। অর্থাৎ মুছলমান। ইত্যাদি।

এবং ঋ ত থ ন র এই পঞ্চবর্ণের যোগে দন্ত্যোচ্চারণ হয়। যেমন। সৃষ্টি হস্ত সুস্থ কৃৎস্ন স্রাব সহস্র ইত্যাদি।

অন্যত্র তালব্য প্রায় উচ্চারিত হয়। যেমন। সর্ব্ব সকল সহিত সমস্ত সাধু সভ্য সত্য ইত্যাদি।

এবং ত এবং পকারের অন্তে যুক্তহইলে দন্ত্যবৎ হয়। যেমন। দিৎসা চিকিৎসা লিপ্সা ইত্যাদি।

বর্ণ সংযোগ।

উভয় স্থানীয় বর্ণদ্বয়ের সংযোগে এককালীন উভয়ের উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে স্বরের অনেক বৈলক্ষণ্য হয়। এবং ব্যঞ্জন সংযোগেও বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

তাহাতে অকার সংযোগে কোন চিহ্ন বিশেষ থাকেনা। যেমন। ক অ। ক। কিন্তু ভাষায় অনেক স্থানে হলন্ত প্রায় উচ্চারিত হয়। যেমন। রাম্ হরি রাম্ ধন্ ইত্যাদি।

এবং উপান্তে ব্যঞ্জন সংযুক্ত হইলে অথবা যুক্তাক্ষর পরে থাকিলে এবং কতিপয় বিশেষণ শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ হয়। যেমন। ভদ্র পোষ্য দ্রব্য কৃষ্ণ স্পষ্ট ইত্যাদি। এবং গাঢ়, দৃঢ়, বড়, ছোট, ইত্যাদি।

বানান।

স্বর ব্যঞ্জনসহিতযুক্তহইলে রূপ বৈলক্ষণ্য হয় এবং তাহাকে ভাষামতে বানান কহা যায়। যেমন।

ব্যঞ্জন।	স্বর।	যোগাধীন নিষ্পন্ন।
ক্	আ	কা
ক্	ই	কি
ক্	ঈ	কী
ক্	উ	কু
ক্	ঊ	কূ
ক্	এ	কে
ক্	ঐ	কৈ
ক্	ও	কো
ক্	ঔ	কৌ ইত্যাদি।

ফলা।

ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনের মধ্যে য র ল ব ন ম ঋ ৯ র। এই নয়বর্ণ সহিত যুক্ত হইলে তাহাকে ফলা কহা যায়। এবং তাহাতে যেরূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহার উদাহরণ।

ব্যঞ্জন।	অন্যবর্ণ।	যোগে নিষ্পন্ন।
ক	য	ক্য
ক	র	ক্র
ক	ল	ক্ল
ক	ব	ক্ব
ক	ন	ক্ন
ক	ম	ক্ম
ক	ঋ	কৃ
ক	৯	কৢ
র্	ক	র্ক ইত্যাদি।

সানুনাসিক সংযোগ।

অনুনাসিক বর্ণ স্ব২ বর্গীয়াক্ষরান্তে যুক্ত হইলে সানুনাসিক কহা যায়। ভাষায় তাহাকে ঙ্ক ইত্যাদি কহে। যেমন।

অনুনাসিক বর্ণ।	স্ববর্গীয় বর্ণ।	যোগে নিষ্পন্ন।
ঙ	ক	ঙ্ক
—	খ	ঙ্খ

ঙ।	গ	ঙ্গ
—	ঘ	ঙ্ঘ
—	ঙ	ঙ্ঙ
ঞ	চ	ঞ্চ
—	ছ	ঞ্ছ
—	জ	ঞ্জ
—	ঝ	ঞ্ঝ
—	ঞ	ঞ্ঞ
ণ	ট	ণ্ট
—	ঠ	ণ্ঠ
—	ড	ণ্ড
—	ঢ	ণ্ঢ
—	ণ	ণ্ণ
ন	ত	ন্ত
—	থ	ন্থ
—	দ	ন্দ
—	ধ	ন্ধ
	ন	ন্ন

ম	প	ম্প
—	ফ	ম্ফ
—	ব	ম্ব
—	ভ	ম্ভ
—	ম	ম্ম

নিয়মাতিক্রান্ত সংযোগ।

যে সকল বর্ণেরা সংযোগে পূর্ব্বোক্ত প্রায় না হইয়া সংক্ষেপ লিপিরীত্যনুসারে সাঙ্কেতিক রূপান্তর প্রাপ্ত তাহারদিগকেই নিয়মাতিক্রান্ত সংযুক্ত কহা যায়। তন্মধ্যে প্রথমে স্বর সংযোগ যথা।

পূর্ব্বমত যোগ।	সাঙ্কেতিক যোগ।
ক + ু	কু
গ + ু	গু
ত + ু	তু
ন + ু	নু
র + ু	রু
র + ূ	রূ
শ + ু	শু
হ + ু	হু
হ + ৃ	হৃ ইত্যাদি।

১৩। ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনযোগ ।। যথা ।

পূর্ব্বগত	সাঙ্কেতিক ।
ঙ্ক	ঙ্ক
ঙ্গ	ঙ্গ
ঞ্চ	ঞ্চ
ঞ্জ	ঞ্জ
ক্ত	ক্ত
ক্র	ক্র
ত্ত	ত্র
গ্ধ	গ্ধ
ষ্ম	ষ্ম
টট	ট্ট
ণট	ণ্ট
ণঠ	ণ্ঠ
ণড	ণ্ড
ণঢ	ণ্ঢ
ত্ত	ত্ত
তথ	ত্থ
ন্ত	ন্ত
নথ	ন্থ
ন্ন	ন্ন

তয	ত্য
শ্‌র	শ্র
হ্‌ম	হ্ম
হ্‌ন	হ্ন
ষ্‌ণ	ষ্ণ
সথ	স্থ
দব	দ্ব
বদ	ব্দ
ভ্‌র	ভ্র
কষ	ক্ষ ইত্যাদি *

স্বরযোগশূন্য ব্যঞ্জন যাহাকে হলন্ত কহাযায়॥

যথা।

ত	ৎ	উৎপাত	ইত্যাদি
দ	দ্‌	পদ্‌	ইত্যাদি
ন	ন্‌	জ্ঞানবান্‌	ইত্যাদি
অনুস্বার	ং	সং	ইত্যাদি
বিসর্গ	ঃ	অধঃ	ইত্যাদি

---

* পূর্ব্বোক্ত তাবদ্বর্ণেরা কারান্তহইলে কেবল তন্মাত্র বর্ণকে বুঝায়। যথা। অকার॥ অ॥ ঈকার। ঈ॥ এবং ককার ।ক॥ ইত্যাদি

চন্দ্রবিন্দু তারাচাঁদ
বাঁশ } ইত্যাদি

অতঃপর সন্ধিনিয়মানুসারে কিরূপে সংযোগ হয় তাহার বিশেষ সন্ধিপ্রকরণে লেখাযায় ৷৷

অথ সন্ধি প্রকরণ ৷

অথ স্বরসন্ধি ৷

১ সূত্র ৷

*অবর্ণাদি স্বরবর্ণেরা সমানবর্ণপরে থাকিলে পর-বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘ হয় ৷৷

১ বৃত্তি ৷

অ আ ৷	অ আ ৷	পরে দীর্ঘে ৷	আ ৷	হয় ৷
ই ঈ ৷	ই ঈ ৷		ঈ	

---

* অত্র দীর্ঘঋ ৯ এবং প্লুত স্বরের প্রয়োজনা ভাবপ্রযুক্ত লেখা গেল না ৷ কারণ ভাষায় উক্ত স্বরাদি অথবা উক্ত স্বরান্ত শব্দ পাওয়া যায় না ৷৷ সংস্কৃতমতে ঋ ৯ পরস্পর সমান এই হেতুক ৯ ঋ দীর্ঘে ৠ হয় এবং ঋ ৯ দীর্ঘে ৠ হয় তন্মতানুসারে উদাহরণ ৷৷ যথা ৷৷

হোতৃ	৯ কার	৷	হোতৄকার	৷
শক্ল	ঋ কার	৷	শক্লকার	৷ ইত্যাদি
শক্ল	৯ দন্ত	৷	শক্লদন্ত	৷ ইত্যাদি

উ ঊ । উ ঊ । ঊ ।

ঋ ৠ । ঋ ৠ । ৠ

১ উদাহরণ ।

আদিবর্ণ	পরবর্ণসহ	দীর্ঘে নিয়ম ।
স্বর	অন্ত	স্বরান্ত ।
স্বর	আদি	স্বরাদি ।
ক্রিয়া	অন্ত	ক্রিয়ান্ত ।
ক্রিয়া	আদি	ক্রিয়াদি ।
অতি	ইন্দ্রিয়	অতীন্দ্রিয় ।
অতি	ঈশ্বর	অতীশ্বর ।
গৌরী	ইচ্ছা	গৌরীচ্ছা ।
পার্ব্বতী	ঈশ্বর	পার্ব্বতীশ্বর ।
কটু	উক্তি	কটূক্তি ।
শম্ভু	ঊহ	শম্ভূহ ।
বধূ	উক্তি	বধূক্তি ।
বধূ	ঊহ	বধূহ ।
ধাতৃ	ঋদ্ধি	ধাতৄদ্ধি ।

২ সূত্র

অবর্ণের পর ইবর্ণাদি স্বরবর্ণেরা পূর্ব্ববর্ণের সহিত গুণ প্রাপ্ত হয় । এবং একারাদি বর্ণেরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥

IMPERIAL * * LIBRARY.

২ বৃদ্ধি।

পূর্ব্ববর্ণ	পরবর্ণ	গুণে নিযন্ন।
অ আ ।	ই ঈ ।	এ ।
।	উ ঊ ।	ও ।
।	ঋ ৠ ।	অর ।
		বৃদ্ধিতে নিযন্ন।
।	এ ঐ ।	ঐ ।
।	ও ঔ ।	ঔ ।

২ উদাহরণ

পূর্ব্ববর্ণসহ	পরবর্ণ	গুণে নিষ্পন্ন।
গুণ	ইতর	গুণেতর
দুর্গা	ইচ্ছা	দুর্গেচ্ছা
বিশ্ব	ঈশ্বর	বিশ্বেশ্বর
রমা	ঈশ্বর	রমেশ্বর
নন্দ	উৎসব	নন্দোৎসব
দুর্গা	উৎসব	দুর্গোৎসব
হস্ত	ঊর্দ্ধ	হস্তোর্দ্ধ
গলা	ঊর্দ্ধ	গলোর্দ্ধ
সপ্ত	ঋষি	সপ্তর্ষি
রাজা	ঋষি	রাজর্ষি
পূর্ব্ববর্ণসহ	পরবর্ণ	বৃদ্ধিতে নিষ্পন্ন

কৃষ্ণ	একচরণ	কৃষ্ণৈকচরণ
দুর্গা	একচরণ	দুর্গৈকচরণ
সর্ব্ব	ঐক্য	সর্ব্বৈক্য
দেবতা	ঐশ্বর্য্য	দেবতৈশ্বর্য্য
ভব	ওষধি	ভবৌষধি
বালা	ওষধি	বালৌষধি
ইন্দু	ঔদার্য্য	ইন্দ্বৌদার্য্য
বালা	ঔষধ	বালৌষধ

৩ সূত্র

অবর্ণেরপর তৃতীয়াতৎপুরুষসমাসে ঋতশব্দের ঋকারের বৃদ্ধি হয় ॥

৩ বৃত্তি

অ আ । ঋ ।বৃদ্ধিতে । আর হয়

৩ উদাহরণ।

*শীত	ঋত	বৃদ্ধিতে নিষ্পন্ন ।	শীতার্ত্ত
ক্ষুধা	ঋত	।	। ক্ষুধার্ত্ত

৪ সূত্র

পূর্ব্বপদান্ত স্থিতইবর্ণাদি স্বরেরস্থানে অবর্ণাদি স্বরপরে ক্রমে য ব র ল অয় আয় অব আব হয়

*শীত বা ক্ষুধাদ্বারা ঋত অর্থাৎ পীড়িত শীতার্ত্ত বা ক্ষুধার্ত্ত অত্র তৃতীয়াতৎপুরুষসমাস।

৪ বৃদ্ধি ।

* ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ । স্থানে ।
য ব র ল অয় আয় অব আব । হয়

৪ উদাহরণ

ত্রি	অম্বক	ত্র্যম্বক
দেবী	উক্তি	দেব্যুক্তি
তনু	আত্মা	তন্বাত্মা
শিশু	অবয়ব	শিশ্ববয়ব
বিষ্ণু	ঈশ	বিষ্ণ্বীশ
বধূ	ওষধি	বধ্বোষধি
বধূ	ঐক্য	বধ্বৈক্য
ধাতৃ	অচ্যুত	ধাত্রচ্যুত
ধাতৃ	আদি	ধাত্রাদি
ধাতৃ	ঈশ	ধাত্রীশ
ধাতৃ	উক্তি	ধাত্রুক্তি
পিতৃ	ঐক্য	পিত্রৈক্য
ভ্রাতৃ	ঔৎসাহ	ভ্রাত্রৌৎসাহ
৯	আকৃতি	লাকৃতি

* ই উ ঋ ৯ বর্ণেরা সমান বর্ণ পরে ১ প্রথম লক্ষণ দ্বারা দীর্ঘ হয় একারণ ইহারদের অসমানবর্ণ পরে এলক্ষণ প্রাপ্তি ॥

শে	অন	শয়ন
নৈ	অক	নায়ক
ভো	অন	ভবন
* নৌ	ইক	নাবিক

৫ সূত্র ।

পদান্তস্থিত এ ও বর্ণের পর অকার হইলে লুপ্ত হয়

৫ উদাহরণ ।

হরে	অব	হরেব
বিষ্ণো	অব	বিষ্ণোব

এই পঞ্চসূত্রে স্বরসন্ধি সমাপ্ত হইল অতঃপর ব্যঞ্জনসন্ধি

অথ ব্যঞ্জনসন্ধি

অর্থাৎ ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনযোগ

১ সুত্র

† সকার এবং তবর্গের স্থানে শকার বা চবর্গের যোগে শকার এবং চবর্গ হয়। এবং ষকার বা টবর্গের যোগে ষকার এবং টবর্গ হয় ।

---

* ইহার শেষ সংস্কৃতে ব্যবহার আছে।। এবং গো অক্ষ । ইহাতে গোবাক্ষ । এবং গো ইন্দ্র ইহাতে গবেন্দ্র প্রসিদ্ধ ব্যবহার আছে।। ইত্যাদি ।।

† শকার এবং ট বর্গের পর অথবা ষকারের পূর্ব্বে

১ বৃত্তি

স স্থানে। শ চবর্গযোগে। শ। এবং ষ টবর্গযোগে।
ষ। হয়

ত।	। চ।	ট।
দ।	। জ।	ড
ন।	। ঞ।	ণ

১ উদাহরণ।

তৎ	চেষ্টা	।	তচ্চেষ্টা ।
তৎ	ছাগ	।	তচ্ছাগ ।
* তৎ	জাতি	।	তজ্জাতি।
বিদ্বান্	জন	।	বিদ্বাঞ্জন ।
তৎ	টীকা	।	তট্টীকা ।
তৎ	ঠাকুর	।	তট্ঠাকুর ।
বিদ্বান্	ঠাকুর	।	বিদ্বাণ্ঠাকুর।

উক্তরূপ যোগ হইলে কোন বর্ণই হয় না।। যথা।। প্রশ ন। প্রশ্ন। ষট্‌সাধু। তৎ ষষ্ঠীত্যাদি। থ ধ স্থানে ছ ঠ। নাই।

* অত্র আগামি ৩ সূত্রদ্বারা ত স্থানে দ। পরে এ সূত্রের দ্বারা দ স্থানে জ হইল। অথবা অগ্রে এলক্ষণের দ্বারা ত স্থানে চ। পরে ৩ সূত্র দ্বারা চ স্থানে জ ইত্যাদি।

২ সূত্র।

তবর্গের স্থানে লকারপরে লকার হয়॥

২ বৃত্তি।

ত ন স্থানে ল পরে ল হয়।

২ উদাহরণ।

মহত্	লোচন ।	মহল্লোচন ।
বিদ্বান্	লোক ।	বিদ্বাঁল্লোক ।

৩ সূত্র।

† পদান্ত স্থিত বর্গাদ্যবর্ণ স্থানে স্বরবর্ণ ও বর্গতৃতীয় চতুর্থবর্ণ এবং অন্তস্থবর্ণ পরে বর্গতৃতীয় বর্ণ হয়। এবং অনুনাসিক বর্ণপরে অনুনাসিক বর্ণ হয়॥

৩ বৃত্তি।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ।

গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ

---

* অত্রভাষায় থ দ ধ স্থানে লকার সম্ভবে না। ॥

† এলক্ষণে চটপ স্থানে যেং বর্ণ হয় ভাষায় তাহার প্রয়োজন হয় না। এবং সংস্কৃত মতে অনুনাসিক বর্ণ পরে কখনং তৃতীয় বর্ণও হইয়া থাকে যথা। তত মুকুন্দ। ইহাতে তদ্মুকুন্দ। তন্মুকুন্দ ইত্যাদি।

ধ ব ভ য র ল শ
এবং ঙ ঞ ণ ন ম এই
সকল বর্ণ পরে।

ক	চ	ট	ত	প	।	স্থানে।
গ	জ	ড	দ	ব	।	আদেশ হয়।
ঙ	ঞ	ণ	ন	ম	।	এবং হয়।

৩ উদাহরণ।

পৃথক্	অনুষ্ঠান	।	পৃথগনুষ্ঠান।
বাক	আত্মা	।	বাগাত্মা।
বাক্	ইন্দ্রিয়	।	বাগিন্দ্রিয়।
বাক্	ঈশ্বরী	।	বাগীশ্বরী।
প্রাক	উৎপত্তি	।	প্রাগুৎপত্তি।
প্রাক	এব	।	প্রাগেব।
প্রাক্	ঐশ্বর্য্য	।	প্রাগৈশ্বর্য্য।
প্রাক্	গতি	।	প্রাগ্গতি।
পৃথক্	জাতি	।	পৃথগ্জাতি।
পৃথক্	ঝঙ্কার	।	পৃথগ্ঝঙ্কার।
পৃথক্	ডিম্ব	।	পৃথগ্ডিম্ব।
বাক্	দণ্ড	।	বাগ্দণ্ড।
পৃথক্	ধ্বনি	।	পৃথগ্ধ্বনি।
পৃথক্	বায়ু	।	পৃথগ্বায়ু।

পৃথক্	ভীতি	।	পৃথগ্ভীতি
বাক্	যন্ত্র	।	বাগ্যন্ত্র
বাক্	নিষ্পত্তি	।	বাঙ্নিষ্পত্তি
বাক্	মনঃ	।	বাঙমনঃ
মত্	অনুগ্রহ	।	মদনুগ্রহ
মত্	ইন্দ্রিয়	।	মদিন্দ্রিয়
মত্	ঈশ্বর	।	মদীশ্বর
তত্	উক্তি	।	তদুক্তি
ভবত্	ঋদ্ধি	।	ভবদৃদ্ধি
ত্বত্	এতত	।	ত্বদেতত
তত্	ঐশ্বর্য্য	।	তদৈশ্বর্য্য
ত্বত্	ঔৎসাহ	।	ত্বদৌৎসাহ
উৎ	গতি	।	উদ্গতি
উৎ	ঘাত	।	উদ্ঘাত
তত্	জ্ঞান	।	তজ্জ্ঞান
তত্	দানব	।	তদ্দানব
তত্	ধাতু	।	তদ্ধাতু
তত্	বন্ধু	।	তদ্বন্ধু
তত্	ভীতি	।	তদ্ভীতি
উৎ	যোগ	।	উদ্যোগ
তত্	রোগ	।	তদ্রোগ

তত্	নিমিত্ত	।	তন্নিমিত্ত।
তত্	মধ্যে	।	তন্মধ্যে

৪ সূত্র।

* পদান্ত স্থিত বর্গাদ্য বর্ণের পর শকার স্থানে ছকার এবং হকারস্থানে বর্গ চতুর্থ বর্ণ হয়॥

৪ বৃত্তি।

ক পর।	শ।	স্থানে।	ছ	। এবং	হ। স্থানে।	ঘ।
ত	।	।	।	।	।	। ধ।

৪ উদাহরণ।

তত্	শরীর	।	তচ্ছরীর ।
বাক্	হস্ত	।	বাগ্ঘস্ত ।
তত্	হস্তী	।	তদ্ধস্তী ।

৫ সূত্র।

স্বরবর্ণোত্তরস্থিত হকারের দ্বিত্বহয়। এবং রকারের উত্তরভাগে ব্যঞ্জনযুক্ত হইলে বিকল্পে দ্বিত্বহয়॥

৬ সূত্র।

বর্গচতুর্থবর্ণস্থানে বর্গচতুর্থ বর্ণ পরে তৃতীয় বর্ণ

* এসকলেও চ ট প পর শ হস্থানে যেং বর্ণ হয়। এবং যেং বিকল্প বিধি তাহারো ভাষায় প্রয়োজন হয় না॥

হয়। এবং ছকারস্থানেছকার পরে চকার হয় ॥

৬ বৃত্তি।

ঘ	স্থানে	ঘ	পরে	গ।
ঝ		ঝ		জ।
ঢ		ঢ		ড।
ধ		ধ		দ।
ভ		ভ		ব।
ছ		ছ		চ।

৬ উদাহরণ।

ইচ্ছা।		
অর্ক্ক।	অর্ক।	
সর্ব্ব।	সর্ব।	
মূর্চ্ছা।	মূর্চ্ছা।	
দুর্গ্ঘট।	দুর্ঘট।	
গর্ভ্ভ।	গর্ভ।	ইত্যাদি ॥

এই কয় সুত্রে ব্যঞ্জন সন্ধি সমাপ্ত হইল ইহার পর অনুস্বার সন্ধি ॥

অথানুস্বার সন্ধি।

১ সূত্র।

অনুস্বার স্থানে বর্গীয়াক্ষর পরে তত্তদ্বর্গীয়ান্ত্যাক্ষর হয় ॥

১ বৃত্তি।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	।	পরে ঙ	।
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	।	ঞ	।
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	।	ণ	।
ত	থ	দ	ধ	ন	।	ন	।
প	ফ	ব	ভ	ম	।	ম	।

১ উদাহরণ।

অহং	কার	।	অহঙ্কার	।
সং	খ্যা	।	সঙ্খ্যা	।
সং	গতি	।	সঙ্গতি	।
সং	ঘাত	।	সঙ্ঘাত	।
সং	চার	।	সঞ্চার	।
সায়ং	ছবি	।	সায়ঞ্ছবি	।
সং	জীবন	।	সঞ্জীবন	।
সায়ং	ঝঞ্ঝা	।	সায়ঞ্ঝঞ্ঝা	।
ঘং	টা	।	ঘণ্টা	।
কং	ঠা	।	কণ্ঠা	।
ষং	ডা	।	ষণ্ডা	।
সং	তাপ	।	সন্তাপ	।
পাং	থা	।	পান্থা	।
সং	দর্ভ	।	সন্দর্ভ	।

সং	ধান ৷	সন্ধান ৷
সং	নীতি ৷	সন্নীতি ৷
সং	পাত ৷	সম্পাত ৷
গেং	ফ ৷	লম্ফ ৷
সং	বোধন ৷	সম্বোধন ৷
সং	ভোগ ৷	সম্ভোগ ৷
*সং	মুখ ৷	সম্মুখ ৷

ইতি অনুস্বার সন্ধি সমাপ্ত হইল

অতঃ পর বিসর্গ সন্ধি ॥

অথ বিসর্গ সন্ধি ৷

১ সূত্র ৷

†বিসর্গ স্থানে বর্গীয়াক্ষর দ্বয় পরে স হয় ৷ কিন্তু ক খ প ফ পরে বিকল্পে এবং ইবর্ণাদি বর্ণের উত্তর হইলে ক খ প ফ পরে ষত্ব হয় অর্থাৎ দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য ষ হয়

১ বৃত্তি ৷

১ ক খ ৷ ৪ ত থ ৷ ৫ প ফ পরে স হয় ৷

---

* এইরীত্যনুসারে স্ববর্গীয়াক্ষরের সহিত স্ববর্গান্ত্যাক্ষরের যোগহয় স্ববর্গ ভিন্ন অন্যবর্গের সহিত কদাচ যোগ হয় না ৷ অর্থাৎ সন্চার ৷ সঞথ্যা ৷ ইত্যাদি হয় না ॥

† স এবং র রূপান্তর হইয়া বিসর্গ অর্থাৎ ঃ দ্বিবিন্দু

* ২ চ ছ ৷	শ ৷
৩ ট ঠ ৷	ষ ৷

১ উদাহরণ ৷

পুরঃ	চরণ ৷		পুরশ্চরণ ৷
বক্ষঃ	ছেদ ৷		বক্ষশ্ছেদ ৷
ধনুঃ	টঙ্কার ৷		ধনুষ্টঙ্কার ৷
মনঃ	তাপ ৷		মনস্তাপ ৷
পুরঃ	কার ৷		পুরস্কার ৷
অন্তঃ	করণ ৷		অন্তঃকরণ ৷
নিঃ	কর ৷		নিষ্কর ৷
মনঃ	খেদ ৷	মনস্খেদ ৷	মনঃখেদ ৷
দুঃ	খ ৷	দুস্খ ৷	দুঃখ ৷
অধঃ	পতন ৷	অধস্পতন ৷	অধঃপতন ৷
দুঃ	পাপ ৷		দুষ্পাপ ৷
উচ্চৈঃ	ফণা ৷	উচ্চৈষ্ফণা ৷	ইত্যাদি ৷

২ সূত্র ৷

† অকারের পর সজাত বিসর্গস্থানে অকার এবং

মাত্র হয় ৷৷ খ এবং ঠ পরে প্রায় ভাষায় বিসর্গ সম্ভবেনা ৷৷

* ব্যঞ্জন সন্ধির প্রথম লক্ষণদ্বারা স স্থানে চ ছ যোগে তালব্য শ এবং ট ঠ যোগে মূর্দ্ধন্য ষ হয় ৷৷

† অত্র বিসর্গস্থানে উকার হইলে স্বরসন্ধির

র্গ তৃতীয় চতুর্থবর্ণ অন্তঃস্থবর্ণ এবং ন ম হ এই অষ্টাদশ বর্ণপরে উকার হয়। এবং আকারাদি স্বরপরে বিসর্গের লোপ হয়॥

২ বৃত্তি।

অ গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ ধ ন ব ভ ম য র ল ব হ্ পরে উ হয়। এবং আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ পরে লোপ হয়॥

২ উদাহরণ॥

* মনঃ	অভিলাষ	।	মনোভিলাষ	।
অধঃ	গতি	।	অধোগতি	।
বক্ষঃ	ঘাত	।	বক্ষোঘাত	।
বয়ঃ	জ্যেষ্ঠ	।	বয়োজ্যেষ্ঠ	।
পুরঃ	ডাশ	।	পুরোডাশ	।
বয়ঃ	দশা	।	বয়োদশা	।

দ্বিতীয়সূত্রদ্বারা তাহার গুণ হয় অর্থাৎ ওকার হয়। এবং ঙঞণ ইহাদের যোগ সম্ভব হয় না একারণ লেখা গেল না॥

* অত্র বিসর্গজাত উকারের গুণ ওকার হইলে উক্ত সন্ধির পঞ্চম সূত্রদ্বারা ঐ ওকারের উত্তর অকার লুপ্ত হইল॥

পুরঃ	ধাবক	।	পুরোধাবক ।
মনঃ	নীত	।	মনোনীত ।
মনঃ	বেগ	।	মনোবেগ ।
পুরঃ	ভাগ	।	পুরোভাগ ।
মনঃ	মধ্যে	।	মনোমধ্যে ।
মনঃ	যোগ	।	মনোযোগ ।
শিরঃ	বেদনা	।	শিরোবেদনা ।
অর্শঃ	রোগ	।	অর্শোরোগ ।
শিরঃ	লেপ	।	শিরোলেপ ।
পুরঃ	হিত	।	পুরোহিত ।
* অতঃ	আদি	।	অতআদি ।
অতঃ	ইতি	।	অতইতি ।
ততঃ	ঈশ্বর	।	ততঈশ্বর ।
মনঃ	উদ্বেগ	।	মনউদ্বেগ ।
অতঃ	ঊর্দ্ধ	।	অতঊর্দ্ধ ।
অতঃ	এব	।	অতএব ।

* বিসর্গের লোপ হইলে পুনঃসন্ধি নিষেধ হয় কারণ সন্ধিযোগ্যপদের কোন বর্ণের লোপ হইলে পুনরায় সন্ধিকার্য্য হয় না। অতএব সন্ধি সম্ভাবনা থাকিলেও সন্ধি না হইয়া উক্তরূপই ব্যবহার হইয়া থাকে ॥

মনঃ	ঐক্য	।	মনঐক্য ।
একান্ততঃ	ঔৎসাহ	।	একান্ততঔৎসাহ ।

৩ সূত্র ।

* ইবর্ণাদিস্বরের পর যে বিসর্গ এবং অবর্ণের পর রেফজাত যে বিসর্গ তাহাদের স্থানে স্বরবর্ণ এবং পূর্ব্ব লক্ষণে উক্ত ব্যঞ্জন পরে রকার হয় কিন্তু রকার পরে বিসর্গস্থানীয় রকারের লোপ হয় এবং তাহাতে ঐ রকারের পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা হয় ।।

৩ বৃত্তি ।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ এবং গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ ধ ন ব ভ ম য র ল ব হ ।। এই সকল বর্ণ পরে । র হয় ।।

৩ উদাহরণ ।

নিঃ	অবধি	।	নিরবধি ।
নিঃ	আকার	।	নিরাকার ।
নিঃ	ইন্দ্রিয়	।	নিরিন্দ্রিয় ।

---

* অত্র বিসর্গ স্থানীয় রকার পরবর্ণের সহিত যুক্ত হয় । এবং র ব্যঞ্জনের অগ্রে যুক্ত হইলে সর্ব্বদা রূপান্তর হইয়া এইরূপ বর্ণোপরি ব্যক্ত হয় । যথা দুর্ভোগ দুর্বল ইত্যাদি ।

নিঃ	ঈক্ষণ ।	নিরীক্ষণ ।
নিঃ	উত্তর ।	নিরুত্তর ।
নিঃ	ঊহ ।	নিরূহ ।
নিঃ	ঐশ্বর্য্য ।	নিরৈশ্বর্য্য ।
নিঃ	ওষধি ।	নিরোষধি ।
নিঃ	ঔৎসাহ ।	নিরৌৎসাহ ।
দুঃ	গন্ধ ।	দুর্গন্ধ ।
দুঃ	ঘটনা ।	দুর্ঘটনা ।
দুঃ	জন ।	দুর্জ্জন ।
নিঃ	ঝর ।	নির্ঝর ।
দুঃ	দিন ।	দুর্দিন ।
নিঃ	ধন ।	নির্ধন ।
দুঃ	নাম ।	দুর্নাম ।
দুঃ	বল ।	দুর্বল ।
দুঃ	ভাগ্য ।	দুর্ভাগ্য ।
দুঃ	মুখ ।	দুর্মুখ ।
দুঃ	যোগ ।	দুর্যোগ ।
নিঃ	রব ।	নীরব ।
দুঃ	লভ ।	দুর্লভ ।
দুঃ	বিনয় ।	দুর্বিনয় ।
নিঃ	হর্ষ ।	নির্হর্ষ । ইত্যাদি

অন্তঃ	অঙ্গ ।	অন্তরঙ্গ ।
অন্তঃ	আত্মা ।	অন্তরাত্মা ।
অন্তঃ	ইচ্ছা ।	অন্তরিচ্ছা ।
অন্তঃ	ঈক্ষ ।	অন্তরীক্ষ ।
অন্তঃ	গত ।	অন্তর্গত ।
অন্তঃ	ধান ।	অন্তর্ধান ।
অন্তঃ	বাহ্য ।	অন্তর্বাহ্য ।
অন্তঃ	ভূত ।	অন্তর্ভূত ।
অন্তঃ	যামী ।	অন্তর্যামী । ইত্যাদি ।

৪ সূত্র ।

অবর্ণাদির পর রজাত বিসর্গস্থানে বর্গাদ্যাক্ষর দ্বয় পরে বিকল্পে র এবং স হয় কিন্তু অহন্ সম্বন্ধীয় বিসর্গ স্থানে র ক পরের হয় না ॥

৪ উদাহরণ ।

অন্তঃ	পক্ষ ।	অন্তর্পক্ষ । অন্তস্পক্ষ । এবং অন্তঃপক্ষ ।
*অন্তঃ	করণ ।	অন্তর্করণ । অন্তস্করণ । এবং অন্তঃকরণ ।

* অত্র বিসর্গ যুক্ত যে পদ তাহাই সর্ব্বত্র ব্যবহার হইয়া থাকে । কিন্তু সংস্কৃত মতে নানা প্রকার ব্যবহার আছে ॥

গীঃ পতি । গীর্পতি । গীষ্পতি ।
এবং গীঃপতি । ইত্যাদি ॥

অহন্ শব্দ ।

অহঃ রাত্র । অহোরাত্র
অহঃ কর । অহস্কর । ইত্যাদি ॥

ইতি বিসর্গ সন্ধি প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

অতঃপরণত্ব প্রকরণ ॥

অথ ণত্ব প্রকরণ ।

১ সূত্র

১ র ষ এবং ঋবর্ণের উত্তর ন স্থানে ণত্ব হয় অর্থাৎ দন্ত্য ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হয় । এবং স্বরবর্ণ কবর্গ পবর্গ এবং হ য ব এই সকল বর্ণব্যবধান সত্ত্বেও ণত্ব হয় ॥ ব্যবধান অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তিতা ॥

যেমন । কৃষ্ণ । কৃষাণ । বর্ণ । হরণ । তৃণ ইত্যাদি
ব্যবধান সত্ত্বে । যেমন । ক্ষেপাণ । ক্ষপণক । দর্পণ ।
দ্রবিণ । কার্ষাপণ । গ্রহণ । কৃপাণ ইত্যাদি ॥

অন্যবর্ণ ব্যবধানে । অর্চ্চনা । বর্জ্জন । বর্দ্ধন ।
ক্রীড়ন । দর্শন ইত্যাদি ॥

২ সূত্র

সমাসস্থপদে পূর্ব্বপদস্থ রষকারাদি কারণ সত্ত্বে উত্তরপদস্থ ন ণত্ব হয় ॥ ক্বচিৎ হয় না ॥

যেমন। প্লক্ষবণ। প্রবীণ। অন্তর্বণ। ইক্ষুবণ।
পারিত্রাণ। পরিণাম। পরায়ণ। নারায়ণ।
প্রণিপাত। ইত্যাদি ॥
কচিৎ নিষেধ। যেমন। দেবদারুবন। বিদারীবন।
হরিদ্রাবন। ইক্ষুবহুন ইত্যাদি ॥
এবং কোন২ স্থলে বিকল্প বিধিও আছে ॥
যেমন। হরিভাবিণী হরিভবানী ইত্যাদি।

৩ সূত্র।

টবর্গীয় বর্ণ অন্তেযুক্ত হইলে কারণাভাব সত্বেও ণত্বহয় ॥ যেমন। কণ্টক। কণ্ঠা। পিণ্ড। টুণ্টি ইত্যাদি ॥

৪ সূত্র।

গকারের পর কেবল স্বরব্যধানে ন ণত্ব হয় ॥
যেমন। গণ। গণিত। গুণ। দ্বিগুণ। গণনা। ইত্যাদি।
কিন্তু গগণ। ফাল্গুণ। ফেণ ইহারা বিকল্পে ণত্ব হয়। কোন২ পণ্ডিত মহাশয়েরা ব্যবহার করেন ॥ যে। গগন ফাল্গুন ফেন ইত্যাদি।

৫ সূত্র।

স্বাভাবিক অর্থাৎ কারণাভাবে ব্যবহারাধীন ণত্ব। সংস্কৃতমতে আভিধানিক ণত্ব কহাযায় ॥
যেমন। অণ। কণা। কণাদ। কাণ। পণ। কঙ্কণ।

কোণ । কিণ । চিক্কণ । কুণি । কুণপা। কণ । কঙ্কণ । আপণ । বিপণি । পণ্যবীথিকা । পাণি । মৎকুণ । অঙ্গণ । এণ । গোণী । ঘুণ । ফাণিত । কফোণি । পুণ্য । নিপুণ । ফণা । ফণী । ফেণা । ঘোণা । উল্বণ । লবণ । বেণী । স্থূণ । পণব । লাবণ্য । বেণু । কল্যাণ । তূণ । শাণ । শোণ । শোণিত । বাণ । বাণী । বণিক্‌ । মণি । শণ । ইত্যাদি ।

৬ সূত্র ।

ভাষাক্রিয়াপদে অথবা দন্ত্যবর্ণসহিত যোগে । কারণসত্ত্বেও ন ণত্ব হয় না ।

যেমন । হারান । করেন । করুন । পারেন । নির্ব্বন্ধ । নিরন্তর ইত্যাদি ।।

৭ সূত্র ।

এতদ্ব্যতীত তাবত্‌ ন দন্ত্যব্যবহার হইয়া থাকে ।

যেমন । শপান । শয়ন । পবন । গমন ইত্যাদি ।

ইতি ণত্বপ্রকরণ সমাপ্ত হইল ইহার পরে শকার ভেদ ।।

অথ শকারভেদ নির্ণয় ।।

১ সূত্র।

চ ছ সহিত যোগে তালব্য শযুক্ত হয়।

যেমন ।। নিশ্চয় । পশ্চাৎ । শিরশ্ছেদ । বক্ষশ্ছেদ ইত্যাদি।

২ সূত্র।

টবর্গযোগে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যেমন। দুষ্টা। স্পষ্টা ভ্রষ্টা। নিষ্ঠা। বিষ্ঠা। বিষ্ণু। উষ্ণ ইত্যাদি ।।

৩ সূত্র।

ক খ। ত থ ন। প ফ ম। ইত্যাদি বর্ণযোগে দন্ত্য স হয়। যেমন। বয়স্ক। স্খলিত। অস্ত। বস্তু। প্রস্থ। প্রস্থান। স্নান। বাস্প। স্ফটিক। ভস্ম। অস্মদীয় ইত্যাদি ।।

৪ সূত্র।

ইবর্ণ উবর্গের পর দন্ত্যস ক খ প ফ ম ইত্যাদি বর্ণপরে ষত্ব হয় ।।

যেমন। নিষ্কর। পরিষ্কার। দুষ্কর। পুষ্কর। নিষ্খলন দুষ্ট। নিষ্পাপ। পুষ্প। নিষ্ফল। দুষ্ফল। উষ্ম। যুষ্মদীয়। ভীষ্ম। গ্রীষ্ম ইত্যাদি।

৫ সূত্র।

* উপসর্গের এবং ধাতুর ইবর্ণাদি বর্গের উত্তর

---

* অত্র ধাতু অর্থাৎ সংস্কৃত প্রসিদ্ধ ধাতু ।।

ধাতুসম্বন্ধীয় দন্ত্যস প্রায় ষত্ব হয়। অর্থাৎ কুচিহ্ন হয় না।

যেমন। নিষেধ। অভিষেক। অভিষঙ্গ। প্রতিষেধ। বিষাদ। বিষুব। বিষাণ। সুষুপ্তি। তোষ। রোষ। পোষ ইত্যাদি॥

নিষেধ যথা। বিস্মৃতি। বিস্বাদ। বিস্ময়। বিস্মরণ। বিসর্গ। বিস্তৃত ইত্যাদি॥

৬ সূত্র।

এতদ্ব্যতিরিক্ত স্বাভাবিক অথবা আভিধানিক অর্থাৎ ব্যবহারাধীন তালব্য শ ব্যবহার হয়। যেমন। শক্তি। শঙ্কা। শব। শর। শশী। শর্ম্মা। শরীর। শলা। শিখা। শিক্ষা। শোভা। ইত্যাদি।

৭ সূত্র।

উপসর্গের সং সু এই দুই দন্ত্যসযুক্ত শব্দ অনেক পদের আদিতে ব্যবহার হয়। ইহাতে অনায়াসে অনেক শব্দ বোধ হয়। তদ্ব্যতীত ব্যবহারাধীন দন্ত্য।

সং

যেমন। সংযোগ। সংলগ্ন। সংক্রান্ত। সম্বন্ধ। সম্বৎসর। সম্ভোগ। সংজ্ঞা। সংখ্যা ইত্যাদি।

সু ।

সুধারা । সুনীতি । সুজন । সুগম । সুসাধ্য ।
সুদৃশ্য । সুকার্য্য । সুশীল ইত্যাদি ॥

স্বাভাবিক ।

সার । সেবা । সূর্য্য । সূত্র । সূচনা ।
সূচী । সোম । সলিল । সখা । সভা ।
সেনা । সাহস । সর্ব্ব । বাস । সরস ।
সর্প । সব্য । সরোজ । সহায় । সহজ ।
সাধু । সহস্র । সোপান । ইত্যাদি

৮ সূত্র ।

স্বাভাবিক মূর্দ্ধন্য ষ ॥ যথা । ষট্পদ । ষট্ক । ষড়ানন । ষড়্বিধ । ষষ্ঠী । ষোড়শ । ষণ্ড ইত্যাদি

সকারভেদজ্ঞান অভিধানজ্ঞানাধীন তবে ব্যাকরণজ্ঞানদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ বোধমাত্র ইতি শকারভেদসমাপ্ত্যনন্তর শব্দপ্রকরণনির্ণয়ে প্রবর্ত্ত হওয়া গেল ।

অথ শব্দপ্রকরণ ।

তত্র প্রকৃতিনির্ণয় ।

১ পূর্ব্বোক্ত বর্ণেরা সংযোগবিশেষ দ্বারা প্রকৃতি নাম প্রাপ্ত হয় । এবং ঐ প্রকৃতি অর্থবিশেষবোধিকা হইয়া দ্বিধা বিভক্তা । শব্দপ্রকৃতি এবং ধাতুপ্রকৃতি ॥

পদসংজ্ঞা ।

২ ঐ প্রকৃতিদ্বয় প্রযোগযোগ্যকালে পদসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ॥

শব্দপ্রকৃতির পদভেদ ।

৩ শব্দপ্রকৃতির পদ অর্থের তাৎপর্য্যবিশেষ বোধকতাহেতুক নানাপ্রকার হয় । উপসর্গ অব্যয় এবং সংজ্ঞা সর্ব্বনাম বিশেষণ ইত্যাদি ॥

তত্র উপসর্গ ।

১ উপসর্গ অর্থাৎ যাহা ধাতুনিষ্পন্নসংজ্ঞা অথবা বিশেষণশব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া তদর্থের বিশেষ বৈচিত্র্যবোধ করায় । তাহার সংখ্যা বিংশতি ॥

যেমন ॥

প্র পরা অপ সং নি অব অনু নির্ দুর্ বি অধি সু উৎ পরি প্রতি অভি অতি অপি উপ আ ইতি ২০ ॥

উপসর্গঘটিত শব্দ ॥

যেমন ॥	প্রস্থান ।	পরামর্শ ।	অপবাদ ।
	সংস্থান ।	নিনাদ ।	অবস্থা ।
	অনুষ্ঠান ।	নির্ণয় ।	দুর্ভাগ্য ।
	বিশেষ ।	অধিকার ।	সুস্থ ।
	উৎপাত ।	পরিষ্কার ।	প্রতিজ্ঞা ।

অভিমান। অতিক্রম। অপিধান।

কেহ২ অকারের লোপ করে। পিধান। উপরোধ। আক্রমণ ইত্যাদি ॥

অব্যয়শব্দ

১ অব্যয়শব্দ অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত হইয়া বাক্যার্থের সাহিত্য বা পৃথক্ত্ব বোধ করায় ॥

যেমন। তিনি এবং আমি একত্র যাইব। ও যদি তুমি যাও তবে তাহাকে পাঠাইব কিন্তু তিনি তথায় থাকিবেন না ইত্যাদি ॥

অব্যয়ভেদ।

২ অব্যয়শব্দ তাৎপর্য্যভেদে অনেকপ্রকার হয় ॥ যোজক। পার্থক্যসূচক। সন্দেহ সূচক। হেতুবোধক। ভাববোধক। এবং বিভক্তি ইত্যাদি ॥

তত্রযোজক।

১ যোজক অর্থাৎ যাহা পদগত হইয়া তুল্যরূপে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ করায় ॥ এবং ও আর। যথা। যেমন ইত্যাদি ॥

যেমন। তুমি এবং তিনি বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ ইত্যাদি ॥

পার্থক্যসূচক।

২ পার্থক্যসূচক অর্থাৎ যাহা বাক্যান্তর্গত হইয়া

পার্থক্যরূপে তদর্থ সঙ্কোচ করে ৷৷ যেমন ৷ কিম্বা অথবা বা ইত্যাদি যথা ৷ তিনি কিম্বা আমি যাইব অথবা লিখিব নতুবা কোনলোক পাঠাইব ইত্যাদি ৷

সন্দেহসূচক ৷

৩ সন্দেহসূচক অর্থাৎ যাহা বাক্যগতহইয়া তদর্থের কিঞ্চিৎ আশংসাবোধ করায় ৷৷ যথা ৷ যদি যদ্যপি কিন্তু বরং তবে তথাপি তত্রাপি তবু ইত্যাদি ৷

যেমন ৷ যদি তুমি যাইতে তবে কি এমন হইত ইত্যাদি ৷৷

হেতুবোধক ৷

৪ হেতুবোধক অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ববাক্যের বা পর-বাক্যের বিশেষরূপ সপ্রমাণ অর্থবোধ করায় ৷৷ যথা ৷ একারণ ৷ এইহেতুক ৷ তন্নিমিত্তে ৷ যেহেতু ৷ অতএব ৷ কারণ ৷ কেননা ৷ এজন্য ৷ ইত্যাদি ৷৷

যেমন তিনি সেখানে গিয়া তাহার অত্যন্ত অপকার করেন ৷ তাহার কারণ এইযে তিনি নির্বোধ ৷ অতএব তুমি তাহাকে সাবধানে রাখিবা ইত্যাদি

ভাববোধক ৷

৫ ভাববোধক অর্থাৎ যাহা অন্তর্গত নানাপ্র-কার ভাব স্পষ্টরূপে বোধ করায় ৷৷ যথা ৷ হায়

উঃ আঃ ইঃ আহা হায়হায় হাঁ বটে হাঁহাঁ নানা ইত্যাদি ৷৷

যেমন ৷ হাঁ তোমার যে অন্তঃকরণ তাহা কিক-হিব ৷ হায়২ মহাশয় হাঁবটে সকলই জগদীশ্বরের ইচ্ছা ৷৷

বিভক্তি ৷৷

৬ বিভক্তি অর্থাৎ যাহা বিশেষ২ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া কারকসম্বন্ধাদি প্রতিপন্ন করায় ৷৷ দ্বারা হইতে তে ইত্যাদি যেমন ৷ তদ্দ্বারা আমার এইলাভ হইয়াছে ইত্যাদি ৷

বিভক্তিভেদ ৷

৭ বিভক্তি তাৎপর্য্যভেদে সপ্তপ্রকার হয় ৷৷ যেমন ৷ প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী ইতি ৷৷

বিভক্তিসংখ্যা ৷

	একত্ব	বহুত্ব	
প্রথমা	অ	রা	৷
দ্বিতীয়া	কে	কে	৷
তৃতীয়া	তে	তে	৷
চতুর্থী	কে	কে	৷
পঞ্চমী	হইতে	হইতে	৷

ষষ্ঠী	র	র	।
সপ্তমী	তে	তে	।

১ তত্র প্রথম সূত্র ।

১ প্রথমাবিভক্তির অকারের লোপ হয় ॥
যেমন । আমি করিলাম । হরি ছিলেন । তিনি কহেন ইত্যাদি

২ সূত্র ।

২ বিভক্তির রকারপরে শব্দের অন্ত্যঅকারস্থানে একার হয় । এবং ঐ একারের পর রাপ্রত্যয়ের কখন২ লোপও হয় । যথা । লোকেরা বলে অথবা লোকে কহে ইত্যাদি

৩ সূত্র

৩ দ্বিতীয়াদিবিভক্তিপরে বহুবচনে দিগশব্দ প্রযোগ হয় । এবং ঐ দিগশব্দ ও তৃতীয়া এবং পঞ্চম্যর্থপ্রত্যয়যোগে ও সহার্থ সাম্যার্থ নিমিত্তার্থ সামীপ্যাদ্যর্থশব্দসংযোগে ষষ্ঠীবিভক্তি হইয়াথাকে তাহাতে পূর্ব্বপদ ষষ্ঠ্যন্ত হয় । এবং কখন২ সমাসরূপে ঐষষ্ঠীর লোপ হয় ॥
যেমন । বালকেরদিগকে অথবা বালকদিগকে তাহারদ্বারা তাহাহইতে ইত্যাদি

৪ সূত্র।

৪ তেপ্রত্যয়পরে অন্ত্যঅকারস্থানে একার হয়। এবং ঐ একারের পর তেপ্রত্যয়ের লোপও হয়। যেমন। তিনি ধনেতে কিম্বা ধনে সুখী হইয়াছেন। এবং গৃহেতে অথবা গৃহে বসিয়া থাকেন ইত্যাদি

৫ সূত্র

৫ তৃতীয়ার্থে দ্বারা এবং কর্তৃকপ্রত্যয়ের প্রযোগ হয় কিন্তু কর্তৃকপ্রত্যয় কেবল তৃতীয়ান্ত অনুক্ত কর্তৃপদেই ব্যবহার হয়। যথা।। তৎকর্তৃক ধরা পড়িলাম কিন্তু কেবল অর্থদ্বারা রক্ষা পাইলাম ইত্যাদি

৬ সূত্র।

৬ চতুর্থীর কেপ্রত্যয়ের স্থানে রেও আদেশ হয়। যথা। তাহাকে অথবা তাহারে দিলাম।।

৭ সূত্র।

অপেক্ষাশব্দও পঞ্চমীপ্রত্যয়ার্থে কখন২ ব্যবহার করা যায়। যথা। তিনি তাহাহইতে অথবা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি

৮ সূত্র

৮ ষষ্ঠীর বহুবচনে দিগশব্দের স্থানে দ শব্দও

আদেশ হয়। যথা। তাহারদিগের ধন অথবা তাহাদের ধন ইত্যাদি

৯ সূত্র।

৯ আকারান্তশব্দের উত্তর সপ্তমীর তেপ্রত্যয় স্থানে কখন২ য় আদেশ হয়॥

যেমন। আমাতে কিম্বা আমায় এই ঘটিল॥ কিন্তু বহুবচনে অকারান্তশব্দের ন্যায় দিগশব্দ প্রয়োগ হয়। যেমন। আমাদিগে অথবা আমারদিগেতে তোমার শঙ্কা নাই ইত্যাদি॥

ইতি অব্যয়শব্দসমাপ্ত্যনন্তর সংজ্ঞানির্ণয়॥

অথ সংজ্ঞানিরূপণ।

১ সংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা আমারদের চক্ষুর্গোচর অথবা জ্ঞানমাত্রের বিষয় হইয়া বস্তুমাত্রকে প্রতিপন্ন করায়। যেমন। মনুষ্য। পশু। জ্ঞান। ধর্ম্ম। কাশী। কাঞ্চীত্যাদি॥

সংজ্ঞাভেদ।

২ সংজ্ঞা প্রথমতঃ তিন প্রকার হয়।

যেমন। নামবাচক। ভাববাচক। এবং ক্রিয়াবাচক॥

নামবাচক।

১ নামবাচক অর্থাৎ যাহা বস্তুর নামমাত্রকে প্রতি-

পন্ন করায়। যেমন। নর। নারী। রাম। হরি। তরী।
জরীত্যাদি

ভাববাচক।

৩ ভাববাচক অর্থাৎ যাহা বস্তুর নামরূপভাব- বোধক হয়। যেমন। মনুষ্যত্ব। জ্ঞানিত্ব। ভদ্রত্ব ইত্যাদি

ক্রিয়াবাচক।

৪ ক্রিয়াবাচক অর্থাৎ যাহা ভাববাচ্যপ্রত্যয়ান্ত হইয়া ধাত্বর্থমাত্র বোধ করায়॥
যেমন। করণ॥ করা। যাওন। যাওয়া ইত্যাদি

পুনর্ভেদ।

৩সংজ্ঞা সামান্যপ্রকৃতভেদে পুনর্দ্বিধা॥

সামান্যসংজ্ঞা।

১ সামান্যসংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা সাধারণ নামের বোধক হইয়া একজাতীয়বহুত্বসূচক হয়॥
যেমন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, নর, নারী ইত্যাদি

প্রকৃতসংজ্ঞা।

২ প্রকৃতসংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা বিশেষনামের বোধ জন্মায়॥ যেমন। রামচন্দ্র। রামহরি। কাশী। কাঞ্চী। মথুরাপুরী ইত্যাদি

ইতিসংজ্ঞাস্বরূপনিরূপণানন্তরসর্ব্বনামনিরূপণ॥

অথ সর্ব্বনামনিরূপণ।

১ সর্ব্বনাম অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞার প্রতিনিধিস্বরূপ বিশেষণ হইয়া অর্থবিশেষে ব্যক্তিবিশেষকে প্রতিপন্ন করাইবার নিমিত্তে নির্দ্ধারিত হয়। যেমন। অস্মদ্ যুষ্মদ্ তদ্ যদ্ ইত্যাদি

সর্ব্বনামভেদ।

২ তাৎপর্য্যভেদে সর্ব্বনাম তিন প্রকার হয়। অস্মদাদিসর্ব্বনাম। বিশেষণসর্ব্বনাম। এবং সংখ্যাবাচক সর্ব্বনাম ইতি

অস্মদাদিসর্ব্বনাম।

১ অস্মদাদিসর্ব্বনাম অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞার প্রতিনিধিস্বরূপে কেবল ব্যবহৃত হয়॥ যেমন। অস্মদ্ যুষ্মদ্ তদ্ যদ্ এতদ্ অদস্ কিম্ ইত্যাদি

২ অস্মদাদিশব্দেরা বিভক্ত্যন্ত হইয়া রূপান্তর হয়। যেমন।

	প্রথমারএকবচনে।			অন্যবিভক্তিতে
	পুং	স্ত্রী	ক্লীবলিঙ্গে।	ত্রিলিঙ্গে।
অস্মদ্	আমি			আমা
যুষ্মদ্	তুমি			তোমাএবংতো
স্বয়ং	আপনি			আপনা
তদ্	তিনি		তাহা	তাহা এবং তা

যদ্	যিনি	যাহা	যাহা এবং যা
এতদ্ ইদম	ইনি	ইহা	ইহা এবং এ
অদস্	উনি	উহা	উহা এবং ও
কিম	কে	কি	কাহা এবং কা

বিশেষণসর্ব্বনাম ।

২ বিশেষণসর্ব্বনাম অর্থাৎ তদাদিশব্দেরা বিশেষণস্বরূপ হইয়া রূপান্তরপ্রাপ্ত হইলেই তাহারদিগকে বিশেষণসর্ব্বনাম কহা যায় ।

তদ্রূপরূপান্তর । যথা ।

বিশেষণে ।

ত্রিলিঙ্গে ।

তদ্	সে ।
যদ্	যে ।
এতদ্	এ ।
অদস্	ঐ ।
কিম্	কোন ।
উভয়	উভয় ।
সর্ব্ব	সর্ব্ব । এবং সকল । ইত্যাদি

সংখ্যাবাচক ।

সংখ্যাবাচক অর্থাৎ যাহা একত্বাদিসংখ্যার বোধক । যেমন । এক । দুই । তিন । চারি ইত্যাদি

ইতি সর্ব্বনামনিরূপণানন্তর বিশেষণস্বরূপনিরূপণ।

অথবিশেষণনিরূপণ।

* ১ বিশেষণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা বস্তুর গুণ বা অবস্থা-বিশেষ ব্যক্ত হয়। যেমন। সুন্দরীস্ত্রী। বৃদ্ধা স্ত্রী। যুবাপুরুষ। ইত্যাদি

বিশেষণভেদ।

২ বিশেষণপদ ক্রমভেদে তিনপ্রকার বিভক্ত হয়। যেমন। স্বরূপবিশেষণ। তরপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ইত্যাদি

স্বরূপবিশেষণ।

১স্বরূপবিশেষণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা গুণের তারতম্য ভেদবোধ না হইয়া কেবল স্বরূপার্থের বোধ হয়॥ যেমন। ভদ্রলোক। বিজ্ঞলোক ইত্যাদি

---

* মূলধাতু কর্তৃবাচ্য এবং কর্ম্মণিবাচ্যপ্রত্যয়ান্ত হইলে বিশেষণস্বরূপ হয়। যথা। সম্পাদক মান্য এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইত্যাদিএবং কর্ম্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্তবিশেষণের অন্তে অন্য অকর্ম্মক হও যাও ইত্যাদিধাতুযুক্ত হইলে কর্ম্মণিবাচ্যক্রিয়াব্যবহার হয়॥

যেমন। ইহা দৃষ্ট হইল। এবং ব্যক্ত হইল ইত্যাদি

তরপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ।

২ তরপ্রত্যয়ান্তবিশেষণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষাপকর্ষজ্ঞানপূর্ব্বক ইতর-বিশেষবোধ হয় ।।

যেমন । তিনি ইহাহইতে ভদ্রতর । ইনি এব্যক্তি হইতে বিজ্ঞতর ইত্যাদি ।।

তমপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ।

৩ তমপ্রত্যয়ান্তবিশেষণ অর্থাৎ যাহারদ্বারা অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষাপকর্ষবিশেষজ্ঞান হয় ।

যেমন । তিনি সকলব্যক্তিহইতে ভদ্রতম, বিজ্ঞতম, অথবা অজ্ঞতম, মন্দতম ইত্যাদি ।।

৩ উক্তবিশেষণপদসমুদায় বিশেষ্যলিঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠ পুংস্ত্র্যাদিলিঙ্গ প্রাপ্ত ও বিশেষ্য ব্যক্তিক অর্থাৎ বিশেষ্যগতপ্রথমাদিব্যক্তিভেদ প্রাপ্ত হয় ও বিশেষ্যসংখ্যক অর্থাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠ এক-ত্বাদিসংখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং বিশেষ্যবিভক্তিক হয় । অর্থাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠকর্ত্ত্রাদিবিহিতবিভক্তিগ্রহণ করে ইত্যাদি । যেমন । উত্তম পুরুষ, উত্তমাস্ত্রী, উত্তমধন বা রত্ন ইত্যাদি

বিশেষণীয় বিশেষ্য।

*৩ যখন এই সকল বিশেষণপদ বিধেয়তা অর্থাৎ প্রধানত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় তখন বিশেষ্যের স্বরূপ অর্থাৎ লিঙ্গসংখ্যাদিপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষণীয়বিশেষ্য অর্থাৎ বিশেষণরূপ বিশেষ্য নির্দ্ধারিত হয়। যেমন। জ্ঞানিরা অর্থাৎ জ্ঞানিব্যক্তিরা এবং দুঃখিরা অর্থাৎ দুঃখিব্যক্তিরা কহিলেন ইত্যাদি।। অতঃপর পদার্থ নির্ণয়।।

অথ পদার্থনির্ণয়।

১ পদার্থ অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাপদে প্রতীয়মান হইলে তদর্থের বিশেষ বিশেষরূপে ব্যক্তি হয়। এবং তাহাতে সংজ্ঞানুগতসর্ব্বনাম ও বিশেষণ পদেও তদর্থাবগতি হয়।।

তদ্ভেদ।

২ রূপভেদে তাহা চারিপ্রকার বিভক্ত। যেমন। ব্যক্তি। সংখ্যা। লিঙ্গ এবং কারক।।

---

*কোন২ স্থলে দুইতিন বিশেষ্যশব্দ, বিশেষ্য বিশেষণের ন্যায় স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহারা পরস্পর ভিন্নলিঙ্গ, ভিন্নবিভক্তিক হইলেও স্বীয় স্বীয় লিঙ্গসংখ্যাত্যাগ করে না। যথা। বিবাহের ফল সন্তান, যবনেরা দুষ্টজাতি ইত্যাদি।।

১তত্র ব্যক্তি।

১ব্যক্তি অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাদিপদের ভেদক হইয়া তন্নিরূপিতক্রিয়াপদেরও ভেদবোধ করায় ॥

ব্যক্তিভেদ।

২ ব্যক্তি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়ভেদে তিনপ্রকার কহা যায় ॥

প্রথমব্যক্তি।

১ প্রথম অর্থাৎ অস্মদ্‌ব্যক্তি যাহার বক্তৃত্বরূপে ভান হয়।

যেমন। আমি। আমরা। আমাকে। আমার ইত্যাদি

দ্বিতীয়ব্যক্তি।

২ দ্বিতীয় অর্থাৎ যুষ্মদ্ব্যক্তি যাহার প্রতি বক্তার বাক্যোদ্দেশ বোধ হয়। যেমন। তুমি। তোমার। তোমাকে ইত্যাদি।

তৃতীয় ব্যক্তি।

৩ তৃতীয় অর্থাৎ নামরূপ ব্যক্তি যাহাকে অবলম্ব করিয়া বক্তার তাৎপর্য্যার্থের ভান হয়। যেমন। হরি। জ্ঞান। রাম ইত্যাদি

উদাহরণ।

আমি তোমার কথায় তাহাকে বদ্ধ করিয়াছিলাম ইত্যাদি

২ সংখ্যাবিষয়।

১ সংখ্যা অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাদিপদের একত্বাদি বোধ করায়। তাহাতে সংস্কৃতভাষামতে এক বচন দ্বিবচন বহুবচনভেদে তিনপ্রকার কিন্তু সাধুভাষায় তাহা দুইপ্রকার ব্যবহার হয়। এক বচন এবং বহু বচন।

একবচন।

২ একবচন অর্থাৎ যদ্দ্বারা পদার্থের একত্বমাত্র বোধ হয়। যেমন। আমি, তিনি, রাম, শ্যাম, ইত্যাদি

বহুবচন।

৩ বহুবচন অর্থাৎ যদ্দ্বারা পদের বহুত্ববোধ হয়। যেমন। আমরা। তাহারা। রামেরা ইত্যাদি

৩ লিঙ্গবিষয়

*১ লিঙ্গ অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাদিপদের পুংস্ত্বাদি ভেদবোধ করায়। তাহা পুংস্ত্বাদিভেদে তিনপ্রকার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ ইত্যাদি

---

* লিঙ্গজ্ঞান অভিধানজ্ঞানাধীন ব্যাকরণদ্বারা সকলজ্ঞান হয় না। যেমন। পুং, বৃক্ষ। স্ত্রী, লতা। ক্লী, ফুল ইত্যাদি ইহাতে পুংক্লীবলিঙ্গে বড় রূপ-বিশেষ অর্থাৎ আকারের ভিন্নতা নাই। বৃক্ষ। ফল ইত্যাদি

১ পুংলিঙ্গ

পুংলিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষবোধকশব্দমাত্র। যেমন। নর। ব্রাহ্মণ। সিংহ। ব্যাঘ্র। মৃগ ইত্যাদি

২ স্ত্রীলিঙ্গ।

৩ স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীবোধক শব্দমাত্র। যেমন। নারী। ব্রাহ্মণী। সিংহী। মৃগী ইত্যাদি

৩ ক্লীবলিঙ্গ।

৪ ক্লীবলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীপুম্বোধকশব্দভিন্ন শব্দ মাত্র।

যেমন। ধন। মান। জ্ঞান। গৃহ। জল। স্থল। ইত্যাদি।

পুংলিঙ্গের রূপবিশেষ।

যেং শব্দে পুংলিঙ্গে যেরূপ রূপান্তর হয় তাহার ভাষায়ব্যবহারযোগ্য বিশেষনিশ্চয় করা যাইতেছে।

তত্র ঋকারান্ত।

ঋকারান্তশব্দেরা পুংলিঙ্গে আকারান্ত হইয়া প্রয়োগযোগ্য হয়। অর্থাৎ ঋকারের স্থানে আকার হয়।

উদাহরণ।

পিতৃ এস্থলে পিতা প্রয়োগ হয়। জামাতৃ

জামাতা। হোতৃ হোতা। কর্তৃ কর্ত্তা। দাতৃ দাতা ইত্যাদি

কারকবিশেষেও তদ্রূপ ॥

যেমন। পিতা পিতারা পিতাকে পিতাদ্বারা ইত্যাদি

মত্ এবং বত্ ভাগান্ত।

* ২ মৎ এবং বত্ভাগান্তশব্দেরা পুংলিঙ্গে মান্ এবং বান্ভাগান্ত হইয়া ব্যবহার হয় অর্থাৎ তকারের স্থানে নকার এবং ঐ নকারপরে অকার স্থানে আকারযুক্ত হয় ॥

যেমন। রূপবত ব্যবহারে রূপবান্। ধনবত্ ধনবান্। শ্রীমত শ্রীমান্। বুদ্ধিমৎ বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি

বিভক্তিভেদেও তদ্বত্।

যেমন। ধনবান্ ধনবানেরা ধনবান্কে ইত্যাদি

ইন্ভাগান্ত।

৩ ইন্ভাগান্তশব্দেরা পুংলিঙ্গে কর্তৃপদের একবচনে এবং বিধেয়তারূপ বিশেষণে দীর্ঘঈকারান্ত

---

* অত্র। বতু এবং মতু প্রত্যয় উকারান্ত হইলে তদন্তশব্দকে বত্ এবং মত্ভাগান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করাগেল ॥

হইয়া ব্যবহার হয় অর্থাৎ নকারের লোপ ও ইকারের দীর্ঘতা হয় ৷৷

যেমন। ধনিন্, ধনী। জ্ঞানিন্, জ্ঞানী ইত্যাদি এবং তিনি ধনী ও তাঁহারা ধনী ছিলেন ইত্যাদি

৪ অন্যবিভক্তিতে এবং বিশেষণে কেবল নকার লুপ্ত হয় ইকার হ্রস্বই থাকে ৷৷

যেমন ৷৷ জ্ঞানিরা জ্ঞানিহইতে জ্ঞানিদের এবং জ্ঞানিমনুষ্য ইত্যাদি

নান্ত

৫ নান্তশব্দেরাও পুংলিঙ্গে আকারান্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নকার লুপ্ত হইলে অকারের দীর্ঘ আকার হয়।

যেমন। রাজন্, রাজা রাজারা রাজার ইত্যাদি

৬ সংখ্যাবাচকনান্তের কেবল নকারের লোপ হয়।

যেমন। পঞ্চন, পঞ্চ। দশন্, দশ। নবন্ নব ইত্যাদি

উদাহরণ।

দশজনরাজারদের সঙ্গে পঞ্চজন সন্ন্যাসী ছিল। ইত্যাদি

চান্তাদি ।

৭.চান্ত এবং জান্ত শব্দেরা কান্ত হইয়া প্রযুক্ত হয় । এবং কখন২ গান্ত হয় এবং শান্ত ও হান্তশব্দেরাও কান্ত হয় । অর্থাৎ অন্ত্যচকারস্থানে ক এবং গ হয় ইত্যাদি কিন্তু এস্থলে লিঙ্গের বিশেষ নাই অর্থাৎ ত্রিলিঙ্গে এরূপ হইয়া থাকে ।

যেমন ।

সুযুজ্ ইহাতে সুযুক্, সুযুগ্ । ও অবাচ্ অবাক । ইদৃশ্ ইদৃক্ । তাদৃশ্ তাদৃক্ ইত্যাদি

স্ত্রীলিঙ্গে ।

ত্বচ্ ত্বক, স্রুজ্ স্রুক, বাচ্ বাক্, দৃশ্ দৃক্, এবং উষ্ণিহ্ উষ্ণিক্ ইত্যাদি

ক্লীবলিঙ্গে ।

তির্য্যচ্ তির্য্যক্ । অসৃজ্ অসৃক্ ইত্যাদি

উদাহরণ।

তাহার সুযুক্ বা সুযুগ্ দেখিতেছি না কিন্তু তিনি ইহাতে অবাক্ হইয়াছেন ॥ তাঁহার এক্ষণে তাদৃক্ ক্লেশ নাই কিন্তু অদ্যাবধি মুখে বাক্ সরে নাই ইত্যাদি

স্ত্রীলিঙ্গপ্রকরণ ।

১ অকারান্তশব্দেরা আকারান্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ

বোধক হয় কিন্তু অকভাগান্তপদের ককারের পূর্ব্ববর্ত্তি অকারেরস্থানে ইকার হইয়াথাকে ॥

উদাহরণ ।

কেবল অকারান্ত ।

উত্তম	উত্তমা
সর্ব্ব	সর্ব্বা ইত্যাদি

অকভাগান্ত ।

* নায়ক	নায়িকা ।
কারক	কারিকা । ইত্যাদি

নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ ।

২ কতিপয়শব্দ নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ যাহারদের লিঙ্গান্তরভাবনাই কেবল স্ত্রীলিঙ্গমাত্র তাহাতে আকারান্ত এবং ইবর্ণান্ত সামান্যতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে ।

যেমন । গঙ্গা । লতা । অজা । ভার্য্যা । কন্যা ইত্যাদি এবং বুদ্ধি । মতি । স্ত্রী । লক্ষ্মী । শ্রী ইত্যাদি

---

* কতক অকভাগান্তের বিকল্পবিধি আছে । যথা । চটকিকা চটককা । আর্য্যিকা আর্য্যকা ইত্যাদি

ঙীপ।

*ণ্‌ষকারেৎ টকারেৎ উকারেৎ এবং ঋকারেৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নান্ত ও ঋকারান্ত শব্দ এবং নদাদি অর্থাৎ নদ ইত্যাদিশব্দেরা ঈকারান্ত হইয়া স্ত্রীত্ববোধক হয় অর্থাৎ অন্তে দীর্ঘঈকারযুক্ত হয়।

ষকারেৎপ্রত্যয়ান্ত।

বৈষ্ণব বৈষ্ণবী।

দাক্ষায়ণ দাক্ষায়ণী। ইত্যাদি।

---

* স্ত্রীলিঙ্গের দীর্ঘঈপ্রত্যয়পরে অন্ত্যঅকারের ও অন্‌ভাগান্তের অকারের লোপ হয়। এবং কোন২ অত্‌ ভাগান্তের অকারের উত্তর নকার হয় কিন্তু আত্‌ ভাগান্তের আকারের উত্তর সম্ভব হইলে বিকল্পে নকার হয় এবং শ্বন্‌ ও যুবন্‌ শব্দের বকার স্থানে উকার হয়। যথা।

অকারান্ত। অত্‌ভাগান্ত।

বৈষ্ণবী নদী ইত্যাদি। দীব্যন্তী ইত্যাদি

অন্‌ভাগান্ত। আত্‌ভাগান্ত।

রাজ্ঞী পুষ্ণী ইত্যাদি। ভান্তী ভাতী ইত্যাদি

শ্বন্‌ যুবন্‌

শুনী যূনী এবং যুবতিও

হয় ইতি

টকারেত্।

একাদশ একাদশী।

ভূষণ ভূষণী। ইত্যাদি

উকারেত্।

শ্রীমত্ শ্রীমতী।

রূপবত্ রূপবতী। ইত্যাদি

ঋকারেত্।

দীব্যত্ দীব্যন্তী।

পচত্ পচন্তী।

ভাত্ ভাতী। ভান্তী। ইত্যাদি

নান্ত।

দণ্ডিন্ দণ্ডিনী।

মানিন্ মানিনী।

রাজন্ রাজ্ঞী।

শ্বন্ শুনী।

যুবন্ যূনী। ইত্যাদি।

ঋকারান্ত।

কর্তৃ কর্ত্রী।

ধাতৃ ধাত্রী। ইত্যাদি

নদাদি।

নদ নদী।

গৌর	গৌরী।
মৎস্য	মৎসী। ইত্যাদি।

৪ জাতিবাচক অকারান্ত গুণবাচক উকারান্ত এবং স্বাঙ্গবাচক ও তিকারভিন্ন হ্রস্বইকারান্ত শব্দেরা প্রায় দীর্ঘঈকারান্ত হয়। অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গে অন্তে দীর্ঘ ঈকারযুক্ত হয়॥

জাতিবাচক।

মৃগ	মৃগী।
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী। ইত্যাদি

গুণবাচক।

মৃদু	মৃদ্বী।
লঘু	লঘ্বী। ইত্যাদি

স্বাঙ্গবাচক।

* বিম্বোষ্ঠ	বিম্বোষ্ঠী।
সুকেশ	সুকেশী।
সুস্তন	সুস্তনী। ইত্যাদি

* কখনং ওষ্ঠ এবং ওতু শব্দপরে পূর্ব্বের অবর্ণের লোপও হয়। এবং স্বরসন্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধিও হয়। যথা। বিম্বৌষ্ঠ, বিম্বোষ্ঠ, স্থূলোতু, স্থূলৌতু॥

হ্রস্ব ইকারান্ত।

রাজি	রাজী এবং রাজি ইত্যাদি

তিকারান্ত।

গতি	গতি।
মতি	মতি। ইত্যাদি

৫ পুংলিঙ্গবোধকশব্দের অন্তে ভার্য্যার্থে দীর্ঘ ঈকার হয়। এবং ব্রহ্মরুদ্রাদিশব্দের অন্তে তদর্থে আনীযুক্ত হয়।

ভার্য্যার্থে।

*গোপ	গোপী।
দেব	দেবী। ইত্যাদি

ব্রহ্মরুদ্রাদি।

ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী।
রুদ্র	রুদ্রাণী।
ভব	ভবানী।
মাতুল	মাতুলী মাতুলানী মাতুলা ইত্যাদি

৬ সংখ্যাবাচক শব্দ মনভাগান্ত শব্দ এবং স্বসৃ আদি ঋকারান্ত ও অজাদি অকারান্ত ইহারদের দীর্ঘ ঈকার সম্ভাবনা থাকিলেও অন্তে ঈকারযোগ হয় না।

---

* অত্র গোপী অর্থাৎ গোপভার্য্যা এবং দেবী দেবপত্নী ইত্যাদি

সংখ্যাবাচক।

পঞ্চন্ পঞ্চ। ইত্যাদি

মন্ভাগান্ত।

সীমন্ সীমা। ইত্যাদি

স্বস্রাদি।

স্বসৃ স্বসা।

মাতৃ মাতা। ইত্যাদি

অজাদি

অজ অজা।

বাল বালা। ইত্যাদি

ক্লীবলিঙ্গপ্রকরণ।

১ ক্লীবলিঙ্গে ঋকারান্ত এবং বৎ ও মৎ ভাগান্ত শব্দের কোন রূপান্তর হয় না এবং ইন্ভাগান্ত শব্দেরা হ্রস্বইকারান্তই সর্ব্বত্র হয়।

যেমন।

দাতৃ জ্ঞাতৃ ইত্যাদি এবং ধনবৎ গৃহবৎ ধিধিমৎ ইত্যাদি এবং মালি ধনি দণ্ডি ইত্যাদি

২ কিন্তু কেবল চান্তাদির কিছু বিশেষ হয় তাহা পূর্ব্বে বলাগিয়াছে। যথা।

সুযুক্ তির্য্যক্ ইত্যাদি

অথকারকপ্রকরণ

১ ক্রিয়াসান্নিধ্য সম্বন্ধিপদসকলকে কারক কহা যায়।

কারকভেদ।

২ কারক ছয়প্রকার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। যথা।
কর্ত্তা কর্ম্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ।

তত্রক্রিয়াসম্বন্ধের উদাহরণ॥

কর্ত্তা। কর্ম্ম। করণ
তিনি, করেন থাকেন। ধর্ম্ম কর। করদ্বারা, মারে
সম্প্রদান। অপাদান।
ব্রাহ্মণকে, দেও। প্রাণি হইতে পাইলাম।
অধিকরণ।
রাজাধিকারে, থাকি। ইত্যাদি

৩ সম্বন্ধ এবং সম্বোধনপদের তদ্রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করাযায় না। তদর্থে ইহারা কারকপদবাচ্য নহে।

সম্বন্ধ।

মালির, গাল। ধার্ম্মিকের, ধর্ম্ম। রাজার, প্রজাই ধন হইয়াছে ইত্যাদি

সম্বোধন।

হে মহারাজ তদ্রূপধনসঞ্চয়ে যত্নবান্ হউন ইত্যাদি

অত্র কর্ত্তৃনিরূপণ।

১. ক্রিয়াপদের প্রধানআশ্রয়কেই কর্ত্তা কহা যায়। কারণ কর্ত্তৃভিন্না ক্রিয়া প্রয়োগার্হা হয় না। যেমন। থান্ অর্থাৎ তিনি এবং থাকেন্ অর্থাৎ ইনি ইত্যাদি

উক্তপদে প্রথমা এবং সম্বোধনে প্রথমা হয়। তাহাতে কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তা এবং কর্ম্মণিবাচ্যে কর্ম্ম উক্ত হয়। এইনিয়মানুসারে উক্ত কর্ত্তৃপদে এবং কর্ম্মপদে প্রথমা ও অনুক্তকর্ম্মপদে দ্বিতীয়া এবং কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া অথবা ষষ্ঠী ইত্যাদি অতএব কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তৃপদে প্রথমা এবং কর্ম্মপদে দ্বিতীয়া ও কর্ম্মণিবাচ্যে কর্ম্মপদে প্রথমা এবং কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া অথবা ষষ্ঠীত্যাদি হয়।

যেমন।

কর্ত্তৃবাচ্যে। আমি তাহাকে দেখিলাম। অত্র উক্ত কর্ত্তৃপদ আমি এবং অনুক্ত কর্ম্ম তাহাকে ইত্যাদি

কর্ম্মণিবাচ্যে। আমাকর্ত্তৃক অথবা আমাদের তাহা করা হইল। অত্র উক্ত কর্ম্ম তাহা এবং অনুক্ত কর্ত্তা আমাকর্ত্তৃক ইত্যাদি॥

কর্তৃভেদ।

২কর্ত্তা প্রযোজ্য প্রযোজকভেদে দ্বিধা।

১প্রযোজ্যকর্ত্তা।

৩প্রযোজ্য অর্থাৎ সাধারণীক্রিয়াশ্রয়।

যেমন। তিনি খান্ ইনি করেন্ ইত্যাদি।

২ প্রযোজককর্ত্তা।

৪প্রযোজক অর্থাৎ প্রেরণীক্রিয়াশ্রয়।

যেমন। ইনি খাওয়ান্ তিনি করান ইত্যাদি।

৫ প্রযোজ্যকর্ত্তা প্রেরণীক্রিয়ার কর্ম্ম হয় এবং তাহাতে দ্বিতীয়া হয়। যেমন। তিনি অন্নখান্ ইনি তাহাকে অন্ন খাওয়ান্ ইত্যাদি॥

কর্ম্মপাদ।

২ ক্রিয়াব্যাপ্য কর্ম্ম অর্থাৎ যাহাকে ব্যাপিয়া সকর্ম্মকক্রিয়ার অর্থঘটনা হয় তাহাকেই সকলে কর্ম্ম কহেন। এবং তাহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কোন২ স্থানে ঐ বিভক্তির লোপ হয়।

যেমন তিনি দেখিলেন অর্থাৎ তাহাকে। এবং তিনি কহিলেন অর্থাৎ বাক্য এবং আমাকে ইত্যাদি॥

কর্ম্মভেদ।

৩ নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্য প্রাপ্যভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ।

১তত্র নির্ব্বর্ত্ত্য ।

৪ নির্ব্বর্ত্ত্য অর্থাৎ উৎপাদ্য বর্ত্তমানাপ্রতীত বস্তুর উৎপত্তিদ্বারা প্রতীতি ইত্যর্থ ।

যেমন । তিনি ঘট নির্ম্মাণকরিলেন এবং পট প্রস্তুত করিলেন ইত্যাদি

২বিকার্য্য ।

৫ বিকার্য্য অর্থাৎ অবস্থান্তরপ্রাপ্ত । তাহা দ্বিধা ।

১ প্রথমবিকার্য্য ।

৬ প্রথম, প্রকৃতির উচ্ছেদ অর্থাৎ ধ্বংসদ্বারা রূপান্তর পরিণতি । যেমন । কাষ্ঠকে ভস্ম করিলেন ইত্যাদি

২ দ্বিতীয় বিকার্য্য ।

৭ দ্বিতীয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ক্রিয়ান্তরদ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা গুণান্তরোৎপত্তি ।

যেমন । স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ডকে কুণ্ডল করিতেছে এবং কর্ম্মকার তাম্র বা পিত্তলময়পিণ্ডকে বহুগুণা করিতেছে ইত্যাদি ।

৩ প্রাপ্য ।

৮ প্রাপ্য অর্থাৎ নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্যভিন্ন । যেমন । চন্দ্রকে, দেখিলাম । জ্ঞানিকে, মানিলাম ইত্যাদি

৯ কিন্তু দ্বিকর্ম্মকক্রিয়ার ব্যাপ্য উভয় মুখ্য এবং গৌণ ।

১ মুখ্য।

১০ মুখ্য অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রধানব্যাপ্য। যেমন। ইহা, বলিলাম। তাহা, জিজ্ঞাসা করিলাম। ইত্যাদি

২ গৌণ।

১১ গৌণ অর্থাৎ ক্রিয়ার অপ্রধানব্যাপ্য। যেমন। তাহাকে, বলিলাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইত্যাদি ॥

৩ করণ।

* ১ যদ্দ্বারা বা যদ্ধেতুক অর্থসাধন হয় তাহাকেই করণ কহা যায় এবং তাহাতে এবং অনুক্তকর্তৃপদে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

যেমন। অস্ত্রে, কাটিলাম। বস্ত্রে, ছাঁকিলাম। হাত দিয়া, মারিলেন। এবং পুণ্যেতে, সুখী পাপেতে, দুঃখী ইত্যাদি

এবং তত্কর্তৃক মারা পড়িল এবং ধরা পড়িল ইত্যাদি ॥

---

* অত্র কেহ২ কহেন যে দ্বারার্থে দিয়া এবং করিয়া হয়। যথা। হাতদিয়া কাটিলাম। নৌকা করিয়া আইলাম ইত্যাদি

৪ সম্প্রদান।

১. যাহার প্রতি স্বীয়স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক বস্তুপ্রদান বা প্রদানাভিপ্রায় করা যায় তাহাকেই সম্প্রদান কহাযায় এবং তাহতে চতুর্থী হয়।

যেমন। ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে একটী স্বর্ণাঙ্গুরী ও পরিধেয়োত্তরীয় বস্ত্র দেওয়াগেল এবং যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় দিলে ভাল হয়

৫ অপাদান।

১ যাহাহইতে বস্তুর নিঃসরণ অর্থাৎ পতন গ্রহণ গমন ইত্যাদি অর্থ বুঝা যায় এবং যদপেক্ষা কোন বিশেষ তারতম্য বোধ হয় তাহাকে সকলে অপাদান কহেন তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

যেমন। বৃক্ষহইতে পড়িলাম তাহাহইতে পাইলাম তদপেক্ষা সুখী ছিলেন আমাহইতে বড় ছিলেন। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ হইয়াছে ইত্যাদি ॥

২ অনুক্ত কর্তৃপদে পঞ্চমীবিভক্তিও হইয়া থাকে যথা। সেই বিজ্ঞহইতে প্রতারিত হইব অর্থাৎ বিজ্ঞকর্তৃক প্রতারিত হইব ইত্যাদি ॥

৬ সম্বন্ধ।

১ যদ্দারা জন্য জনকাবয়বাবয়বীত্যাদ্যর্থবোধক

পদসমুদায়ের পরস্পর যোজনা হয় তাহার নাম সম্বন্ধ তাহাতে ষষ্ঠীবিভক্তি হয় এবং অনুক্ত কর্তৃ-পদেও ষষ্ঠী হয়।

যেমন। তাহার পুত্র। আমার হস্ত। তোমার পিতা। তাহার দণ্ড। সূর্য্যের আলোক। রাজার দেওয়া ইত্যাদি

২ সহার্থ সাম্যার্থ নিমিত্তার্থ সামীপ্যাদ্যর্থ শব্দ যোগে ও নির্দ্ধারণার্থে ষষ্ঠী হইয়া থাকে।

যেমন। তাহার সহিত। ইহার তুল্য। তাহার নিমিত্ত। ইহার নিকটে আমার কাছে। সকলের অধম। তাহার বড়। ইহার অধিক ইত্যাদি।

৩ উভয় পদের মধ্যে পূর্ব্বপদই সম্বন্ধপদবাচ্যও তাহাতেই ষষ্ঠী হয় কারণ পরপদের যোজনা বিশেষ ব্যবহারহেতুক বিভক্ত্যন্তর ব্যবহার হয়

যেমন। তাহার পুত্র হইয়াছে তাহার ঘরে থাকি। তাহার পুত্রের পুত্র জন্মিয়াছে ইত্যাদি।।

৭ অধিকরণ।

১ কর্তৃ কর্ম্ম ব্যবহিত ক্রিয়াশ্রয় অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয় কর্ত্তা ও কর্ম্ম সেইকর্তৃকর্ম্মাশ্রয় অধিকরণ, অর্থাৎ যদ্দ্বারা আধার রূপার্থ নিষ্পত্তি হয় তাহা-কেই অধিকরণ কহাযায় এবং তাহাতে সপ্তমী হয়।

যেমন। বনে যাই। প্রস্তরে খাই। গঙ্গায় পাই।
মুখে ছাই। ঘরে বসি। মাথায় খসি
বুকে হাত। পায় বাত ইত্যাদি

২ কোনস্থানে কর্ম্মপদেও সপ্তমী হয়।

যেমন। হাতে ধরিলাম তথাপি শুনিল না তিনি তাহার পুত্রে অনুমতি দিয়াছেন ইত্যাদি

১ সম্বোধনপদ।

*১বিমুখাবস্থাবস্থিত সচেতন বস্তুর অভিমুখী করণ-কেই সম্বোধন কহাযায় এবং তাহাতে প্রথমাহয়॥

২ সম্বোধনে শব্দের অন্ত্য ইকার এবং উকারগুণ হইয়া একার এবং ওকার হয় ঊকার হ্রস্বহয় আকার একারহয় ইত্যাদি যেমন। মহাশয়, সদয় হউন। হরে, মুক্তিদেও। প্রভো, শিষ্টপালন অশিষ্ট প্রতি দমনকরা কর্ত্তব্য। সুন্দরি, প্রিয়বাক্যামৃত পানকর। হেকন্যে সজ্জন সঙ্গে বাসকর এবং দুর্জ্জন সঙ্গতি পরিহর ইত্যাদি॥

উক্তপদের নিরূপণ।

১ উক্ত অর্থাৎ প্রধানরূপে নির্দ্দেশ্য পদ॥ তাহাতে কর্ত্তা প্রধান কর্ত্তৃবাচ্য তদর্থে কর্ত্তৃবাচ্য

---

* অত্র অচেতনেও উপচারাধীন সম্বোধন গ্রাহ্য। যেমন। হেবৃক্ষ হেলতে ইত্যাদি

ক্রিয়া তন্নিয়মিত ব্যক্তি সংখ্যা গ্রহণকরে। যেমন। আমি করিলাম তুমি করিলা তিনি করিলেন ইত্যাদি

২ কর্ম্ম প্রধানকর্ম্মণিবাচ্য তদর্থে কর্ম্মণিবাচ্য ক্রিয়া কর্ম্ম নিয়মিত ব্যক্তি সংখ্যা গ্রহণ করে। যেমন। আমি মারা পড়িলাম। তুমি মারা পড়িলা তিনি মারা পড়িলেন। ইত্যাদি

৩ অতএব দ্বিকর্ম্মকাদি স্থলে উভয়কর্ম্ম প্রধান হইবার অসম্ভাবনা হেতুক বিশেষ নির্দ্দেশ করাযাইতেছে যে মুখ্যগৌণোভয় কর্ম্মস্থলে মুখ্যকর্ম্ম এবং প্রকৃতিবিকৃতিভাব কর্ম্ম স্থলে বিকৃতি ভাবকর্ম্ম উক্ত হয়। যথা

তাহাকে (ইহা) বলা গেল এবং স্বর্ণপাত্রকে (অঙ্গুরিকা) করাগেল ইত্যাদি।

৪ সকর্ম্মকক্রিয়ার প্রেরণার্থে উভয়কর্ম্ম হয়। তাহাতে সাধারণীর ব্যাপ্য এক কর্ম্ম এবং কর্ত্তা ইহাতে ভাষামতে কর্ম্মণি বাচ্যে সাধারণীর কর্ম্মই উক্ত হয় এবং কর্ত্তা অনুক্ত কর্ম্ম হইয়াথাকে।

যেমন। তাহাকে (ইহা) খাওয়ান গেল এবং ইহাকে (একর্ম্ম) করান গেল ইত্যাদি

৫ দ্বিকর্ম্মকস্থলে সাধারণীর গৌণকর্ম্মে প্রেরণে প্রতিশব্দের যোগ হয়॥

যেমন । তাঁহার প্রতি তাহাকে ইহা বলান গেল এবং জিজ্ঞাসা করান গেল ইত্যাদি ॥

৬ অকর্ম্মকক্রিয়ার প্রেরণার্থে কেবল সাধারণীয় কর্ত্তাই কর্ম্ম মাত্র তাহাতে ভাষাগতে তাহা উক্ত হয় না ॥ অতএব প্রেরণার্থে ধাতু কখন অকর্ম্মক হয় না ।

যেমন । তাহাকে শোওয়ান গেল এবং বাসান গেল ইত্যাদি

অথ ধাতুপ্রকৃতিক প্রকরণ ।

ধাতু ।

১ ক্রিয়ামূলপ্রকৃতি ধাতুপ্রকৃতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা তাহাতে সংস্কৃতানুযায়ি ধাতু । যাও খাও করি মারি ইত্যাদি

ক্রিয়া ।

২ ধাত্বর্থমাত্রবোধক পদকে ক্রিয়া কহা যায় । যেমন । যাওয়া খাওয়া করা মারা গমনকরা ইত্যাদি

ক্রিয়াপদ ।

৩ ক্রিয়া প্রযোগার্হা অর্থাৎ কালাদ্যর্থবোধক প্রত্যয় বিহিতা ও বাক্যার্থ সমাপনী হইলে ক্রিয়াপদ বাচ্য হয় অর্থাৎ তখন তাহাকে ক্রিয়াপদ কহা যায় । যেমন । করিলাম । করাগেল ইত্যাদি

৪ ক্রিয়া সকর্তৃকা অর্থাৎ কর্তৃসম্বন্ধিনী । যথা। করিলাম অর্থাৎ আমি বা আমরা । করাগেল অর্থাৎ আমাকর্তৃক ইত্যাদি

ক্রিয়াভেদ ।

৫ ক্রিয়া সাধারণী প্রেরণীভেদে দ্বিধা বিভক্তা ।

১ সাধারণী ।

৬ সাধারণী প্রয়োজ্যকর্তৃসম্বন্ধিনীতি প্রসিদ্ধা । যেমন । আমি খাই । তুমি কর । তিনি বসেন ইত্যাদি

২ প্রেরণী ।

৭ প্রেরণী প্রয়োজক কর্তৃসম্বন্ধিনী । যেমন । আমি খাওয়াই । তুমি বসাও ইত্যাদি

৮ অত্র সাধারণীর কর্ত্তা প্রেরণীর কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । যেমন । তুমি খাও এবং আমি তোমাকে খাওয়াই ইত্যাদি

পুনর্ভেদ ।

৯ সমাপিকা অসমাপিকা ভেদে ক্রিয়া পুনর্দ্বিধা ।

১ সমাপিকা ।

১০ সমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ান্তরাপেক্ষারহিতা বাক্যার্থ সমাপনীতি । যেমন । হইয়াছে করিয়াছে করিব ইত্যাদি

২ অসমাপিকা।

১১ অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ান্তরাপেক্ষিতার্থা অর্থাৎ সমাপিকাক্রিয়াসাপেক্ষা।

যেমন। করিতে করিয়া হইলে তইত্যাদি

পুনর্ভেদ।

১২ সকর্ম্মক অকর্ম্মক দ্বিকর্ম্মকভেদে পুনস্ত্রিধা।

১ সকর্ম্মক ক্রিয়া।

১৩ সকর্ম্মক ক্রিয়া কর্ম্মসংযোগিনী অর্থাৎ কর্ম্ম শাসনতৎপরা। যেমন। করিলেন অর্থাৎ কর্ম্ম। খাইলেন অর্থাৎ অন্ন ইত্যাদি ॥

২ অকর্ম্মকক্রিয়া।

* ১৪ অকর্ম্মকক্রিয়া অপ্রতিপাদিতকর্ম্মা অর্থাৎ কর্ম্মশাসনাসমর্থা হয়।

যেমন। বসিলেন। হইল। আছেন। থাকেন ইত্যাদি

---

*অকর্ম্মকক্রিয়ার ধাতু যে২ অর্থে হইয়াথাকে তাহার নিরূপণ। যথা। হওণ, বাঁচন, দর্পকরণ, শয়ন, খেলন, বসন, ভয়করণ, শব্দকরণ, উড়ন, থাকন, জরা, লজ্জা, উদয়, মত্তহওন, পলায়ন, পতন, নাচন, ভ্রমণ, ধাবন, ক্ষরণ, জাগরণ, গজ্জন, শুদ্ধহওন, যুদ্ধকরণ, গমন, পতন, মরণ, উৎসাহকরণ,

৩ দ্বিকর্ম্মকক্রিয়া।

১৫ দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া মুখ্যাতিরিক্ত কর্ম্ম সংযোগনা অর্থাৎ মুখ্যগৌণোভয় কর্ম্ম শাসনতত্পরা। যেমন তোমাকে ইহা কহিলাম ইত্যাদি।

১ তত্র মুখ্য।

১৬ প্রধানস্বরূপে নির্দ্দেশ্য মুখ্য অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রধানব্যাপ্য। যথা। এইকথা কহিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম ইত্যাদি।

২ গৌণ।

১৭ গৌণ পশ্চাৎপ্রতীতক্রিয়াব্যাপ্য অর্থাৎ অপ্রধান কর্ম্ম। যথা। তোমাকে কহিলাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি ইত্যাদি

পুনর্ভেদ।

১৮ কর্তৃবাচ্য কর্ম্মণিবাচ্য ভাববাচ্যভেদে তিন প্রকার।

রোদন, বর্দ্ধন, হর্ষণ, বমন, যত্ন, উদ্বেগ, কম্পন, ক্ষয়পাওন, ঘামন, উপবেশ, বাসকরণ, খ্যাতিকরণ, বিশ্রামকরণ, উপশমন, দীপ্তিপাওন। ইত্যাদি অর্থে ধাতু সমুদায়, অকর্ম্মক বলিয়া বিখ্যাত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন ধাতু সকর্ম্মক হয়॥

১কর্তৃবাচ্য।

১৯ কর্তৃবাচ্যক্রিয়া কর্তৃবিহিতা অর্থাৎ কর্তৃ লিঙ্গসংখ্যাব্যক্ত্যনুসারে প্রযুজ্যমানা।

যেমন। আমি করিতেছি। তুমি করিতেছ ইত্যাদি

১কর্ম্মণিবাচ্য।

২০ কর্ম্মণিবাচ্যক্রিয়া কর্ম্মবিহিতা অর্থাৎ কর্ম্ম লিঙ্গ সংখ্যাব্যক্ত্যনুসারে প্রযুজ্যমানা।

যেমন। আমি ধরা পড়িলাম। তুমি ধরা পড়িলা অর্থাৎ তত্কর্তৃক ইত্যাদি

২১ কর্ম্মণিবাচ্যে কর্ম্মণিবাচ্যপ্রত্যয়ান্ত সকর্ম্মক ক্রিয়া নিষ্পন্নবিশেষণের অন্তে অকর্ম্মক ক্রিয়া যুক্তা হয়। যেমন। করা এবং যায় ইহাতে করাযায় ধরাযায় ইত্যাদি।

৩ভাববাচ্য।

২২ ধাত্বর্থমাত্রই ভাব অতএব কর্ম্মশূন্য কর্ম্মণি বাচ্যক্রিয়াসদৃশক্রিয়া ভাববাচ্যক্রিয়া অর্থাৎ কর্ত্তা ও কর্ম্মের ব্যক্তিসংখ্যাগ্রহণ করে না কেবল সামান্যত একত্বমাত্রসংখ্যাগ্রহণ করে।

যেমন। আমারদের বা তাহারদের শোওয়া হইল ইত্যাদি ॥

২৩ ভাববাচ্যে ভাববাচ্য আ এবং যাপ্রত্য-

য়ান্ত অকর্ম্মকক্রিয়াবাচক সংজ্ঞার অন্তে অন্য অকর্ম্মকক্রিয়া যুক্তা হয়। যথা। থাকা এবং যায় ইহাতে থাকাযায়। শোওয়াযায়। জাগা যায়। হওয়াগেল ইত্যাদি

অথ ক্রিয়াধিষ্ঠিতকালনিরূপণ।

১ পূর্ব্বোক্ত সমাপিকা ক্রিয়া কালিকপ্রত্যয়ভেদে বহুধা হয়॥

তত্র কাল।

২ কাল অর্থাৎ ক্রিয়ার্থসম্পাদক॥

কালভেদ।

৩ কাল অর্থের দ্যোতকতাহেতুক প্রথমতঃ ত্রিধা বিভক্ত। বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যত্ ইতি॥

১ বর্ত্তমান।

৪ বর্ত্তমান অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রয়োগাধিকরণকাল ইতি॥

বর্ত্তমানভেদ।

৫ বর্ত্তমান যোগ্য বিহিতভেদে দ্বিধা বিভক্ত হয়।

১ যোগ্যবর্ত্তমান।

৬ যোগ্য বর্ত্তমান অর্থাৎ করণযোগ্যার্থে প্রযুক্ত। যথা। আমি করি তুমি কর তিনি করেন ইত্যাদি

২ বিহিতবর্ত্তমান ।

৭ বিহিতবর্ত্তমান অর্থাৎ ক্রিয়মাণার্থে প্রযুক্ত । যেমন । আমি করিতেছি তুমি করিতেছ ইত্যাদি

অতীত কাল ।

৮ অতীত অর্থাৎ ক্রিয়ার্থসম্পন্নতাবোধক ॥

অতীতভেদ ।

৯ সাধুভাষারীত্যনুসারে অতীত কাল পঞ্চ প্রকার হয় । যথা । অপূর্ণ, বর্ত্তমানসামীপ্য, অদ্যতন, হ্যস্তন, অনদ্যতন ইতি ॥

১ অপূর্ণ ।

১০ অপূর্ণভূত অর্থাৎ ক্রিয়ার্থের সম্ভাবিতসম্পান্নতাবোধক । যেমন । আমি করিতাম তুমি করিতা ইত্যাদি

২ বর্ত্তমান সামীপ্যভূত ।

১১ বর্ত্তমান সামীপ্যভূত অর্থাৎ বর্ত্তমানবিহিত সম্পান্নতাবোধক কাল । যেমন । আমি করিতেছিলাম তুমি করিতেছিলা তিনি করিতেছিলেন ইত্যাদি

৩ অদ্যতনভূত ।

১২ অদ্যতনভূত অর্থাৎ ক্রিয়ার্থসম্পান্নতামাত্র বোধক কাল । যেমন । আমি করিলাম তুমি করিলা তিনি করিলেন ইত্যাদি ।

৪ হ্যস্তনভূত।

১৩ হ্যস্তনভূত অর্থাৎ নিশ্চয়ত্বযোগে ক্রিয়াথতাৎকালিকীসম্পন্নতাবোধক কাল। যেমন। আমি করিয়াছি তুমি করিয়াছ তিনি করিয়াছেন ইত্যাদি

৫ অনদ্যতনভূত।

১৪ অনদ্যতনভূত অর্থাৎ অনন্তরক্রিয়া পূর্ব্ববর্ত্তি ক্রিয়ার্থসম্পন্নতাবোধক কাল। যেমন। আমি করিয়াছিলাম তুমি করিয়াছিলা তিনি করিয়াছিলেন ইত্যাদি

১ ভবিষ্যত্কাল।

১৫ ক্রিয়াভাবিত্ববোধক কালকে ভবিষ্যত্কাল কহাযায়। যথা। আমি করিব তুমি করিবা তিনি করিবেন ইত্যাদি

আনন্তর্য্যক্রিয়া।

১৬ আনন্তর্য্যার্থবোধক কৃৎপ্রত্যয়নিষ্পন্ন ক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া ॥

তদ্ভেদ।

১৭ আনন্তর্য্যক্রিয়া প্রত্যয়ভেদে পঞ্চপ্রকার নির্দ্দিষ্টা হয়। যথা। শত্রর্থা চন্তমর্থা চণমর্থা ক্ত্বার্থা ভাবক্তার্থা ইতি

১ শত্রর্থা।

১৮ শত্রর্থা অর্থাৎ ক্রিয়ান্তরের সমকালীনতা

বোধক কৃৎপ্রত্যয়প্রযুক্তা । যথা । করত হওত যাওত লওত ইত্যাদি

২ তুমর্থা ।

১৯ তুমর্থা অর্থাৎ নিমিত্তার্থ কৃৎপ্রত্যয়প্রযুক্তা । যথা । করিতে খাইতে যাইতে লইতে ইত্যাদি

৩ তৃণমর্থা ।

২০ তৃণমর্থা অর্থাৎ বর্ত্তমানবিহিতকৃৎপ্রত্যয় প্রযুক্তা । যথা । করিতে ২ খাইতে ২ লইতে ২ যাইতে২ ইত্যাদি

৪ ক্ত্বার্থা ।

২১ ক্ত্বার্থা অর্থাৎ সম্পন্নতার্থকৃৎপ্রত্যয়প্রযুক্তা । যথা । করিয়া যাইয়া লইয়া খাইয়া ইত্যাদি

৫ ভাবক্তার্থা ।

২২ ভাবক্তার্থা অর্থাৎ সম্ভাবিতার্থকৃৎপ্রত্যয় প্রযুক্তা । যথা । করিলে খাইলে যাইলে লইলে ইত্যাদি ॥

ইতি সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়ানিরূপণা-নন্তর ধাতুবিভক্তিনিরূপণ করা যাইতেছে ॥

অথ ধাতুবিভক্তিনিরূপণ ।

ভাষামতে ধাতুবিভক্তির সংখ্যা বিশেষে বিশেষ নাই । কেবল কাল এবং ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ মাত্র ।

তত্র একত্ববহুত্বসংখ্যায়।

বর্ত্তমানে।

	প্রথমব্যক্তি।	দ্বিতীয়ব্যক্তি।	তৃতীয়ব্যক্তি।
১ যোগে।	ই।	অ, অহ।	এ, এন।
২ বিহিতে।	তেছি।	তেছ।	তেছে,তেছেন।

অতীতকালে।

	প্র।	দ্বি।	তৃ।
১ অপূর্ণে।	তাম।	তা তে।	ত, তেন।
২ বর্ত্তমানসামীপ্যে।	তেছিলাম।	লা,লে।	ল,লেন।
৩ অদ্যতনে	লাম	লা,লে।	ল, লেন
৪ হ্যস্তনে	য়াছি	য়াছ।	য়াছে,য়াছেন।
৫ অনদ্যতনে	য়াছিলাম	লা,লে।	ল।লেন।

ভবিষ্যত্কালে।

	প্র।	দ্বি।	তৃ।
১ ভবিষ্যত্কালে।	ব।	বা, বে।	বে,বেক,বেন।
২ বিধিবিশেষার্থে।		উন,ও।	উক, উন।

কৃৎপ্রত্যয়।

	শত্রর্থে।	চতুমর্থে।	চণমর্থে।	ক্ত্বার্থে।	ভাবক্তার্থে।
প্রত্যয়।	তা।	তে।	তে।	য়া।	লে হয়।

চণমর্থেতেপ্রত্যয়ান্তপদের দ্বির্ভাব হয়। যথা।

করিতে২ যাইতে২ লইতে২ ইত্যাদি।।

বিভক্তিনিরূপণানন্তর পদসাধনার্থলক্ষণনির্দ্দেশ ॥

পদসাধনার্থলক্ষণ ।

১ সূত্র ।

১ ধাতুবিভক্তিপরে ধাতুর অন্ত্য ওকার ইকার হয় । এবং ধাতুর অন্ত্য ওকারের পূর্ব্ববর্ত্তি ও এবং এ থাকিলে তৎস্থানে উ এবং ই হয় তাহাতে উকারপরে উকারের লোপ হয় এবং স্বরপরে অন্ত্যইকারের লোপ হয় কেবল ওকারপরে লোপ হয় না ।

১ উদাহরণ ।

ধাতু	বিভক্তি	সিদ্ধপদ	
লও	ই	লই	ইত্যাদি
লও	লাম	লইলাম	ইত্যাদি
করি	ই	করি	ইত্যাদি
করি	অ অহ	কর করহ	ইত্যাদি
করি	এ এন	করে করেন	ইত্যাদি
করি	উন উক	করুন করুক	ইত্যাদি
করি	ও	করিও	ইত্যাদি
লও	ও	লইও	ইত্যাদি

২ সূত্র ।

২ ওকারের পর অকারের এবং একারের লোপ

হয়। ওকারস্থানে একারপরে য় হয়। এবং উকার পরে লোপ হয়।

২ উদাহরণ।

ধাতু	বিভক্তি	সিদ্ধপদ।	
লও	অ	লও।	ইত্যাদি
লও	এ	লয়।	ইত্যাদি
লও	উন	লউন।	ইত্যাদি
লও	উক	লউক।	ইত্যাদি

৩সূত্র।

৩ এন পরে ওকারস্থানে য় এবং ওকারের লোপ হয়। পরে ওকার লুপ্ত হইলে একারেরও লোপ হয়।

৩উদাহরণ।

ধাতু	বিভক্তি।	সিদ্ধপদ।	
লও	এন	নয়েন লন	ইত্যাদি
দেও	ই	দিই অথবা দেই	ইত্যাদি
শোও	ই	শুই	ইত্যাদি
দেও	এ, এন	দেয়, দেন	ইত্যাদি
শোও	এ, এন,	শোয়, শোয়েন, শোন	ইত্যাদি
দেও	উন, উক	দিউন, দিউক	ইত্যাদি
শোও	উন, উক	শুন, শুক	ইত্যাদি

৪ সূত্র ।

৪ কৃৎপ্রত্যয়ের শত্রর্থের তকারপরে ধাতুর অন্ত্য ইকারস্থানে অকার হয় এবং ওকারস্থানে অকার হয় না ।

৪ উদাহরণ ।

ধাতু ।	বিভক্তি ।	সিদ্ধপাদ ।	
করি ।	ত	। করত	। ইত্যাদি
লও ।	ত	। লওত	। ইত্যাদি

৫ সূত্র ।

৫ ধাতুর অন্ত্যইকারের স্থানে আকার এবং ওকারের উত্তর য়া যুক্ত হইলে ভাববাচ্যে ক্রিয়াবাচক সংজ্ঞা এবং কর্ম্মণিবাচ্যে বিশেষণ হয় ।

৫ উদাহরণ ।

ধাতু ।	প্রত্যয় ।	। পাদ ।	
করি ।	আ ।	করা ।	ইত্যাদি
যাও ।	য়া ।	যাওয়া ।	ইত্যাদি
লও ।	য়া ।	লওয়া ।	ইত্যাদি

৬ সূত্র ।

৬ সাধারণীক্রিয়াবাচক সংজ্ঞার উত্তর ওকার যুক্ত হইলে প্রেরণার্থক ধাতু কহাযায় ।

৬ উদাহরণ।

সংজ্ঞা	প্রত্যয়	প্রেরণীধাতু	
করা	ও	করাও	ইত্যাদি
দেওয়া	ও	দেওয়াও	ইত্যাদি

এবং পূর্ব্ববৎপদসিদ্ধি।

যথা।

প্রেরণার্থধাতু	বিভক্তি	সিদ্ধপদ	
করাও	ই	করাই	ইত্যাদি
দেওয়াও	লাম	দেওয়াইলাম	ইত্যাদি
শোওয়াও	তেছি	শোওয়াইতেছি	ইত্যাদি

৭ সূত্র

৭ প্রেরণার্থধাতুর অন্ত্য ওকারস্থানে নকার হইলে কর্ম্মণিবাচ্যে বিশেষণ এবং ভাববাচ্যে সংজ্ঞা হয়।

৭ উদাহরণ।

প্রেরণার্থ ধাতু	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	
করাও	ন	করান	ইত্যাদি
খাওয়াও	ন	খাওয়ান	ইত্যাদি

৮ সূত্র।

৮ কর্ম্মণিবাচ্যপ্রত্যয়ান্তবিশেষণের উত্তর অকর্ম্মক যাও হও ইত্যাদিধাতু যুক্ত হইলে কর্ম্মণিবাচ্যের

ধাতু হয়। এবং ভাববাচ্য আ এবং যা প্রত্যয়ান্ত সংজ্ঞার উত্তর উক্তরূপ ধাতু যুক্ত হইলে ভাববাচ্য ধাতু হয়।

৮ উদাহরণ।

বিশেষণ।	অকর্ম্মকধাতু।	কর্ম্মণিবাচ্যধাতু।	
করা	হও	করা হও	ইত্যাদি
ধৃত	হও	ধৃত হও	ইত্যাদি
যাওয়া	যাও	যাওয়া যাও	ইত্যাদি
করান	যাও	করান যাও	ইত্যাদি
খাওয়ান	যাও	খাওয়ান যাও	ইত্যাদি
স্থাপিত	হও	স্থাপিত হও	ইত্যাদি

পূর্ব্ববত্ পদসিদ্ধি।

ধাতু	বিভক্তি	সিদ্ধপদ	
করাহও	এ	করা হয়	ইত্যাদি
যাওয়াযাও	ল	যাওয়াগেল	ইত্যাদি
করানযাও	এ	করানযায়	ইত্যাদি
স্থাপিতহও	এ	স্থাপিতহয়	ইত্যাদি

অথ ধাতুরূপব্যবস্থা।

তত্র।

কর্তৃবাচ্যে

সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া

করি ।

যোগ্যবর্ত্তমানে প্রয়োগ ।

	একবচন ।	বহুবচন ।
প্রথমব্যক্তিতে ।	আমি করি ।	আমরা করি ।
দ্বিতীয়ব্যক্তিতে ।	তুমি কর ।	তোমরা কর ।
তৃতীয়ব্যক্তিতে ।	তিনি করেন ।	তাঁহারা করেন ।
	সে করে ।	তাহারা করে ।

নিহিতবর্ত্তমানে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করিতেছি ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করিতেছ ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করিতেছেন ।	তাঁহারা ।
	সে করিতেছে ।	তাহারা ।

অপূর্ণভূতে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করিতাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করিতা বা করিতে ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করিতেন ।	তাঁহারা ।
	সে করিত ।	তাহারা ।

বর্ত্তমানসামীপ্যভূতে।

	একত্বে	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করিতেছিলাম	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করিতেছিলা বা করিছিলে	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করিতেছিলেন	তাঁহারা।
	সে করিতেছিল	তাহারা।

অদ্যতনভূতে।

	একত্বে	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করিলাম	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করিলা বা করিলে	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করিলেন	তাঁহারা।
	সে করিল	তাহারা।

হ্যস্তনভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করিয়াছি।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করিয়াছ।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করিয়াছেন।	তাঁহারা।
	সে করিয়াছে।	তাহারা।

অনদ্যতনভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করিয়াছিলাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করিয়াছিলা বা।	
	করিয়াছিলে।	তোমারা।
তৃতীয়।	তিনি করিয়াছিলেন।	তাঁহারা।
	সে করিয়াছিল।	তাহারা।

ভবিষ্যৎকালে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করিব।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করিবা বা।	তোমরা।
	করিবে।	
তৃতীয়।	তিনি করিবেন।	তাঁহারা।
	সে করিবে, করিবেক।	তাহারা।

বিশেষবিধ্যর্থে।

বিধিবর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করি।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি কর।	তোমরা।
	মহাশয় করুন।	মহাশয়েরা।
তৃতীয়।	তিনি করুন।	তাঁহারা।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
তৃতীয় ।	সে করুক ।	তাহারা ।

বিধিভবিষ্যৎ ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করিব ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করিও ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করিবেন ।	তাঁহারা ।
	সে করিবেক বা করিবে ।	তাহারা ।

ধ্বর্থাসম্ভাবনার্থে ।

যোগ্যবর্ত্তমানে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	যদি আমি করি ।	যদি আমরা ।
দ্বিতীয় ।	যদি তুমি কর ।	যদি তোমরা ।
তৃতীয় ।	যদি তিনি করেন ।	যদি তাঁহারা ।
	যদি সে করে ।	যদি তাহারা ।

অর্থাৎ তবে এরূপ হইবে ।

অপূর্ণভূতে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	যদি আমি করিতাম ।	যদি আমরা ।
দ্বিতীয় ।	যদি তুমি করিতা বা করিতে ।	যদি তোমরা ।

	একত্বে।	বহুত্বে।
তৃতীয়।	যদি তিনি করিতেন।	যদি তাঁহারা।
	সে করিত।	তাহারা।

অর্থাৎ তবে এরূপ হইত।

অর্থাসম্ভাবনার্থে বর্ত্তমানাপূর্ণভূতে যদিশব্দ প্রয়োগ হয় এবং তদাকাঙ্ক্ষানিবৃত্ত্যর্থে তবে শব্দও ব্যবহার করাযায়।

১ উদাহরণ।

যদি আমি মহাশয়ের অনুমতিগ্রহণ করি অথবা করিতাম। তবে আমার পক্ষে মঙ্গল হইবে অথবা হইত ইত্যাদি॥

অসমাপিকা।

শত্রর্থা। চত্তমর্থা। চণমর্থা। ক্ত্বার্থা। ভাবক্তার্থা।
করত। করিতে। করিতেং। করিয়া। করিলে।

সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

হও।

যোগ্য বর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হই।	আমরা
দ্বিতীয়।	তুমি হও।	তোমরা
তৃতীয়।	তিনি হয়েন বা হন।	তাঁহারা।

	একত্বে।	বহুত্বে।
তৃতীয়।	সে হয়।	তাহারা

বিহিতবর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইতেছি।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইতেছ।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইতেছেন।	তাঁহারা।
	সে হইতেছে।	তাহারা।

অপূর্ণভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইতাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইতা বা হইতে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইতেন বা।	তাঁহারা।
	সে হইত।	তাহারা।

বর্ত্তমান সামীপ্য ভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইতেছিলাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইতেছিলা বা। হইতেছিলে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইতেছিলেন বা।	তাঁহারা।
	সে হইতেছিল।	তাহারা।

অদ্যতনে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইলাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইলা বা হইলে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইলেন বা।	তাঁহারা।
	সে হইল।	তাহারা।

হ্যস্তনে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইয়াছি।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইয়াছ।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইয়াছেন।	তাঁহারা।
	সে হইয়াছে।	তাহারা।

অনদ্যতনে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইয়াছিলাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইয়াছিলা বা। হইয়াছিলে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইয়াছিলেন বা।	তাঁহারা।
	সে হইয়াছিল।	তাহারা।

ভবিষ্যত্।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইব।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইবে বা। হইবা।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইবেন বা।	তাঁহারা।
	সে হইবে।	তাহারা।

বিশেষবিধ্যর্থে।

বিধিবর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হই।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হও।	তোমরা।
	মহাশয় হউন।	মহাশয়েরা।
তৃতীয়।	তিনি হউন।	তাঁহারা।
	সে হউক।	তাহারা।

বিধিভবিষ্যৎ।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইব।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইও।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইবেন।	তাঁহারা।
	সে হইবেক বা হইবে।	তাহারা।

ধর্ত্থাসম্ভাবনার্থে।

বর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	যদি আমি হই।	যদি আমরা।
দ্বিতীয়।	যদি তুমি হও।	যদি তোমরা।
তৃতীয়।	যদি তিনি হয়েন বা হন। সে হয়।	যদি তাঁহারা। তাহারা।

অপূর্ণভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	যদি আমি হইতাম।	যদি আমরা।
দ্বিতীয়।	যদি তুমি হইতা বা। হইতে।	যদি তোমরা।
তৃতীয়।	যদি তিনি হইতেন বা। সে হইত।	যদি তাঁহারা। তাহারা।

অসমাপিকা।

শত্রর্থা।	চত্তমর্থা।	চণমর্থা।	ক্ত্বার্থা।	ভাবক্তার্থা।
হওত।	হইতে।	হইতে২।	হইয়া।	হইলে।

প্রেরণীসকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

করাও।

যোগ/বর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাই।	আমরা।

	একত্বে।	বহুত্বে।
দ্বিতীয়।	তুমি করাও।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করান।	তাঁহারা।
	সে করায়।	তাহারা।

বিহিতবর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাইতেছি।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইতেছ।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করাইতেছেন।	তাঁহারা।
	সে করাইতেছে।	তাহারা।

অপূর্ণভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাইতাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইতা বা করাইতে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করাইতেন বা।	তাঁহারা।
	সে করাইত।	তাহারা।

বর্ত্তমান সামীপ্যভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাইতেছিলাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইতেছিলা বা। করাইতেছিলে।	তোমরা।

	একত্বে।	বহুত্বে।
তৃতীয়।	তিনি করাইতেছিলেন বা।	তাঁহারা।
	সে করাইতেছিল।	তাহারা।

অদ্যতনে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাইলাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইলা বা করাইলে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করাইলেন বা।	তাঁহারা।
	সে করাইল।	তাহারা।

হ্যস্তনে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাইয়াছি।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইয়াছ।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করাইয়াছেন।	তাঁহারা।
	সে করাইয়াছে।	তাহারা।

অনদ্যতনে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাইয়াছিলাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইয়াছিলা বা। করাইয়াছিলে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করাইয়াছিলেন।	তাঁহারা।
	সে করাইয়াছিল।	তাহারা।

ভবিষ্যত্।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম	আমি করাইব।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইবা বা করাইবে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করাইবেন।	তাঁহারা।
	সে করাইবে।	তাহারা।

বিশেষবিধ্যর্থে।

বিধিবর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাই।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাও।	তোমরা।
	মহাশয় করাউন।	মহাশয়েরা।
তৃতীয়।	তিনি করাউন।	তাঁহারা।
	সে করাউক।	তাহারা।

বিধিভবিষ্যত্।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাইব	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইও।	তোমরা।
	মহাশয় করাইবেন।	মহাশয়েরা।
তৃতীয়।	তিনি করাইবেন।	তাঁহারা।
	সে করাইবে বা করাইবেক।	তাহারা।

অর্থাসম্ভাবনার্থে ।

যোগ্য বর্ত্তমানে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	যদি আমি করাই ।	যদি আমরা ।
দ্বিতীয় ।	যদি তুমি করাও ।	যদি তোমরা ।
তৃতীয় ।	যদি তিনি করান ।	যদি তাঁহারা ।
	সে করায় ।	তাহারা ।

অপূর্ণভূতে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	যদি আমি করাইতাম ।	যদি আমরা ।
দ্বিতীয় ।	যদি তুমি করাইতা বা । করাইতে ।	যদি তোমরা ।
তৃতীয় ।	যদি তিনি করাইতেন ।	যদি তাঁহারা ।
	সে করাইত ।	তাহারা ।

অসমাপিকা ।

শত্রর্থা ।	তুমর্থা ।	চণমর্থা ।	ক্ত্বার্থা ।	ভাবক্তার্থা ।
করাওতা ।	করাইতে ।	করাইতেং ।	করাইয়া ।	করাইলে

সাধারণীঅকর্ম্মকক্রিয়ার প্রেরণার্থে ।

অকর্ম্মক সমাপিকা ।

শোওয়াও ।

যোগ্যবর্ত্তমানে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি শোওয়াই ।	আমরা ।

	একত্বে।	বহুত্বে।
দ্বিতীয়।	তুমি শোওয়াও।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি শোওয়ান্ বা।	তাঁহারা।
	সে শোওয়ায়।	তাহারা।
		ইত্যাদি।

ইহার শেষ পূর্ব্ববত্।

কর্ম্মনিবাচ্য।

সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

ধৃতহও।

যোগ্য বর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি ধৃতহই।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি ধৃত হও।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি ধৃতহয়েন বা হন।	তাঁহারা।
	সে ধৃত হয়।	তাহারা ইত্যাদি।

ইহার শেষ পূর্ব্বোক্ত অকর্ম্মক ক্রিয়াবৎ।।

প্রেরণী সকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

ধরান হও।

যোগ্য বর্ত্তমানে।

প্রথম।	আমি ধরান হই।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি ধরান হও।	তোমরা।

একত্বে। বহুত্বে।

তৃতীয়। তিনি ধরানহঙ্কো বা হন। তাঁহারা।

সে ধরানহন্ন। তাহারা ইত্যাদি।

ইহার শেষ পূর্ব্ববৎ.॥

ভাববাচ্যে।

অকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

যাওয়াযায়।

বর্ত্তমানে।

যোগ্য বর্ত্তমানে। বিহিত বর্ত্তমানে।

যাওয়াযায়। যাওয়াযাইতেছে ইত্যাদি।

অতীতকালে।

১	২	৩
অপূর্ণভূতে।	বর্ত্তমান সামীপ্যে।	অদ্যতনে।
যাওয়াযাইতেছে।	যাওয়াযাইতেছিল।	যাওয়াগেল।

৪	৫
হ্যস্তনে।	অনদ্যতনে।
যাওয়াগিয়াছে।	যাওয়াগিয়াছিল ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ।

যাওয়াযাইবে। ইত্যাদি।

অত্র ভাববাচ্যক্রিয়া কেবল ধাত্বর্থনিষ্ঠামাত্র তদর্থে কেবল সর্ব্বদাই তৃতীয়ব্যক্তির একবচন গ্রহণ করে। কারণ ইহা কর্থন কর্তৃ এবংকর্ম্ম নিষ্ঠব্যক্তি ও সংখ্যা কিছুই গ্রহণ করেনা॥

নঞর্থক্রিয়া ॥

১ নিষেধার্থ নাশব্দ হওনার্থক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইলে উভয়েরই রূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহাতে তাহাকে নঞর্থক্রিয়া কহাযায় ॥

২ কিন্তু তাহার সকলবিভক্তিতে রূপান্তর ব্যবহার হয়না অর্থাৎ প্রায় যোগ্যবর্ত্তমানকালেই তদ্রূপ হয় ॥

রূপান্তরের আদেশ ।

নঞ ।	ধাতু ।	সিদ্ধপদ ।
না ।	হই ।	নই । নাই । নহি ।
না ।	হও ।	নও । নহ ।
না ।	হয় ।	নয় । নাই ।
না ।	হয়েন ।	নহেন । নাই ।
না ।	হন ।	নন ।
না ।	হইবেন ।	নহিবেন । ইত্যাদি ।

নঞর্থক্রিয়ারূপ ।

প্রথম । আমি নই । বা । নাই । বা । নহি ।
দ্বিতীয় । তুমি নও । বা । নহ ।
তৃতীয় । তিনি নহেন । বা । নন ।
সে । নয় । বা । নাই । ইত্যাদি ।

অথ ক্রিয়াবিশেষণপদনিরূপণ ।

১ ক্রিয়াবিশেষণপদ অর্থাৎ যদ্দ্বারা ক্রিয়াপদের ও বিশেষণপদের অথবা অন্যক্রিয়া বিশেষণের অবস্থাদির বিশেষ ব্যক্ত হয় ।

যেমন । তিনি শীঘ্র যাইতেন এবং অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন কিন্তু অতিশীঘ্র চলিতেন ইত্যাদি

তাহার ভেদ ।

২ দৈশিক । কালিক । আবস্থিক । নিষেধার্থক । প্রশ্নার্থক ইত্যাদিপ্রকারহয় ॥

ইহার মধ্যে অনেকপদ অধিকরণস্বরূপচিহ্ন গ্রহণ করিয়াথাকে ॥

যেমন । পরে, পর । নিকট, নিকটে । দূর, দূরে, ইত্যাদি ॥

৩ এবং অনেকশব্দের অন্তে রূপ প্রকার পূর্ব্বক প্রযুক্ত ইত্যাদি শব্দ যুক্ত হইলে ক্রিয়া বিশেষণ হয় । যেমন । তদ্রূপে । সেইপ্রকারে । জ্ঞানপূর্ব্বক । অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ইত্যাদি ॥

১ তত্র দৈশিক ।

৪ দৈশিক অর্থাৎ যাহা স্থানবিষয়ে বিশেষ জানায় । যেমন । এখানে ওখানে সেখানে যথা যথায় তথা তথায় দূরে নিকটে অগ্রে সম্মুখে সাক্ষাতে পশ্চাত পার্শ্বে পাশে মধ্যে মাঝে ইত্যাদি ॥

২ কালিক ।

৫ কালিক অর্থাৎ যাহা কালের বিশেষকে প্রতি- পন্ন করায় ॥ যেমন । এখন যখন তখন অদ্য কালি কল্য পরশ্ব পরে পূর্ব্বে প্রভাতে প্রাতে প্রত্যূষে সকালে বিকালে রাত্রিতে সদা সর্ব্বদা তৎ- ক্ষণাৎ যাবত্ তাবত্ প্রত্যহ প্রতিমাস প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রতিসপ্তাহ এবং অবধি ও পর্য্যন্ত শব্দ যাহার অন্তে যুক্ত থাকে। যেমন তৎপর্য্যন্ত তদবধি ইত্যাদি ॥

৩ আবস্থিক ।

৬ আবস্থিক অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার অথবা গুণ- বাচকের অবস্থাবিশেষকে ব্যক্ত করে ॥ যেমন । ভাল অতিভাল মন্দ অতিমন্দ শীঘ্র অতি- শীঘ্র অতিবাদ অতিশয় অত্যন্ত অতিত্বরায় বেগে ধীরে ধীরে২ ক্রমে২ অল্পে২ মধ্যে২ আস্তে২ মন্দ২ বার২ পুনঃ২ পুনর্ব্বার একবার একবারে অকস্মাৎ হঠাৎ পূর্ব্বাপর কিছু২ অধিক যথেষ্ট এরূপে এপ্রকারে জ্ঞানপূর্ব্বক বাহুল্যরূপে আধিক্যরূপে কাতরতাপূর্ব্বক কাতরতাপ্রযুক্ত ইত্যাদি ॥

৪ নিষেধার্থক ।

৭ নিষেধার্থক অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার নিষিদ্ধরূপ অর্থবোধ করায় ।
যেমন । না । নাই । নহে । ইত্যাদি ॥

৫ প্রশ্নার্থক ।

৮ প্রশ্নার্থক অর্থাৎ যাহারদ্বারা জিজ্ঞাসার প্রতীতি হয় । যেমন । কবে কোথা কোথায় কখন কোনদিন কিরূপে কিপ্রকারে কিরূপপ্রকারে কিসে কিজন্যে কিহেতুক কিনিমিত্তে কেন ইত্যাদি

অথ ধাতুমালা

ধাতুমালা ধাতুশ্রেণী অর্থাৎ ভাষামতপ্রসিদ্ধ প্রচলিত কতিপয়ধাতুসংগ্রহ করাগেল এইরীত্যনুসারে অন্যান্য অবশিষ্ট ধাতু সকলও সকলে বিবেচনা করিয়ালইবেন ঐ ধাতুসকল দুইপ্রকারে চলিত হইতেছে এক হ্রস্বইকারান্ত এবং অন্য কেবল ওকারস্বরান্ত ॥

হ্রস্বইকারান্ত ।

করি । বলি । শুনি । থাকি । পড়ি । ইত্যাদি ॥

কেবল ওকারস্বরান্ত ।

খাও । লও । দেও । পাও । শোও । হও । যাও । ইত্যাদি এবং প্রেরণার্থ অনেক ধাতু প্রায় তদ্বৎ ওকারান্ত হয় । যেমন । করাও । খাওয়াও । শুনাও । লওয়াও । শোওয়াও । হওয়াও । ইত্যাদি ॥

স্বতন্ত্র অকর্ম্মক ধাতু।

সাধারণী।		প্রেরণী।	
ধাতু।	অর্থ।	ধাতু।	অর্থ।
যাও	গমনার্থে	পাঠাও	প্রেরণার্থে।
শোও	শয়নার্থে	শোওয়াও	তৎপ্রেরণে।
থাকি	স্থিত্যর্থে	থাকাও	স্থাপনার্থে।
হও	ভবনার্থে	হওয়াও	তৎপ্রেরণে।
আসি	আগমনার্থে	আসাও	
পড়ি	পতনার্থে	পড়াও	
মরি	মরণার্থে	মারি	
লাগি	লগ্নার্থে	লাগাও	
জন্মি	জননার্থে	জন্মাও	
চলি	চলনার্থে	চলাও বা চালাও।	
বসি	উপবেশনার্থে।	বসাও	
নাচি	নর্ত্তনে	নাচাও	
বাড়ি	বর্দ্ধনে	বাড়াও	
জাগি	জাগরণে	জাগাও	

সাধারণী।		প্রেরণী।	
ধাতু।	অর্থ।	ধাতু।	অর্থ।
বাঁচি	জীবনে।	বাঁচাও।	তৎ প্রেরণে।
উঠি	উত্থানে	উঠাও	
নাবি	অধোগমনে।	নাবাও	

সাধারণী।		প্রেরণী।	
ধাতু।	অর্থ।	ধাতু।	অর্থ।
উড়ি	উর্দ্ধগমনে।	উড়াও	
ঠেকি	বাধনে।	ঠেকাও	
খেলি	খেলনে।	খেলাও	
ভাবি	চিন্তনে।	ভাবাও	

ইত্যাদি অকর্ম্মক ধাতু এতদ্রূপে অবশিষ্টও অবগত হইবে ইতি ॥

সকর্ম্মক ধাতুমালা।

সাধারণী।		প্রেরণী।	
ধাতু।	অর্থ।	ধাতু।	অর্থ।
করি	করণে।	করাও।	তৎ প্রেরণার্থে।
খাও	খাদনে।	খাওয়াও	
লও	গ্রহণে।	লওয়াও	
পাও	প্রাপ্ত্যর্থে।	পাওয়াও	
শুনি	শ্রবণে।	শুনাও	
দেও	দানে।	দেওয়াও	
ধরি	ধরণে।	ধরাও	
বুঝি	বোধার্থে।	বুঝাও	
পুজি	পুজনার্থে।	পুজাকরাও	
চাহি	প্রার্থনে।	চাহাও	
মাগি	যাচঞার্থে।	মাগাও	

সকর্ম্মক ধাতুমালা ।

সাধারণী ।		প্রেরণী ।	
ধাতু ।	অর্থ ।	ধাতু ।	অর্থ ।
দেখি ।	দর্শনে ।	দেখাও ।	তৎপ্রেরণে ।
লিখি ।	লেখনে ।	লেখাও	।
ধারি ।	ধারণে ।	ধারাও	।
ব্যাপি ।	ব্যাপনে ।	ব্যাপাও	।
জানি ।	জ্ঞানে ।	জানাও	।
মানি ।	মান্যার্থে ।	মানাও	।
পরি ।	পরিধানে ।	পরাও	।
সরি ।	ব্যাবহারে চলনে ।	সরাও	।
সাধি ।	সাধনে ।	সাধাও	।
আনি ।	আনয়নে ।	আনাও	।
চিনি ।	পরিচয়ে ।	চেনাও	।
রাখি ।	অর্পণে ।	রাখাও	।
হরি ।	হরণে ।	হরাও	।
কহি ।	কথনে ।	কহাও ।	
বলি ।	বলনে ।	বলাও	।
জিজ্ঞাসি ।	প্রশ্নার্থে ।	জিজ্ঞাসাকরাও ইত্যাদি	

এতদ্ভিন্ন করি ধাতু সংযোগে অনেক ধাতু হইয়া থাকে । যেমন । গমন । করি । যোগে । গমনকরি । ভোজন । করি । যোগে । ভোজনকরি ইত্যাদি ।

উদাহরণ ।

ভোজনকরি ।

ছেদনকরি ।

গমনকরি ।

শয়নকরি ।

অর্পণকরি ।

বোধকরি ।

শ্রবণকরি ।

গ্রহণকরি ।

লাভকরি ।

ইত্যাদি এই রীত্যনুসারে জানিবে ॥

ইতি ধাতু সংগ্রহ সমাপ্ত হইল ॥

অথ সমাসপ্রকরণ ।

১ সমাস অর্থাৎ দ্বিপদবহুপদের একপদত্বমাত্র কিন্তু সমাসের সম্পাদক সমস্তপদে পরস্পর সম্বন্ধ । অতএব পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত লিঙ্গ সমুদায়ই সমাস ইত্যর্থ ॥

সমাসভেদ ।

২. উক্ত সমাস । দ্বন্দ্ব । বহুব্রীহি । কর্ম্মধারয় । তৎপুরুষ । দ্বিগু । এবং অব্যয়ীভাব এই ভেদে ছয়প্রকার হয় ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ॥

১ তত্র দ্বন্দ্ব ।

৩ পরস্পর ভিন্নার্থপদের একীভাবই দ্বন্দ্ব অর্থাৎ একপদেরন্যায় ব্যবহার্য্য হয় তদর্থের পরস্পর সাহিত্যরূপ সম্বন্ধ । এবং সমাসঘটক প্রত্যেক পদার্থের সহিত উত্তরপদের বিভক্ত্যর্থে অন্বয় থাকে ॥

যেমন । আম্রপনসগুবাকনারীকেলদিগকে রক্ষা করিয়া লোধ্রমদনশোভাঞ্জনদিগকে ছেদন করে ইত্যাদি ॥

১ সূত্র ।

৪ দ্বন্দ্বসমাসে পুত্র ও সমান গোত্র এবং সমান বিদ্যা বিশিষ্ট বাচকঋকারান্ত শব্দ পরে ঋকারান্তশব্দের ঋকারস্থানে আকার হয় ।

১ উদাহরণ ।

পিতৃ	পুত্র	।	পিতাপুত্র	।
মাতৃ	পুত্র	।	মাতাপুত্র	।
মাতৃ	পিতৃ	।	মাতাপিতা	।
হোতৃ	পোতৃ	।	হোতাপোতা	। ইত্যাদি

অন্যত্র।

বক্তৃ শ্রোতৃ । বক্তৃশ্রোতা ।

ভ্রাতৃ জামাতৃ । ভ্রাতৃজামাতা । ইত্যাদি ।

২ বহুব্রীহি।

সমস্যমান পদার্থাতিরিক্ত প্রথমান্তাদিপদার্থ বোধক বহুব্রীহি অর্থাৎ সমাসযোগ্যপদের অর্থভিন্ন অন্যপ্রথমান্তাদিপদার্থের বোধক ইত্যর্থ ॥

উদাহরণ।

প্রথমান্ত।

সমাতৃক । অর্থাৎ মাতার সহিত বর্ত্তমান যিনি । দক্ষিণপূর্ব্বা অর্থাৎ দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিগের মধ্য বর্ত্তী যে দিক্ ইত্যর্থ ।

দ্বিতীয়ান্ত।

আরূঢ়বানর । অর্থাৎ যাহাকে বানর আশ্রয় করিয়াছে। ইত্যর্থ অর্থাৎ বৃক্ষ ॥

তৃতীয়ান্ত ।

জিতকাম । অর্থাৎ যৎকর্তৃক কামদেব পরাভূত ইত্যর্থ ॥

চতুর্থ্যন্ত ।

দত্তধন । অর্থাৎ যাহাকে ধন দেওয়াগিয়াছে । ব্রাহ্মণ ইত্যর্থ ।

পঞ্চম্যন্ত ।

চ্যুতফল । অর্থাৎ যাহাহইতে ফল পতিত হইয়াছে । বৃক্ষ ইত্যর্থ ।

ষষ্ঠ্যন্ত ।

চতুর্মুখ । অর্থাৎ যাহার চারিটামুখ । ব্রহ্মা ইত্যর্থ ।

সপ্তম্যন্ত ।

বহুজলা । যাহাতে অনেকজল অর্থাৎ নদী ।

বহুব্রীহিভেদ ।

২ বহুব্রীহি সমাস প্রথমতঃ দুই প্রকার । ব্যধিকরণ । এবং সমানাধিকরণ ॥

ব্যধিকরণ ॥

৩ ব্যধিকরণ । অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণতাশূন্যার্থ বোধক পদের সমাস ॥

উদাহরণ ।

শূলপাণি । যাহার হস্তে শূল । শিব ইত্যর্থ

চক্রপাণি । যাহার হস্তে চক্র । বিষ্ণু ইত্যর্থ ।

ধনুষ্পাণি । শঙ্খপাণি । পদ্মনাভ । ইত্যাদি ।

২ সমানাধিকরণ ।

৪ সমানাধিকরণ অর্থাৎ তুল্যাধিকরণ । বিশেষ্য বিশেষণতাপন্নার্থ বোধক পদের সমাস ।

উদাহরণ।

চিত্রগু। অর্থাৎ চিত্রতা গরু যাহার ইত্যর্থ।

সমানাধিকরণভেদ।

৫ সমানাধিকরণ দ্বিধা বিভক্ত। তদ্গুণ সম্বিজ্ঞান এবং অতদ্গুণ সম্বিজ্ঞান ইতি ॥

১ তদ্গুণ সম্বিজ্ঞান।

৬ তদ্গুণ সম্বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাস যোগ্য পদার্থ সহিত অতিরিক্ত পদার্থ বোধক ॥

উদাহরণ।

ব্রাহ্মণাদি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আদি প্রধান যাহারদের ইত্যর্থ।

২ অতদ্গুণ সম্বিজ্ঞান।

৭ অতদ্গুণ সম্বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণাযুক্ত সমস্যমান পদার্থাতিরিক্ত পদার্থমাত্র বোধক ইত্যর্থ ॥

উদাহরণ।

স্থিরলক্ষীক । অর্থাৎ যাহার স্থিরালক্ষী ॥

মহাবল । অর্থাৎ মহত্ বল যাহার ।

ধৃতধনু। কৃতকার্য্য। কৃতপুণ্য। কৃতকর্ম্মা। ইত্যাদি

১ সূত্র।

৮ বহুব্রীহিসমাসের অর্থে পদের অন্তে ক ব্যবহার হয় ॥

১ উদাহরণ ।

সমাতৃক । প্রাপ্তলোক । পীতপয়স্ক । অধিকবয়স্ক ইত্যাদি ॥

২ সূত্র ।

বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বস্থিত স্ত্রীলিঙ্গশব্দপ্রায় পুম্বত্ অর্থাৎ পুলিঙ্গসদৃশ ব্যবহারহয় অর্থাৎ আ ঈ হ্রস্ব ইত্যাদি হয় । কিন্তু ঊকারান্ত এবং অকভাগান্ত ও অনেকতদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদে হয় না ॥

৩ সূত্র ।

*১০ বহুব্রীহিসমাসে অন্ত্যপদের অন্তেস্থিত স্ত্রীলিঙ্গবোধক আ ঊ এবং গোশব্দের ওকার ইহারা হ্রস্ব অর্থাৎ অ উ হইয়া ব্যবহার হয় ॥

৩ উদাহরণ ।

শীতা গো গরু যাহার ইত্যর্থে । শীতগু ।
ধৃস্তা মাযা যাহার ইত্যর্থে । ধূস্তমায় ।
ক্ষুদ্রকায় । কৃতবিদ্য ইত্যাদি । কালী তনু কৃষ্ণবর্ণ শরীর যাহার ইত্যর্থে । কালতনু । সুন্দরতনু । ক্ষুদ্রতনু ইত্যাদি ।

---

*বহুব্রীহিসমাসে স্ত্রীলিঙ্গ দীর্ঘঈকারান্ত শব্দের হ্রস্ব হয় না কিন্তু গৌণার্থেদ্বিগু সমাসে ব্যবহার হয় ।

পুম্বদ্ভাবনিষেধ ॥

বামোরু ভার্য্যা যার ইত্যর্থে । বামোরুভার্য্যা ইত্যাদি। রসিকা ভার্য্যা যার ইত্যর্থে । রসিকাভার্য্যা ইত্যাদি । ষষ্ঠী জায়া যার ইত্যর্থে । ষষ্ঠীজায় ইত্যাদি ।

মৈথিলী ভার্য্যা যার ইত্যর্থে । মৈথিলীভার্য্য ইত্যাদি ।

৩কর্ম্মধারয় ।

১ তুল্যাধিকরণপদঘটিতসমাস অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণবাচক পদদ্বয়ের অথবা বিশেষ্যরূপ বিশেষণবাচক পদদ্বয়ের সমাসই কর্ম্মধারয় উক্ত হয় ॥

১ উদাহরণ।

মৃদুপদ । আত্মীয়ব্যক্তি । রাজকীয়কর্ম্ম । ইত্যাদি দুষ্টধনী । উত্তমপণ্ডিত। এতদ্দেশীয়জ্ঞানী । ইত্যাদি

২ সংজ্ঞাঘটক সংখ্যাবাচক পূর্ব্বপদ হইলেও কর্ম্মধারয় হয় ॥

২ উদাহরণ।

সপ্তর্ষি । সপ্তজন । সপ্তকূল । ইত্যাদি

যথা। পঞ্চখারী পরিমাণ যার ইত্যর্থে পঞ্চখারি । পঞ্চগোণি ইত্যাদি ॥

৩ কর্ম্মধারয় মধ্যপদলোপী এবং অন্ত্যপদ লোপী হইয়া আর দুইপ্রকার হয় ॥

৩ উদাহরণ।

১ মধ্যপদলোপী।

শঙ্খতুল্য ধবল ইত্যর্থে। শঙ্খধবল।
মৃগীতুল্য চপলা ইত্যর্থে। মৃগচপলা।
কাকীতুল্য বন্ধ্যা ইত্যর্থে। কাকবন্ধ্যা। ইত্যাদি

২ অন্ত্যপদলোপী।

মুখ চন্দ্রতুল্য ইত্যর্থে। মুখচন্দ্র।
কর পদ্মতুল্য ইত্যর্থে। করপদ্ম। ইত্যাদি

১ সূত্র।

৪ কর্ম্মধারয়সমাসে অনেকস্ত্রীলিঙ্গশব্দ পুম্বৎ অর্থাৎ পুংলিঙ্গের সদৃশ হয়। কিন্তু অন্তস্থিত শব্দের হয় না॥

১ উদাহরণ।

পাচিকা স্ত্রী ইত্যর্থে। পাচকস্ত্রী।
পঞ্চমী ভার্য্যা ইত্যর্থে। পঞ্চমভার্য্যা। ইত্যাদি

২ সূত্র।

২ সখা অহ রাজা এই তিন শব্দ কর্ম্মধারয় সমাসের অন্তস্থিত হইলে ইহাদের অন্ত্যস্বরস্থানে অ হয়॥

২ উদাহরণ।

প্রিয় সখা। ইত্যর্থে। প্রিয়সখ। ইত্যাদি
পরম অহ। ইত্যর্থে। পরমাহ। ইত্যাদি
মহা রাজা। ইত্যর্থে। মহারাজ। ইত্যাদি

৪ তৎপুরুষ।

১ দ্বিতীয়াদ্যন্ত পূর্ব্বপদক কচিৎ প্রথমান্ত পূর্ব্বপদক অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বপদে দ্বিতীয়াদিবিভক্তির অন্যতম কোন বিভক্তি অথবা প্রথমা বিভক্তি থাকে তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহাযায়॥

২ ইহাতে প্রথমান্ত পূর্ব্বপদক অর্থাৎ নঞ্তৎপুরুষ কহাযায়। ইহা অর্থভেদে ছয়প্রকার হয়। সাদৃশ্যার্থ। অভাবার্থ। অল্পার্থ। অপ্রশস্তার্থ। ভিন্নার্থ। এবং বিরোধিতার্থ। ইতি॥

১ সূত্র।

৩ নিষেধার্থক নকারস্থানে ব্যঞ্জনবর্ণপরে অকার এবং স্বরবর্ণপরে অন্ আদেশ হয়।

১ উদাহরণ।

ন ব্রাহ্মণ ইত্যর্থে। অব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণসাদৃশ।
ন পাপ ইত্যর্থে। অপাপ। পাপশূন্য।
ন কেশী ইত্যর্থে। অকেশী। অল্পকেশী।
ন কাল ইত্যর্থে। অকাল। অপ্রশস্তকাল।

ন ঘট ইত্যর্থে । অঘট । ঘটভিন্নঅর্থাৎপট ।

ন সুর ইত্যর্থে । অসুর । সুরবিরোধী ।

এবং

ন ঈশ ইত্যর্থে । অনীশ । কর্তৃহীন ।

ন ইচ্ছা ইত্যর্থে । অনিচ্ছা । ইচ্ছাশূন্য ।

দ্বিতীয়ান্ত ।

দুঃখকে আপন্ন ইত্যর্থে । দুঃখাপন্ন ।

সুখকে প্রাপ্ত ইত্যর্থে । সুখপ্রাপ্ত । ইত্যাদি

তৃতীয়ান্ত ।

ধনদ্বারা ক্রীত ইত্যর্থে । ধনক্রীত । ইত্যাদি

অশ্বেতে আগত ইত্যর্থে । অশ্বাগত । ইত্যাদি

চতুর্থ্যন্ত ।

দেবকে দত্ত ইত্যর্থে । দেবদত্ত । ইত্যাদি

পঞ্চমান্ত ।

গৃহহইতে আগত ইত্যর্থে ।গৃহাগত । ইত্যাদি

ষষ্ঠ্যন্ত ।

ক্ষিতির ঈশ্বর ইত্যর্থে । ক্ষিতীশ্বর । ইত্যাদি

সপ্তম্যন্ত ।

ধর্ম্মে রত ইত্যর্থে । ধর্ম্মরত । ইত্যাদি

৫ দ্বিগু ।

১ তুল্যাধিকরণ সংখ্যাবাচক পূর্ব্বপদক অর্থাৎ

বিশেষ্যবিশেষণবাচক পাদদ্বয়ের পূর্ব্বপদ যদি সংখ্যাবাচক হয় তবে দ্বিগু কহাযায় ।

দ্বিগুভেদ ।

২ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধদ্বিগু তিনপ্রকার । সমাহারদ্বিগু । তদ্ধিতার্থ দ্বিগু । এবং উত্তরপদ দ্বিগু ইতি ॥

১ সমাহারদ্বিগু ।

৩ সমাহার অর্থাৎ যাহাতে সমস্তপদের পরস্পরার্থের ঐক্যভাব বোধ হয় ॥

১ উদাহরণ ।

স্বর্গাদিত্রিলোকের ঐক্য ইত্যর্থে । ত্রিলোকী । ত্রি তিন ভুবনের ঐক্য ইত্যর্থে । ত্রিভুবন । ইত্যাদি

২ তদ্ধিতার্থ ।

৪ তদ্ধিতার্থ অর্থাৎ যাহাতে অপত্যার্থ ষ্ণি প্রভৃতি তদ্ধিতপ্রত্যয়ভিন্ন অন্যতদ্ধিত প্রত্যয়ার্থ বোধ হয় ॥

২ উদাহরণ ।

পঞ্চ গো গরুদ্বারা ক্রীত ইত্যর্থে । পঞ্চগু । পঞ্চগোণি । ইত্যাদি ॥

দ্বি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ যার ইত্যর্থে । দ্ব্যঙ্গুল । দ্ব্যঙ্গুলি । ত্র্যঙ্গুল । ইত্যাদি

৩ উত্তরপদ ।

৫ উত্তরপদ অর্থাৎ যাহাতে সমাসবিধ্যুক্তপদের উত্তর অন্য কোন পদ প্রযুক্ত হয় ॥

৩ উদাহরণ ।

পাঞ্চ গো গরুইধন যার ইত্যর্থে । পঞ্চগবধন ইত্যাদি ॥

অত্রমধ্যের গোশব্দের ওকার অব হইল । ইহার উত্তরপদ ধন ইতি ।

ত্রিখারী পরিমাণধন যার ইত্যর্থে । ত্রিখারধন ইত্যাদি ॥

৬ অব্যয়ীভাব ।

১ ব্যধিকরণপদঘটিত অব্যয় পূর্ব্বপদের সমাসই অব্যয়ীভাব উক্ত হয় ॥

১ উদাহরণ ।

স্থানের বহিঃ ইত্যর্থে । বহিঃস্থান । ইত্যাদি

২ এবং সাদৃশ্য সামীপ্য বীপ্সা সাকল্য যোগ্যতা পশ্চাদর্থ অনতিক্রম অভাবার্থ ইত্যাদ্যর্থে বিশেষ্য বিশেষণতাশূন্য অব্যয়পূর্ব্বপদের সমাস ইত্যর্থ ।

২ উদাহরণ ।

হরির সদৃশ ইত্যর্থে । সহরি । ইত্যাদি

বনের সমীপ ইত্যর্থে উপবন । ইত্যাদি

দিনং প্রতি ইত্যর্থে । প্রতিদিন। ইত্যাদি
তৃণের সহিত সকল ইত্যর্থে । সতৃণ । ইত্যাদি
রূপের যোগ্য ইত্যর্থে । অনুরূপ । ইত্যাদি
শিবের পশ্চাৎ ইত্যর্থে । অনুশিব । ইত্যাদি
শক্তির অনতিক্রম । ইত্যর্থে । যথাশক্তি। ইত্যাদি
পাপের অভাব ইত্যর্থে । অপাপ । ইত্যাদি
অক্ষির সমীপ ইত্যর্থে । সমক্ষ । প্রত্যক্ষ । ইত্যাদি

এই সমাসে সমুদায় পদই ক্লীবলিঙ্গ হয় এবং অনেক পদও ক্রিয়াবিশেষণ হইয়া ব্যবহার হয় ।।

যেমন । আমি প্রতিদিন প্রত্যক্ষে আপনার কর্ম্ম যথাশক্তি নির্ব্বাহ করিতেছি ইত্যাদি ।।

---

*অব্যয়ীভাবসমাসে অন্তেস্থিত অব্যয়শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী হয় । এবং সহশব্দের স্থানে স আদেশ হয় ।।

অথ তদ্ধিতপ্রকরণ ।

তদ্ধিত ।

১ তদ্ধিত অর্থাৎ যাহাতে বিশেষং প্রয়োজনানুসারে বিশেষং প্রত্যয়দ্বারা শব্দের বিশেষং অর্থ প্রতিপন্ন করায় ।।

১ তত্রপ্রথমসূত্র ।

২ প্রয়োজনানুসারে শব্দের উত্তর অপত্যার্থে । ষ্ণি । ষ্ণেয় । ষ্ণ্য । ষ্ণায়ন । ষ্ণিক । ষ্ণ । এবং ঈয় । এইসকল প্রত্যয় ব্যবহার হয় ।।

*৩ যাহাতে বংশের পতন না হয় তাহাকেই অপত্য কহাযায় অর্থাৎ কন্যা পুত্র পৌত্রাদি তদর্থ অপত্যার্থে ইত্যর্থ ॥ এবং ঐ সকল প্রত্যয়ের ষ এবং ণ ইত্ হয় অর্থাৎ থাকে না তদ্ভিন্ন বর্ণই প্রত্যয়রূপে ব্যবহার হয় ॥ যেমন ॥

ষ্ণি । ষ্ণেয় । ষ্ণ্য । ষ্ণায়ন । ষ্ণিক । ষ্ণ । ণীয় ।
ই । এয় । য় । আয়ন । ইক । অ । ঈয় ।

২সূত্র ।

৪ ণকারেত্ প্রত্যয় পরে শব্দের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় । এবং আদ্য ই উস্বরস্থানে জাত য ব বর্ণদ্বয়ের অব্যহিত পূর্ব্বে ই এবং উ হয় অর্থাৎ যকারের পূর্ব্বে ই এবং বকারের পূর্ব্বে উ হয় ॥

৩সূত্র ।

৫ তদ্ধিত প্রত্যয়ের য এবং স্বরপরে অন্ত্য অবর্ণ ইবর্ণ এবং নকারের লোপ হয় এবং উবর্ণস্থানে ওকার হয় ॥

---

* অত্র তদ্ধিত প্রত্যয়ের ষকারেত্ হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার যোগ হয় এবং বহুব্রীহিসমাসে সেই ঈকারের পুম্ভাব হয় না ॥ যথা ॥ মৈথিলী ভার্য্যা যার ইত্যর্থে । মৈথিলীভার্য্য । ইত্যাদি ।

এবং ণকারেত্দ্বারা আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় মাত্র । যথা । বিষ্ণু । ষ্ণ । বৈষ্ণব । ইত্যাদি

৪ সূত্র।

ঔ ও এবং ঔকারের পর প্রত্যয়ের যকার স্বরসদৃশ কার্য্যকর হয় অর্থাৎ স্বরসন্ধিনিয়মানুসারে তদ্ধিতের যকারপরে ওকারস্থানে অব্ এবং ঔকারের স্থানে আব্ আদেশ হয়॥

উদাহরণ।

পূর্ব্বপদ	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	তদর্থ
অগ্নিশর্ম্মন্	ষ্ণি	আগ্নিশর্ম্মি	অগ্নিশর্ম্মারপুত্র
অত্রি	ষ্ণেয়	আত্রেয়	অত্রিপুত্র
বভ্রু	ষ্ণ্য	বাভ্রব্য	বভ্রুসন্তান
দক্ষ	ষ্ণায়ন	দাক্ষায়ণী	দক্ষপুত্রী
রেবতী	ষ্ণিক	রৈবতিক	রেবতীপুত্র
যদু	ষ্ণ	যাদব	যদুকুলসন্তান
মাতৃষ্বসৃ	ণীয়	মাতৃষ্বস্রীয়	মাতৃষ্বসৃপুত্র

৫ সূত্র।

৭ কারকার্থপদের উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যের এবং কর্ম্মবাচ্যের অর্থে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয় সকল এবং ষ্ণীক। কণ। ণীন। ইয়। ইত্যাদি প্রত্যয় হয়॥

প্রত্যয়লোপান্তর।

ষ্ণীক	কণ	ণীন	ইয়	এবং ষ্ণ প্রত্যয়াদি
ঈক	ক	ঈন	ইয়	

এই লক্ষণে ণকারেত কার্য্য অর্থাৎ পূর্ব্বস্বরের বৃদ্ধি ইচ্ছামতে হয় অর্থাৎ সর্ব্বত্র হয় না ॥

উদাহরণ ।

পূর্ব্বশব্দ ।	প্রত্যয় ।	সিদ্ধপদ ।	তদর্থ ।
তর্ক ।	ষ্ণিক ।	তার্কিক ।	যেতর্কজানে ।
ব্যাকরণ ।	ষ্ণ ।	বৈয়াকরণ ।	যেব্যাকরণজানে বা পাঠকরে ।
শক্তি ।	ষ্ণীক ।	শাক্তীক ।	যেশক্তিদ্বারা যুদ্ধ করে ।
গ্রাম ।	ণীন ।	গ্রামীন ।	যে গ্রামে জন্মে ।
যজ্ঞ ।	ষ্ণিয় ।	যাজ্ঞিয় ।	যে যজ্ঞের হিতকারী
ইহ ।	ষ্ণিক ।	ঐহিক ।	ইহকালে সুখিত ।
পরত্র ।	ষ্ণিক ।	পারত্রিক ।	পরকালে জাত ।
নগর ।	ষ্ণ ।	নাগর ।	নগরে জাত ।
অহন্ ।	ষ্ণিক ।	আহ্নিক ।	দিবাকৃত্য ।
মথুরা ।	ষ্ণ ।	মাথুর ।	মথুরাহইতে আগত । ইত্যাদি

৬ সূত্র ।

৮ বিকারার্থ সমূহার্থ সম্বন্ধার্থ স্বার্থ ইত্যাদ্যর্থে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয়সকল হয় ॥

অর্থাৎ। ষ্ণি। ষ্ণেয়। ষ্ণ্য। ষ্ণায়ন। ষ্ণিক। ণীয়। ষ্ণীক। ষ্ণ। ষ্ণণ। ণীন। ইয়। এই সকল প্রত্যয় সর্ব্বত্র হইয়াথাকে।

উদাহরণ।

পূর্ব্বশব্দ।	প্রত্যয়।	সিদ্ধপদ।	তদর্থ।
হেমন্।	ষ্ণি।	হৈমি।	স্বর্ণবিকৃতদ্রব্য।
অগ্নি।	ষ্ণেয়।	আগ্নেয়।	অগ্নিবিকৃত।
রাজন্।	ষ্ণ্য।	রাজন্য।	রাজসমূহ।
দেশ।	ষ্ণিক।	দৈশিক।	দেশসম্বন্ধী।
গুরু।	ষ্ণ।	গৌরব।	গুরুত্ব।
দেশ।	ণীয়।	দেশীয়।	দেশসম্বন্ধীয়।
রাজন্।	ক।	রাজক।	রাজসমূহ।
ত্রিলোকী।	ষ্ণ্য।	ত্রৈলোক্য।	ত্রিলোকী।
শিব।	ষ্ণ।	শৈব।	শিবদেবতা যার।
শক্তি।	ষ্ণেয়।	শাক্তেয়।	শক্তিদেবতা যার।

৭ সূত্র।

* ৯ ভাবার্থে ত্ব এবং তা হয়॥

উদাহরণ।

ভদ্র।	ত্ব।	ভদ্রত্ব।	ভদ্রের ভাব।
সাধু।	তা।	সাধুতা।	সাধুর ভাব।

*ত্ব প্রত্যয়ান্ত ক্লীবলিঙ্গ এবং তাপ্রত্যয়ান্ত স্ত্রী লিঙ্গ হয়॥

৮ সূত্র।

১০ বিশিষ্টার্থে মতু হয়। এবং উকারলোপে মত্ ভাগ থাকে ॥

উদাহরণ।

শ্রী	মতু	শ্রীমান্	শ্রীবিশিষ্ট।
বুদ্ধি	মতু	বুদ্ধিমান্।	বুদ্ধিবিশিষ্ট।

৯ সূত্র।

১১ মকারান্ত অবর্ণান্ত এবং বর্গাদ্য চতুষ্টয় বর্ণান্ত শব্দের উত্তর এবং যেশব্দের অন্ত্যাক্ষরের পূর্ব্বে মকার অথবা অবর্ণ থাকে তাহার উত্তর বিশিষ্টার্থে বতু হয়। তাহার উকারলোপে বত্ ভাগ থাকে ॥

উদাহরণ।

পূর্ব্ব শব্দ	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	তদর্থ
কিং	বতু	কিম্বান্	কিম্বিশিষ্ট।
জ্ঞান	বতু	জ্ঞানবান্	জ্ঞানবিশিষ্ট।
বিদ্যা	বতু	বিদ্যাবান্	বিদ্যাবিশিষ্ট।
বিদ্যুত্	বতু	বিদ্যুত্বান্	বিদ্যুদ্বিশিষ্ট।
লক্ষ্মী	বতু	লক্ষ্মীবান্	লক্ষ্মীবিশিষ্ট।
যশস্	বতু	যশস্বান্	যশোবিশিষ্ট।
ভাস্	বতু	ভাস্বান্	ভাসযুক্ত।

১০ সূত্র।

১২ স্রজ্ মেধা মায়া এবং অস্ভাগান্তশব্দের উত্তর বিশিষ্টার্থে বিকল্পে বিন্ হয়। কিন্তু ইন্ভাগান্ত শব্দের ন্যায় পুংলিঙ্গাদিভেদে ব্যবহার হয়।

উদাহরণ।

স্রজ্	। বিন্	। স্রগ্বী	। মালাবিশিষ্ট ।
মেধা	। বিন্	। মেধাবী	। মেধাবিশিষ্ট ।
মায়া	। বিন্	। মায়াবী	। মায়াবিশিষ্ট ।
তেজস্	। বিন্	। তেজস্বী	। তেজোবিশিষ্ট ।

এবং বিকল্পে যথা।

স্রজ্	। বত্	। স্রগ্বান্	।
মেধা	। বৎ	। মেধাবান্	।

১১ সূত্র।

১৩ দ্বি বহু স্বরযুক্ত অবর্ণান্তশব্দের উত্তর বিশিষ্টার্থে ইন্ প্রত্যয় হয়॥

উদাহরণ।

জ্ঞান	। ইন্	। জ্ঞানী	। জ্ঞানবিশিষ্ট ।
শিখা	। ইন্	। শিখী	। শিখাবিশিষ্ট ।

১২ সূত্র।

১৪ সংখ্যাবাচকশব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের স্থানে পূরণার্থে অট হয় কিন্তু টকারলোপে অকারমাত্র যুক্ত হয়।

উদাহরণ।

একাদশন্	অ	একাদশ।	
দ্বাদশন্	অ	দ্বাদশ	ইত্যাদি

১২ সূত্র।

১৪ অন্য সংখ্যাবাচক পূর্ব্বে না থাকে এমত নান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর পূরণার্থে মট এবং ষষ্ঠ্যাদি শব্দের উত্তর তমট হয়। টকারলোপে ম এবং তম ভাগ থাকে।

উদাহরণ।

* পঞ্চন্	ম	পঞ্চম।	
সপ্তন্	ম	সপ্তম।	
অষ্টন্	ম	অষ্টম।	ইত্যাদি
ষষ্টি	তম	ষষ্টিতম।	
সপ্ততি	তম	সপ্ততিতম।	ইত্যাদি

অন্যত্র।

একষষ্টি	অ	একষষ্ট	
দ্বাষষ্টি	অ	দ্বাষষ্ট	ইত্যাদি

১৩ সূত্র।

১৫ চত্তর্ এবং ষষ্ শব্দের উত্তর পূরণার্থে থট হয়। টকারলোপে থ থাকে।

---

* অত্র ম পরে নকার লোপ হইল।।

উদাহরণ।

চত্তর্ । থ । চত্তুর্থ ।
ষষ্ । থ । ষষ্ঠ । ইত্যাদি

১৪ সূত্র।

১৬ সংখ্যাবাচকশব্দের উত্তর প্রকারার্থে ধা হয়। এবং অবয়বার্থে তয়ট এবং দ্বি ও ত্রি শব্দের ইকারস্থানে অয় হয়। টকারলোপে তয় থাকে॥

উদাহরণ।

দ্বি । ধা । দ্বিধা । দ্বিপ্রকার ইত্যর্থ ।
ত্রি । ধা । ত্রিধা । ত্রিপ্রকার ইত্যর্থ ।
ত্রি । তয় । ত্রিতয় । ত্র্যবয়ব ইত্যর্থ ।
চত্তর্ । তয় । চত্তুষ্টয় । চত্তরবয়ব ইত্যর্থ ।
দ্বি । অয় । দ্বয় । দ্ব্যবয়ব ইত্যর্থ ।
ত্রি । অয় । ত্রয় । ত্র্যবয়ব ইত্যর্থ ।

১৫ সূত্র

১৭ বিশেষণবাচক পদের উত্তর উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষার্থে তর প্রত্যয় হয় এবং অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষার্থে তম প্রত্যয় হয়।

উদাহরণ।

শুভ্র । তর । শুভ্রতর।
শুভ্র । তম্ । শুভ্রতম।

১৬ সূত্র।

১৮ গুণবাচক পদের উত্তর পূর্ব্বার্থে ইষ্ঠ এবং ঈয়সু এবং ভাবার্থে ইমন্ প্রত্যয় হয়। এবং ইহাতে পদের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয় ও ঈয়সুর উকারলোপে ঈয়স্ ভাগ থাকে।

উদাহরণ।

লঘু । ইষ্ঠ । লঘিষ্ঠ।

* লঘু । ঈয়সু । লঘীয়ান্।

† লঘু । ইমন্ । লঘিমা ।

মৃদু । ইমন্ । মৃদিমা । ইত্যাদি

১৭ সূত্র।

১৯ অল্পার্থে এবং বহ্বর্থে শস্ হয়।

ভূরি । শস্ । ভূরিশঃ।

অল্প । শস্ । অল্পশঃ।

ক্রম । শস্ । ক্রমশঃ ।

স্তোক । শস্ । স্তোকশঃ। ইত্যাদি

---

* অত্র অন্ত্য সস্থানে ন এবং নকারপরে অকার স্থানে আকার হইল ।। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে লঘীয়সী ইত্যাদি ।

---

† অত্র নকার লুপ্তহইল ও অকারের বৃদ্ধি আকার হইল।

১৮ সূত্র।

২০ তাদাত্ম্যার্থেময়ট্। টকারেৎ হয়।

উদাহরণ।

বিষ্ণু । ময় । বিষ্ণুময়। বিষ্ণ্বাত্মকইত্যর্থ।
বাক্ । ময় । বাঙ্ময় ।বাক্যাত্মক ইত্যর্থ।

১৯ সূত্র।

২১ পদের উত্তর বিভক্তিস্থানে তস্ প্রত্যয় হয়॥

উদাহরণ।

সর্ব্ব । তস্ । সর্ব্বতঃ ।
উভয় । তস্ । উভয়তঃ ।
স্ব । তস্ । স্বতঃ ।
পর । তস্ । পরতঃ । ইত্যাদি

২০ সূত্র।

২২ সাম্যার্থে অব্যয় বৎ শব্দযুক্তহয়॥

পূর্ব্ব । বৎ । পূর্ব্ববৎ।
তদ্ । বৎ তদ্বৎ তত্তুল্য ইত্যর্থ। ইত্যাদি

২১ সূত্র।

২৩ উৎপন্নার্থে শব্দের অন্ত্য অকারস্থানে ইত প্রত্যয় হয়॥

উদাহরণ।

ফল । ইত । ফলিত। ফল যার জন্মিয়াছে।

২২ সূত্র ।

২৪ অনেক সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর এবং বহু শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তিস্থানে ত্র হয় এবং প্রকারার্থে থা হয় ॥

উদাহরণ ।

সর্ব্ব ।	ত্র ।	সর্ব্বত্র ।	
সর্ব্ব ।	থা ।	সর্ব্বথা ।	সর্ব্বপ্রকারে ইত্যর্থ
অন্য ।	ত্র ।	অন্যত্র ।	
অন্য ।	থা ।	অন্যথা ।	অন্যপ্রকারেইত্যর্থ ।
উভয় ।	থা ।	উভয়থা ।	
বহু ।	ত্র ।	বহুত্র ।	ইত্যাদি
তদ্ ।	ত্র ।	তত্র ।	
যদ্ ।	ত্র ।	যত্র ।	

২৩ সূত্র ।

২৫ কতকগুলি শব্দ পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে প্রত্যয়গত নাহইয়া ব্যবহারাধীন নিষ্পন্ন হয় ॥

উদাহরণ ।

পূর্ব্বশব্দ ।	সিদ্ধপদ ।	তদর্থ ।
কিম্ ।	কুতঃ ।	কোথাহইতে ইত্যর্থ ।
কিম্ ।	ক্ব । কুত্র ।	কোথায় ইত্যর্থ ।
ইদম্ ।	ইতঃ ।	ইহাহইতে ইত্যর্থ ।

ইদম্ । ইহ । এখানে । ইহাতে ইত্যর্থ ।
এতদ্ । অতঃ । ইহাহইতে ইত্যর্থ ।
। অত্র । ইহাতে ইত্যর্থ ।
ইদম্ । ইদানীং । এক্ষণে ইত্যর্থ ।
সর্ব্ব । সর্ব্বদা । সদা । সর্ব্বকালে ইত্যর্থ ।
যদ্ । যদা । যেকালে ইত্যর্থ ।
তদ্ । তদা । তদানীং । তৎকালে ইত্যর্থ ।
পুর । পুরস্তাৎ । পুরঃ । অগ্রে ইত্যর্থ ।
অধঃ । অধস্তাৎ । অধঃ । নীচে ইত্যর্থ ।
পর । পরস্তাৎ । পরে ইত্যর্থ ।
ইদম্ । অদ্য । আজি ইত্যর্থ ।
সমান । সদ্যঃ । সমদিনে ইত্যর্থ ।
কিম্ । কদা । কদাচিৎ । কদাচ ইত্যর্থ ।

২৪ সূত্র ।

২৬ অদ্যাদি দক্ষিণাদি আদ্যাদি শব্দের উত্তর ভবাদ্যর্থে । তন । ত্য । ম । এইপ্রত্যয় সকল ক্রমে হয় । ভব উৎপত্তি ইত্যর্থ ।

উত্তর ।

ক্রমে অর্থাৎ অদ্যাদি । তন ।
দক্ষিণাদি । ত্য ।
আদ্যাদি । ম ।

অত্র ত্য প্রত্যয়পরে আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় ॥

উদাহরণ।

অদ্যাদি।

অদ্য। তন। অদ্যতন। আজিভব ইত্যর্থ

হ্যস্। তন। হ্যস্তন।

সদা। তন। সদাতন।

সনা। তন। সনাতন। ইত্যাদি।

দক্ষিণাদি।

দক্ষিণ। ত্য। দাক্ষিণাত্য। দক্ষিণে ভব ইত্যর্থ।

পাশ্চাৎ। ত্য। পাশ্চাত্য। ইত্যাদি।

আদ্যাদি।

আদি। ম। আদিম। আদিভব ইত্যর্থ।

মধ্য। ম। মধ্যম।

চর। ম। চরম।

অন্ত। ম। অন্তিম। ইত্যাদি

২৫ সূত্র।

২৭ ইষ্ঠ ঈয়সু প্রত্যয়পরে মতু। বতু। বিন্। তৃ ইত্যাদি প্রত্যয়ের লোপ হয় ॥

অন্তিম অগ্রিম পশ্চিম ইহাদের অন্ত্য অ আস্থানে (ই) হয় পশ্চাৎ শব্দের তকারের লোপ হয় ॥

উদাহরণ।

মতিমৎ । ইষ্ঠ । মতিষ্ঠ ।
মেধাবিন্ । ইষ্ঠ । মেধিষ্ঠ ।
কর্ত্তৃ । ইষ্ঠ । করিষ্ঠ । ইত্যাদি
ইতিতদ্ধিতপ্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

অথ কৃদন্ত প্রকরণ।

১ কৃৎপ্রত্যয়পরে ধাতুর অন্ত্যস্বর এবং অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বস্থিত হ্রস্বস্বরের গুণ হয়। ও ণকারেৎ এবং ঞকারেৎ প্রত্যয়পরে ধাতুর কেবলঅন্ত্য স্বরের বৃদ্ধি হয়। ও ঘকারেৎ প্রত্যয়পরে ধাতুর অন্ত্য চ, জ, স্থানে ক, গ, হয় এবং পকারেৎ প্রত্যয়পরে ধাতুর অন্ত্যহ্রস্বস্বরের উত্তর তকার আদেশ হয় ॥

২ সংস্কৃত প্রসিদ্ধ কৃ, ভূ, শী, প্রভৃতিধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ভবিষ্যদর্থে তব্য। অনীয়। য। ঘ্যণ। ক্যপ। প্রত্যয় হয় ॥

৩ কর্ত্তৃবাচ্যে যোগ্যবর্ত্তমানার্থে তৃ, ণক, ণিন্, প্রত্যয় হইয়াথাকে ॥

৪ কর্ত্তৃভিন্ন কারকবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ঘঞ। অ। অনট। প্রত্যয় হয়।

কৃদন্তপ্রকরণ।

৫ এবং ভাববাচ্যে ক্তি, ও কর্ত্তৃবাচ্যে ভাববাচ্যে ক্ত, প্রত্যয় হয়। এই দুই প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্য নকারাদি বর্ণের লোপ হয়। এবং গুণ বৃদ্ধি হয় না।

৬ বর্ত্তমানার্থে কর্ত্তৃবাচ্যে অতৃ, এবং কর্ত্তৃবাচ্যে ও কর্ম্মণিবাচ্যে আন, প্রত্যয় হয় আনপরে ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে, শ, এবং কর্ম্মণিবাচ্যে য, এবং শপরে ম আদেশ হয়।।

৭ এই সকল প্রত্যয়ের। ঘ। ক। প। ণ। ঞ। ট। ঋ। ইৎ যায় অর্থাৎ এইসকল বর্ণ থাকেনা। তাহাতে ঘ ইৎগিয়া চ। জ। স্থানে ক। গ। হয়। কইৎ গিয়া গুণ। বৃদ্ধি হয়না। পইৎ গিয়া। ত্ আদেশ হয়। ণ। ঞ। ইৎ গিয়া বৃদ্ধি হয়। ট। ঋ। ইৎ গিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার যোগ হয়।।

উদাহরণ।।

ধাতু	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	
কৃ	তব্য	কর্ত্তব্য	ইত্যাদি।
কৃ	অনীয়	করণীয়	
ভূ	য	ভব্য	
কৃ	ঘ্যণ	কার্য্য	
কৃ	ক্যপ্	কৃত্য	

এইসকল কর্ম্মণিবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে হয়।।

কৃদন্ত প্রকরণ ।
কর্তৃবাচ্যে ॥

ধাতু । প্রত্যয় । সিদ্ধপদ ।
কৃ । তৃ । কর্ত্তা । ইত্যাদি ।
ঐ । ণক । কারক ।
ঐ । ণিন্ । কারী ।

ভাববাচ্যেত্যাদি ॥

কৃ । ঘঞ । কার ।
ঐ । অ । কর ।
ঐ । অনট । করণ ।

ভাববাচ্যে ॥

কৃ । ক্তি । কৃতি ।

কর্ম্মণিবাচ্যে ॥

কৃ । ক্ত । কৃত ।

কর্তৃবাচ্যে ॥

পচ । অতৃ । পচৎ ।
ঐ । আন । পচমান ।

কর্ম্মণিবাচ্যে ॥

কৃ । আন । ক্রিয়মান । ইত্যাদি ।

ঘকারেৎযথা ॥

বচ । ঘ্যাণ । বাক্য । বাচ্য ।

কৃদন্তপ্রকরণ।

পাচ	।	ঘঞ	।	পাক		।	
ভুজ	।	ঐ	।	ভোগ		।	
ঐ	।	ঘ্যণ	।	ভোগ্য	।	।	ইত্যাদি।

পাকারেৎযথা ।।

কৃ	।	ক্যপ	।	কৃত্য	।	
নৃ	।	ঐ	।	নৃত্য	।	ইত্যাদি।

ট ঋকারেৎ যথা।

স্ত্রীলিঙ্গে ।।

ভূষ	।	অনট।		ভুষণী।		
পাচ	।	অতৃ।		পাচন্তী।		ইত্যাদি

নকারাদির লোপ যথা।

মন	।	ত	।	মত	।			
গম	।	ত	।	গত	।			
মন	।	তি	।	মতি	।			
গম	।	তি	।	গতি	।		ইত্যাদি।	

৮ এবং তব্য, তৃ, ত, এই তিন প্রত্যয় পরে কোন২ ধাতুর উত্তর ইকার আদেশ হয়। এবং কোন ধাতুর উত্তর কোন২ স্থানে হয় না। ও কোন২ স্থানে হয় এবং ঐ ইকারপরে পূর্ব্বের গুণও হয় ।।

রচনা প্রকরণ ॥

ক্রিয়াপদের মধ্যস্থানে যথাসংলগ্ন নিবিষ্ট হইয়া থাকে ॥

উদাহরণ।

তত্র কেবল কর্ত্তা এবং ক্রিয়া।

রামহরি জাগিয়াছেন এবং হলধর শুইলেন ইত্যাদি।

কর্ত্তা ও কর্ম্মযুক্তক্রিয়া।

হরিহর আমারদিগকে কহিলেন এবং সদুপদেশ দিলেন ইত্যাদি ॥

বিশেষণযুক্তকর্ত্তা ও কর্ম্মযুক্ত ক্রিয়া।

এক সভ্যব্যক্তি আমাকে সদুপদেশ সবিশেষ কহিতেছিলেন কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ইত্যাদি ॥

অসমাপিকাযুক্ত সমাপিকা।

তিনি তাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনেক মঙ্গলচেষ্টা করিয়াছিলেন ॥

ষষ্ঠ্যন্তপদযুক্ত কর্তৃ ক্রিয়াদি।

তিনি আমার পুত্রের বিবাহের পর স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব তাঁহার নিকটে আপনি তাবদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। ইত্যাদি ॥

রচনা প্রকরণ ॥

বিধেয়তারূপ বিশেষণ ।

বর্ত্তমান রাজ্যাধিকারী অতিবিজ্ঞ ও প্রজাপ্রতি-পালক ও সদসদ্বিবেচক অতএব এক্ষণে দেশের মঙ্গলসম্ভাবনা ॥

নানাপদের সঙ্কলন ।

তিনি আপন ভদ্রতাপ্রকাশপূর্ব্বক স্বীয়চেষ্টা-দ্বারা বাটীহইতে তাহাকে তত্র আনাইয়া শিক্ষা-লয়ে শিক্ষাপ্রদানার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তত্রস্থ মহাশয়েরাও তাহার প্রতি কৃপা করিয়া তদুপদেশদানে এবং পুরস্কারপ্রদানে বিশেষ যত্নপ্রকাশ করিয়াছেন ॥

প্রকারান্তর ।

এই ক্ষণকার শ্রীযুক্ত অধ্যক্ষ মহাশয়, এক্ষণে সতত বিজ্ঞ স্বজনজনাবৃত সদালাপরত নিন্দিতকর্ম্ম বি-রত হইয়া যাদৃশ বিশিষ্ট শিষ্ট মধ্যে গণ্য হইয়া-ছেন পূর্ব্বে কিন্তু তদ্রূপ ছিলেন না । তাহা পূর্ব্বকৃত কার্য্যানুসন্ধানদ্বারাই অনুভবসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইত্যাদি ॥

পদ্যপ্রকরণ ।

পদ্যনির্দ্দেশ ।

২ বাক্য ছন্দোরীত্যনুসারে ছন্দোযুক্ত হইলে তাহাকে পদ্য কহাযায় । এবং ঐ পদ্য প্রকার-

পদ্যপ্রকরণ ॥

ভেদে পয়ার ত্রিপদী চৌপদী তোটক প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্যবহার হইয়াথাকে কিন্তু কর্ত্তাদি কোন পদের নির্দ্ধারিত স্থান নিরূপিত হয়না কেবল ছন্দোনুরোধে যেকোন স্থানে নিবেশমাত্র হয়। ইতি

পদ্যরচনারীতি।

ছন্দোবিহিত বাক্যসমুদায়, দুই প্রধান২ অংশে মিলিত হইলে এক প্রধান পদ্য হয়। ঐ অংশদ্বয়, পাদ বা পাদ অথবা চরণ বলিয়া বিখ্যাত। তাহাতে পদ্যবিশেষে ঐ পাদদ্বয়মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপেও কতিপয়পদ ব্যবহার করাযায়। কিন্তু প্রত্যেক পদে অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গপদে অন্ত্যাক্ষরে ঐক্য বা মিলন অর্থাৎ একজাতীয়স্বর অথবা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। ঐ পদ্যসমুদায় কতিপয় প্রধান প্রচলিতনামে চলিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহাতে যেরূপ বর্ণাবলীযুক্ত পদাবলী। তাহাদের স্বর সুর সম্বলিত প্রয়োগহেতুক স্থানে২ প্রভেদ প্রকাশ পায়, তাহাতে সন্দেহ করিয়া ভেদস্বীকার করণীয় না।

প্রচলিতপদ্যসমুদায়েরনাম।

পয়ার, ত্রিপদী, ভঙ্গত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, চতু-

পদ্য প্রকরণ ॥

পদী, তোটক, একাবলী, মালঝাপ, চামরচ্ছন্দঃ পঞ্চচামরছন্দঃ ভুজঙ্গপ্রয়াত, ইত্যাদি এই সকল ছন্দের যেরূপ নিয়ম ছন্দোগ্রন্থরীত্যনুসারে তত্তন্নিয়মসম্বলিত তত্তচ্ছন্দে তত্তচ্ছন্দের লক্ষণনির্দ্দেশ করাগেল। মনোযোগপূর্ব্বক বিশেষাবধারণ করিলে ইহার বিশেষ বিশেষাবগতি হইবে।

তত্রপ্রথমতঃ পয়ারছন্দে পয়ার লক্ষণ।

পয়ারে কেবল দুই পদব্যবহার। প্রতিপদে বর্ণ চতুর্দ্দশমাত্র তার। হলন্তাদি শব্দভেদে হইলে ব্যত্যয়। স্বরভেদে সেইভেদ তাহে নাহি ভয়।

ইহার উদাহরণ।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয়। তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয়॥

যমকপয়ার লক্ষণ।

কহি যমক পয়ার২। আদিপদে অষ্ট২ অষ্টরূপ যার॥

উদাহরণ।

শুনি চমকিত লোক২। কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥

পদ্যপ্রকরণ ॥

অন্ত্যয়মক পয়ারলক্ষণ ।

অন্তিমযমক যদি কর কোন ঠাঁই । করিবে সমান পাদ অন্ত্যপাদ ঠাঁই ॥

উদাহরণ ।

জিজ্ঞাসিলে বলে আমি কর্ত্তা হই হই ।
এইরূপে মর্ত্ত্যে লোক করে হই হই ।

লঘুত্রিপদীলক্ষণ ।

বর্ণ ছয় ছয়ঃ দুই অঙ্গে হয়ঃ অষ্টবর্ণ যদি শেষ ।
প্রতিপদে যদিঃ এইরূপ বিধিঃ নাম ত্রিপদে বিশেষ ।
কোথাও ললিতঃ খর্ব্ব কদাচিতঃ লঘুনাম কেহ বলে ।
স্বরভেদে ভেদঃ কোথাও অভেদঃ ভ্রমে ভুলনা সকলে ।

উদাহরণ ।

এসুখযামিনীঃ এনবকামিনীঃ আমি এনব যুবক ।
এরসছাড়িয়াঃ পুরায়ে বসিয়াঃ ধ্যানের বয়ে নবক ।

ভুজঙ্গভঙ্গ ত্রিপদীলক্ষণ ।

ভুজঙ্গপাদী কহিঃ আর কিছু ভেদঃ নাহি ।
বর্ণ আট২ঃ দুই খণ্ডে পাঠঃ প্রথম চরণে চাহি ॥

উদাহরণ ।

কোটাল কহে ঃ এনয়ঃ দুয়ারে থাকিতে হয় ।
রাজার নিকটেঃ যাহা রেয়া ঘটেঃ ভারত উচিত কয় ॥

দীর্ঘত্রিপদীলক্ষণ ।

দুইভাগে বর্ণঅষ্ট শেষভাগে দশস্পষ্ট ত্রিপদে ত্রিপদীদীর্ঘ কয় । স্বরভেদে যদি হয় বর্ণসংখ্যাবিপর্য্যয় তাহাতে জানিহ নাহি ভয় ।।

উদাহরণ ।

হইয়া থিরসমন লইয়াগুহগজানন হিমালয়ে চলিল অভয়া । ভারত বিনয়ে কয় এমত উচিত নয় নিষেধ করিয়া কহে জয়া ।।

দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী লক্ষণ ।

আদিপদে দুইপদ হয় বর্ণভেদে কিছু নাহি ভয় দশদশ কুড়িবর্ণ আদিপদে করপূর্ণ অন্তেতে ত্রিপদীসমুদয় ।। ভঙ্গদীর্ঘত্রিপদীতোকয় যাহার প্রথমে ভঙ্গ হয় । স্বরেসুরেউচ্চারণ করিবুঝি সর্ব্বজন আদিপদে ত্রিপদীব্যত্যয় ।।

ইহারউদাহরণ ।

প্রভু মোর গুণের সাগর রসময় রূপের নাগর রসিকের শিরোমণি বিলাসধনেরধনী নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ।।

চতুষ্পাদী লক্ষণ ।

চৌপদী চৌপদে প্রতিপদেপদে বর্ণছয় বাঁধে করিয়াযতন । ত্রিভাগে তাহার বর্ণ একাকার

এইত ইহার মিলের ধরণ। অন্ত্যপদে হয় বর্ণ পাঁচ ছয় স্বরভেদের প্রভেদ ইহার। এইরীতি মত চৌপদীচলিত নাহি তাহে.ভীত হইবে কাহার॥

উদাহরণ।

হেন লয় চিতে রতিবিপরীতে সাধিতে পারিতে ভর নাসহে। সুজনে মিলিত সুজনের চিত এইসে উচিত ভারতকহে॥

মধ্যচতুষ্পাদীলক্ষণ।

চারিপদে চতুষ্পাদী তিনপদে হয় যদি অষ্টঅষ্ট বর্ণ বিধি শেষপদে দশ বর্ণ হয়। এই পাদ্যবিধি ধরি অন্তে২ মিলকরি করিলে হইবে তারি মধ্য চতুষ্পাদী যারে কয়॥

উদাহরণ।

নৃত্যময়ী যন্ত্রযোগে সম্মিলিতা ষড়রাগে আনন্দিত গলভাগে অমর অদৃশ্য রত্নহার। রত্নময়কুণ্ডলে অপরিমে শ্রুতিমূলে মৃগাঙ্ক কলঙ্ক ছলে লুকাইল অঙ্গ আপনার॥

দীর্ঘচতুষ্পাদী লক্ষণ।

যদিগো অক্ষর অধিক থাকে কহিবে চৌপদী. দীর্ঘ তাহাকে দশ২ দশ ত্রিভাগে রাখে কোথাও.

এগারো করিয়া। কাহার অষ্ট শেষেতে রয় কাহার শেষে হইবে নয় করিতে চৌপদী নাহিক ভয় রীতিমত বর্ণ রাখিয়া॥

উদাহরণ।

বান্ধুলী পিয়লী মালতী জাতী কুন্দকৃষ্ণকেলী দনারপাতি গোলাব সেউতী দেশী বিলাতি আচিকুর চির জালিকা। ধুতুরা অতসী অপরাজিতা চন্দ্রসূর্য্য মুখী অতি শোভিতা ভারত রচিতা ফুল কবিতা কবিতা রসে রসালিকা॥

তোটকছন্দোলক্ষণ।

চরণে, দ্ব্যধিকা,ক্ষর প,ঙ্ক্তিদশ। গুরুব,র্ণতৃতী, য়পরে, ক্রমশঃ। করিবে, সকলে, ধরিয়া, নিয়ম। হইবে, সব তো,টকছ,ন্দসম॥

উদাহরণ।

রতিরঙ্গরণে মাতিলা দুজনে। দ্বিজভারততোটকছন্দভণে॥

একাবলী লক্ষণ।

একাদশাক্ষর যেপাদে থাকে। একাবলীনামদিবে তাহাকে॥

ইহারউদাহরণ।

বিনয় বাক্যেতে করিল বশ। অগস্তত্তরোষ উদয়রস॥

মালঝাঁপ অথবা ললিতঝাঁপ লক্ষণ ।।

চারিচারি বর্ণসারি মিলকরি থাকে ।
কহিশেষ সবিশেষ দুইশেষ রাখে ।
চৌদ্দযার বর্ণহার তারভার কিসে ।
এইমত শতশত করেকত দেশে ।
মালেকিম্বা ললিতেবা ঝাঁপদিবা অন্তে ।
এইনাম পরিণাম কহিলাম জান্তে ।

উদাহরণ ।

ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ ।
পরিণাম হরিণাম আরকাম পাশ ।

চামরছন্দোলক্ষণ ।

চামরাখ্য ছন্দবন্ধ নামতার রাখিবে । সপ্তযুগ্ম সপ্তহ্রস্ব অষ্ট দীর্ঘ বর্ণিবে । সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টসপ্ত বর্ণ সংখ্যা জানিবে । যত্নেহরীতি ভিন্ন নামভিন্ন দেখিবে

উদাহরণ ।

ভট্টকোকহে মহীপ চিত্তমোদনায়কে । লাওনে চলে মশান ভারতী বনায়কে ।।

পঞ্চচামরছন্দ ।

দ্বিতীয়দীর্ঘ বর্ণিবে যুগেযুগাক্ষরাক্ষরে । নিতান্ত ষোড়শাক্ষরে মিলীতপঞ্চচামরে ।

উদাহরণ।

বিলোল লোচনাঞ্চলেন শান্তরক্ত পারদে। প্রঃ সীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি সম্পদে।

ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দ।

চতুঃ সপ্তবর্ণে দশাদ্যে বিহারি ভুজঙ্গ প্রয়াতে হবে হ্রস্বচারি। ভুজঙ্গপ্রয়াতে করে বার বর্ণ। বিশেষে তদন্তে দিয়াদির্ঘ পুর্ণ।

উদাহরণ।

ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহেভারতীদে সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে।

তুণকছন্দোলক্ষণ।

চারিচারি বর্ণসারি সপ্তশেষ রাখিবে।
যুগ্মহ্রস্ব যুগ্মহ্রস্ব সপ্তহ্রস্ব থাকিবে।
অষ্টসপ্ত বর্ণকপ্ত সর্ব্বশুদ্ধ পাইবে।
যুগ্মবন্ধ এই ছন্দ তুণকাখ্য জানিবে।

ইহার উদাহরণ

ইমলদক্ষ ভুতযক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তুণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে।
ইতিপাদ্য প্রকরণে পাদ্যরচনারীতি সমাপ্ত ॥

রচনারীত্যনুসারে বিভক্ত্যাদি পরিবর্ত্তন।

১ অনুক্ত কর্তৃ পদে তৃতীয়া এবং ষষ্ঠী হয়।

এই নিয়ম কহাগিয়াছে কিন্তু তাহাতে কখনং পঞ্চমীও হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

সেই বিজ্ঞ হইতে প্রতারিত হইব। অর্থাৎ তৎ- কর্তৃক ইত্যাদি।

২. কর্তৃবাচ্যে উক্তপদে প্রথমা হয় কিন্তু ভাষা মতে তৃতীয়াও সপ্তমীও হইয়াথাকে।

উদাহরণ।

ধনেতে তাহাকে মত্ত করিয়া রাখিয়াছে। এবং পাপেতে ভোগহইতেছে মূর্খেবকে পণ্ডিতে সহ্য- করে। ইত্যাদি।

৩ পূর্ব্ববাক্যস্থ কর্ত্তা বাক্যান্তর ব্যবধানসত্ত্বেও পরবাক্যের ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়।

উদাহরণ।

এক পণ্ডিত যাত্রা করিয়া রাজ সভাতে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন, যে রাজমন্ত্রী কোন বিজ্ঞ বিচক্ষণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া স্বীয়াপমানে সভা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ইত্যাদি

৪ কোনস্থানে ক্রিয়াপদের নির্দ্দেশ থাকেনা কিন্তু উদ্দেশমাত্রথাকে অর্থাৎ অধ্যাহার করিতে হয়।

উদাহরণ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রতাপে আদিত্যতুল্য বিক্রমাদিত্য সভাস্থ নবরত্ন সদৃশ পণ্ডিতরত্নযুক্ত ইত্যাদি

৫ যখন চতুমর্থা অসমাপিকাক্রিয়ার উত্তরহওনার্থ ক্রিয়ার প্রয়োগহয়। তখন তাহাতে কর্তৃবাচ্যের কর্তৃপদে দ্বিতীয়া অথবা ষষ্ঠীহইয়াথাকে

উদাহরণ।

তাহার আমাকে কহিতে হইবে। এবং আমাকে অপেক্ষাকরিতে হইল। প্রতিদিন তাহাকে বিদ্যালয়ে যাইতেহয়। ইত্যাদি

৬ কোনস্থানে কর্ম্মপদে এবং সংপ্রদান পদে সপ্তমী বিভক্তি হয়॥

উদাহরণ।

তাহার হাতেধরিলাম। তথাপি কিছুহইলনা। ককেকাক পণ্ডিত শ্রীহর্ষে হর্ষযুক্তকরিয়া গৃহগমনার্থ অনুমতি দিলেন। ইত্যাদি।

এবং আমার সর্ব্বস্ব তোমায় দিলাম। তোমার ও যাহা আছে আমায় দেহ। ইত্যাদি

৭ কখন২ এক বাক্য অন্যবাক্যান্তর্গত সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ॥

উদাহরণ ।

আমি কহিতেছি তোমরা দীন ক্ষীণ সাহসহীন সকলের প্রতি সদয় হইবে । ইত্যাদি ।

৮ পূর্ব্ববাক্য পরবাক্যস্থ সর্ব্বনাম দ্বারা পূর্ব্ব-বর্ত্তি সংজ্ঞাপদের স্বরূপ হয় । এবং তাহাতে নানাবিভক্তির সম্ভাবনা হইয়াথাকে ।

উদাহরণ ।

দেশান্তর গমন করিলে বিবিধ মনোহর দ্রব্য দেখিতেপায় ও নানা প্রকার উপভোগ ভোগক-রে । ইহা শ্রবণে তাহার দেশান্তরে গমনোৎসাহ জন্মিল । ইত্যাদি ।

এক ব্যক্তি তাহার পুত্রের প্রতি কহিলেন যে না-না দেশীয় ভাষাশিক্ষা করিলে সর্ব্বত্র মান্য হয় তাহাতে তাহার বিদ্যাভ্যাসের যত্ন হইল । ইত্যা-দি ।

অনবরত তত্ত্ব জ্ঞানান্বেষণ করিলে ক্রমশঃ মা-নস উল্লসিত হইবে । ইহাতে তিনি মনোভিনি-বেশ করিলেন । ইত্যাদি

৯ সকর্ম্মকক্রিয়াপদ কর্ম্মশূন্য হইলে সর্ব্বদাই তাহার পরে যেশব্দের প্রয়োগ হয়। এবং কোন ক্রিয়াপদের বিশেষ তাৎপর্য্য পরে ব্যক্ত হইলেও ঐশব্দের ব্যবহার হয়॥

উদাহরণ।

তিনি কহিলেন, (যে) তোমরা বিদ্যাভ্যাসে যত্ন কর। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি তাবৎ অভ্যাস করিয়াছ। ইত্যাদি

এবং তদবিষয়ে তিনি এমত উৎসাহী ছিলেন যে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে উদ্যত।

তাহাকে এই যথেষ্ট কহিলাম, যে উত্তরকালে এরূপ করিলে তোমার এরূপ ভাব থাকিবে না ইত্যাদি

১০ সর্ব্বনামে যদ্শব্দ এবং তদ্শব্দ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষপ্রযুক্ত সর্ব্বদাই পরস্পরের অপেক্ষা করে। তাহাতে কেবল তাহাদের বিভক্তির নানা প্রকার ভেদ হইয়াথাকে কিন্তু লিঙ্গ সংখ্যাদির নিয়তানুগম অন্যথা হয়না অর্থাৎ একলিঙ্গ এক-সংখ্যক ইত্যাদি হইয়াথাকে॥

উদাহরণ।

যিনি সর্ব্বদা পরোপকারে এবং অনিষ্টবিষয়ে

রত হইয়া মৌখিক মধুরবচনদ্বারা আত্মীয়তা প্রকাশ করেন তাহাকেই প্রবঞ্চক বা প্রতারক কহাযায়।

তিনি ঐ বসিয়াছেন যিনি পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। যদ্দ্বারা তোমার এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ পদে২ ঘটিতেছে তাহারপ্রতি তোমার এতাদৃশ বিশ্বাস কি আশ্চর্য্য।

রাজা অত্যন্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া যেরূপ কহিলেন তাহাতে আমার চিত্ত আর্দ্র হইল ইত্যাদি

১১ অসমাপিকাক্রিয়া যে২ সমাপিকাক্রিয়াকে আকাঙ্ক্ষা করে তাহার সহিত পরস্পর সর্ব্বত্র এক-কর্তৃত্ব থাকে না।

উদাহরণ।

তিনি তাহা না করিতে২ আমি প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত হইব। তোমার ইতিহাস সমাপ্ত হইলে আমি আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তিনি আইলে তথায় আমি যাইতে পারি ইত্যাদি

১২ কর্ত্রাদি বিভক্ত্যন্তপদ এবং অন্যান্য সকল পদ বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে উক্তিবিশেষে বিশেষ হইয়া উক্ত হয়। অর্থাৎ যখন যাহার উক্তির আবশ্যক তখন তাহাকে অগ্রে স্থাপিত করাযায়। ইতি

উদাহরণ ।

বাড়বাগ্নি সমুদ্রমধ্যে এক্ষণে প্রবলতর হইয়াছে
আমাকে গঙ্গাসন্দর্শন করাইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন ।
ইহাশ্রবণ করিয়া গুরু কহিলেন সাধুরে সাধু ।
তদ্দ্বারা আমি কৃতকার্য্য হইলাম ।
তাহাতে আমার আর শঙ্কা নাই ।
ঐ ব্যক্তিকে আমি কিছু পুরস্কার দিব । তাহা-হইতে আমি জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি শুনিয়াছি যে তাঁহার শ্রীচরণদর্শনপূর্ব্বক মহাশয় অত্যন্ত আহ্লাদযুক্ত হইয়া অনেক স্তুতি প্রণতি করিয়াছেন
বাল্যাবস্থায় বিদ্যাবিষয়ে প্রায় অনেকের মনো-যোগ থাকে না ।
কেবল তোমার তাহাতে অত্যন্ত আস্থা আছে ।
এখন কিকরিব পূর্ব্বে আপনার পথ আপনি নষ্ট-করিয়াছি ।
কেমন মহাশয় এরূপ কি আর হয়না ।
যদি বলেন তবে প্রবর্ত্ত হই । নতুবা পারিনা ।
তোমার আশয়ে আমার এতদিন গেল ।
ভাল যদি কর্ম্ম সফল হইত হানি ছিলনা । এক্ষণে দুইদিক গেল কিকরিব ।

ফলতঃ তোমায় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।
জানি কি তুমি ভালকে মন্দ করিতে পার।

১৩ ছন্দোনুরোধে পদ্যমধ্যে এবং ব্যবহারাধীন কথোপকথনে অনেকস্থানে লক্ষণ সিদ্ধ প্রসিদ্ধ পদের ব্যত্যয় হয় (অর্থাৎ ক্রিয়াপদের ইকার লুপ্ত এবং আকার থাকিলে তাহাস্থানে একার হইয়া তদ্বর্ণে যুক্ত হয়)।

যেমন। হইতে এস্থানে ইকারলোপে (হতে) ব্যবহার হয়।

খাইতে। যাইতে। পাইতে। ইত্যাদিস্থলে
খেতে। যেতে। পেতে। ব্যবহারহয়।
এবং হইল। হইলে। পাইলে। এস্থলে
হল। হলে। পেলে।
খাইলাম। পাইলাম। হইবে। এস্থলে।
খেলাম। পেলাম। হবে।
আনিতে। জানিতে। মারিতে। এস্থলে
আন্তে। জান্তে। মার্ত্তে।
রাখিতে। রাখিব। ইত্যাদি স্থলে।
রাখ্তে। রাখ্ব। ইত্যাদিহয়।

অর্থান্বয়প্রকরণ।

১ অন্বয় অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধযুক্তপদের স্বস্ব-

নিরূপিত ভেদসম্বলিত ব্যক্তি সংখ্যাদি সম্বন্ধের বিশেষ ব্যক্তীকরণ ইত্যর্থ ।

২ তত্র প্রথমত পদ সমুদায়নির্দ্দেশ অর্থাৎ যাবৎ পদের নাম সঙ্কলন । সংজ্ঞা, সর্ব্বনাম, বিশেষণ, উপসর্গ, অব্যয়, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ পদ ইত্যাদি ।

৩ সংজ্ঞাপদে । নাম বা সংজ্ঞা, ভাববাচক, ক্রিয়াবাচকভেদ, সামান্য প্রকৃতভেদ, লিঙ্গ, ব্যক্তি, সংখ্যা ও কর্ত্রাদি কারক ভেদ, এবং তন্নিয়মিত বিভক্তি ও পরস্পার সম্বন্ধ, এবং কর্ত্তা ও কর্ম্মকারকের যেং ক্রিয়ার সহিত অন্বয়, ইত্যাদি অবশ্য বক্তব্য এবং ইহার অন্তর্গত যদি কোন সমাস থাকে তবে তাহারও নির্দ্দেশ কর্ত্তব্য ইতি ।

৪ সর্ব্বনাম পদে । অস্মদাদি, বিশেষণ, সংখ্যাবাচক ভেদ এবং অস্মদাদি সর্ব্বনাম পদে সংজ্ঞাবৎ লিঙ্গ সংখ্যাদি তাবদ্বিশেষ বক্তব্য এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি বিশেষ্যের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য । কিন্তু বিশেষণাদি সর্ব্বনাম পদে বিশেষণবৎ তাবদ্বিশেষ বক্তব্য এবং কোনং প্রকৃত শব্দহইতে ইহারা উৎপন্ন তাহার নির্দ্দেশও কর্ত্তব্য ।

৫ বিশেষণপদে । স্বরূপ, তরপ্রত্যয়ান্ত, ও তম-প্রত্যয়ান্ত ভেদ, এবং বিশেষ্য ধর্ম্মিতাহেতুক বিশেষ্যানুযায়ি লিঙ্গ ব্যক্তি সংখ্যা বিভক্তি ভেদ ও তাহার বিশেষ্যের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য ।

৬ উপসর্গ । অব্যয়ান্তর্গত অতএব তৎস্বরূপ নির্দ্দেশমাত্র বক্তব্য ।

৭ অব্যয়শব্দে । অর্থভেদান্তর্গত ভেদমাত্র গ্রাহ্য

৮ ক্রিয়াপদে । সাধারণী প্রেরণী ভেদ, সকর্ম্মক অকর্ম্মক দ্বিকর্ম্মকভেদ, সমাপিকা অসমাপিকা ভেদ, এবং কর্তৃবাচ্য কর্ম্মণিবাচ্য ভাববাচ্যভেদ এবং সমাপিকাপদে বাচ্যানুসারে কর্তৃকর্ম্ম নিষ্ঠ ব্যক্তিসংখ্যাভেদ, অষ্টপ্রকার কালের অন্যতম ভেদ বক্তব্য এবং কর্তৃকর্ম্ম ব্যবহিতত্বহেতুক কর্ত্তা অথবা কর্ম্মপদের নির্দ্দেশ করাকর্ত্তব্য ইত্যাদি এবং অসমাপিকাপদে ক্রিয়াভেদ কহিয়া চতুর্থ্যর্থাদি প্রত্যয়ভেদ বক্তব্য এবং সমাপিকা ক্রিয়াবলম্বনহেতুক সমাপিকা ক্রিয়ানির্দ্দেশ করাকর্ত্তব্য ইত্যাদি ।

৯ ক্রিয়াবিশেষণপদে । দৈশিকাদিভেদ এবং নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ এবং অন্তর্গত যে কোন সমাস থাকে তাহা বক্তব্য ইতি ।

পূর্ব্বোক্ত পদসকলের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১ সেই নারী পূর্ব্বে আমাকে ইহা বলিয়াছেন।

অন্ত্র। সেই। বিশেষণ সর্ব্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়-ব্যক্তির একবচন ইহাতে প্রথমা বিভক্তি কারণ ইহার বিশেষ্য নারী এবং তদ্‌শব্দহইতে উৎপন্ন।

নারী। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক ইহাতে প্রথমা বিভক্তি এবং ইহার ক্রিয়া " বলিআছেন,, ।

পূর্ব্বে। কালিক ক্রিয়াবিশেষণ ইহার ক্রিয়া " বলিয়াছেন "।

আমাকে। অস্মদাদি সর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ প্রথম ব্যক্তির একবচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ও অস্মদ্‌শব্দহইতে উৎপন্ন এবং ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া " বলিয়াছেন "।

ইহা। অস্মদাদি সর্ব্বনাম ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ম্মকারক দ্বিতিয়া বিভক্তি ইদম্‌শব্দ-হইতে উৎপন্ন ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া " বলিয়াছেন " এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি বিশেষ্য " কথা "।

বলিয়াছেন। সাধারণী দ্বিকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃ-বাচ্য ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন হ্যস্তনভূতকাল (কেহ২ এই স্থলে স্বার্থলকার বলে) এবং ইহার কর্ত্তাপদ " নারী ,, । ইত্যাদি।

২ তিনি ঐ বঞ্চককে দূরীকৃত করিয়াছেন ।

অত্র । তিনি । অস্মদাদি সর্ব্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি তদ্‌শব্দ হইতে উৎপন্ন ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি বিশেষ্য "নারী" এবং সমাপিকাক্রিয়া "করিয়াছেন"। ঐ । বিশেষণ সর্ব্বনাম অদস্‌শব্দ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার বিশেষ্য বঞ্চককে ।

বঞ্চককে । বিশেষণীয় বিশেষ্য পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ম্মকারক দ্বিতিয়া বিভক্তি ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া " করিয়াছেন " ।

দূরীকৃত । স্বরূপ বিশেষণ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন দ্বিতিয়া বিভক্তি ইহার বিশেষ্য বঞ্চককে ।

করিয়াছেন । সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির একবচন হ্যস্তন ভূতকাল (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা " তিনি"।

৩ এই রাজপুত্র একণে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেন ।

এই । বিশেষণ সর্ব্বনাম ইদম্‌শব্দ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য " রাজপুত্র " ।

অন্বয় প্রকরণ।

রাজপুত্র। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং রাজার পুত্র 'এইবাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ও ইহার সমাপিকা ক্রিয়া, " হইলেন "।

একক্ষণে। কালিক ক্রিয়াবিশেষণ ইহাতে অধিকরণার্থে সপ্তমী বিভক্তিও হয় এবং ইহার ক্রিয়া " হইলেন "।

প্রাপ্তবয়স্ক। স্বরূপ বিশেষণ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি এবং প্রাপ্তহইয়াছে বয়স্ যৎকর্তৃক এই বাক্যে তৃতীয়ান্ত অতদ্গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি ও ইহার বিশেষ্য, " রাজপুত্র "।

হইলেন। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্যক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অদ্যতন (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা, " রাজপুত্র "।

৪ এক সতী যুবতী, পতি বিরহে জ্ঞানশূন্যা হইয়া ধরণীতে পতিতা হইয়াছিলেন।

এক। সংখ্যাবাচক সর্ব্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য, " যুবতী "

সতী। স্বরূপ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ, তৃতীয় ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য, " যুবতী "।

যুবতী। বিশেষণীয় বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্য-

অন্বয় প্রকরণ।

ক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি ইহার সমাপিকাক্রিয়া, "হইয়াছিলেন"।

পতিবিরহে। সামান্যসংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন করণ কারক তৃতীয়া বিভক্তি এবং পতির বিরহে এইবাক্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস

জ্ঞানশূন্যা। স্বরূপ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য "যুবতী"। এবং জ্ঞানেতে শূন্যা অর্থাৎ রহিতা এইবাক্যে তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস।

হইয়া। সাধারণী অকর্ম্মক ক্ত্বার্থা অসমাপিকা কর্তৃবাচ্যক্রিয়া ইহার সমাপিকা ক্রিয়া, "হইয়া ছিলেন।"

ধরণীতে। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অধিকরণ কারক সপ্তমী বিভক্তি।

পতিতা। স্বরূপ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য, "যুবতী"।

হইয়াছিলেন। সাধরণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অনদ্যতন ভূতকাল (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা, "যুবতী"।

৫ মহারাজ প্রজারক্ষকদিগের প্রতি অনুমতি

করিলেন, যে তাহারা অন্য কর্তৃক কৃতকার্য্য সকল অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অবগত করায় ইতি।

মহারাজ। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং মহারাজা ইত্যর্থে কর্ম্মধারয় সমাস এবং ইহার ক্রিয়া "অনুমতি করিলেন"।

প্রজারক্ষকদিগের। বিশেষণীয়বিশেষ্য পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন কর্ম্মকারক কিন্তু "প্রতি" শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি এবং প্রজাদের রক্ষক এই বাক্যেষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাস।

প্রতি। উপসর্গমাত্র। ষষ্ঠীবিভক্তির যোজক।

অনুমতি করিলেন। সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অদ্যতন ভূত (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা "মহারাজ"

যে। যদ্‌শব্দ ক্রিয়াবিশেষণে কর্ম্ম সংজ্ঞা ইহার সকর্ম্মক সমাপিকাক্রিয়া, "অনুমতি করিলেন"।

তাহারা। অস্মদাদিসর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির বহুবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি তদ্‌-শব্দ ইহার পুর্ব্ববর্ত্তি বিশেষ্য, "প্রজারক্ষক"। এবং ক্রিয়া, "অবগত করায়"।

অন্যকর্তৃক। বিশেষণীয়বিশেষ্য সর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ

অন্বয় প্রকরণ।

অথবা স্ত্রিলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন অনুক্ত কর্তৃ কারকে তৃতীয়া এবং ইহার কর্ম্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ স্বরূপ ক্রিয়া, "কৃত"।

কৃত। কর্ম্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন দ্বিতীয়াবিভক্তি ইহার বিশেষ্য, "কার্য্যসকল"।

কার্য্যসকল। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন কর্ম্ম কারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার সকর্ম্মক অসমাপিকা ক্রিয়া, "অনুসন্ধান করিয়া" এবং কার্য্যের সকল এইবাক্যে ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাস।

অনুসন্ধানকরিয়া। সাধারণী সকর্ম্মকক্ত্বার্থা অসমাপিকা কর্তৃবাচ্যক্রিয়া এবং ইহার সমাপিকা ক্রিয়া, "অবগত করায়"।

তাঁহাকে। অস্মাদাদি সর্ব্বনাম তদ্‌শব্দ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ম্ম কারক দ্বিতয়া বিভক্তি ইহার পূর্ব্বর্ত্তি বিশেষ্য মহারাজ এবং সকর্ম্মকক্রিয়া "অবগত করায়"।

অবগত করায়। প্রেরণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া ততীয় ব্যক্তির বহুবচন যোগ্য বর্ত্তমান

অন্বয় প্রকরণ।

কাল (অনুমত্যর্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা তাহারা।

৬ রামহরি গোপালচন্দ্রকে শিক্ষাদিতেছেন।

অত্র রামহরি। প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম পুং- লিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ত্তা কারক প্র- থমা বিভক্তি ইহার ক্রিয়া "শিক্ষাদিতেছেন,,। এবং রামই হরি ইত্যর্থে কর্ম্মধারয় সমাস।

গোপালচন্দ্রকে। প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম পুং- লিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির এক বচন কর্ম্ম কারক দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্ম্ম ধারয় সমাস এবং ইহার সকর্ম্ম- কক্রিয়া "শিক্ষাদিতেছেন,,।

শিক্ষাদিতেছেন। সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্যক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির এক বচন বিহিত বর্ত্তমান কাল এবং ইহার কর্ত্তা "রামহরি,,।

৭ পুণ্যেতে সুখভোগ হইতেছে।

পুণ্যেতে। সামান্যসংজ্ঞা বা নাম ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির এক বচন করণ কারক তৃতীয়া বিভক্তি।

সুখভোগ। সামান্য সংজ্ঞা ক্রিয়াবাচক পুং- লিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ত্তা কারক প্রথমা

বিভক্তি ইহার ক্রিয়া হইতেছে এবং সুখের ভোগ এই বাক্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ।।

হইতেছে । সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন বিহিত বর্ত্তমানকাল এবং (স্বার্থলকার) ইহার কর্ত্তা সুখ ভোগ ।

৮ ধর্ম্মকরিলে পাপের ক্ষয় হয় ।

ধর্ম্ম । সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়াবিভক্তি ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া "করিলে" ।

করিলে । সাধারণী সকর্ম্মক ভাবক্তার্থ অসমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া ইহার এক কর্তৃক সমাপিকা নাই অন্য সমাপিকা ক্রিয়া হয় ।

পাপের । সামান্য সংজ্ঞা বা নাম ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন সম্বন্ধেষষ্ঠী ইহার অন্য সম্বন্ধপদ "ক্ষয়" ।

ক্ষয় । সামান্যসংজ্ঞা ক্রিয়াবাচক তৃতীয়ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি ইহার ক্রিয়া "হয়" ।

হয় । সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্যক্রিয়া

অন্বয় প্রকরণ।

তৃতীয়ব্যক্তির একবচন যোগ্য বর্ত্তমানকাল (স্বার্থ লকার) এবং ইহার কর্ত্তা ক্ষয়।

৯ বৃন্দাবন হইতে বৃন্দাবনচন্দ্র মথুরায় যাইবেন।

বৃন্দাবন হইতে। প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অপাদান কারক পঞ্চমী বিভক্তি।

বৃন্দাবনচন্দ্র। প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং বৃন্দাবনের চন্দ্রস্বরূপ এইবাক্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ও ইহার ক্রিয়া "যাইবেন,,।

মথুরায়। প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অধিকরণকারক সপ্তমী বিভক্তি।

যাইবেন। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য-ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন ভবিষ্যৎকাল (স্বার্থ লকার) এবং ইহার কর্ত্তা, " বৃন্দাবনচন্দ্র" ।

১০ কাশীনাথ কাশীশ্বরীর ক্রোড়বাসি সন্ন্যাসি-দিগকে কৃপাকরিয়া কামনা পূর্ণ করিতেন।

কাশীনাথ। প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং কশীর নাথ এই বাক্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস ও ইহার ক্রিয়া, " পূর্ণকরিতেন " ।

অন্বয় প্রকরণ।

কাশীশ্বরীর। প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং কাশীর ঈশ্বরী এইবাক্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ও ইহার সম্বন্ধ "ক্রোড়পদে"।

ক্রোড়বাসি। স্বরূপ বিশেষণ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন দ্বিতীয়াবিভক্তি এবং ক্রোড়ে বাসি এই বাক্যে সপ্তমীতৎপুরুষ সমাস ও ইহার বিশেষ্য "সন্ন্যাসিদিগকে"।

সন্ন্যাসিদিগকে। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুং-লিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া "কৃপাকরিয়া"।

কৃপাকরিয়া। সাধারণী সকর্ম্মকক্ত্বার্থা অসমাপিকা কর্তৃবাচ্যক্রিয়া ইহার সমাপিকা ক্রিয়া "পূর্ণকরি-তেন"

কামনা। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়াবিভক্তি ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া "পূর্ণকরিতেন"।

পূর্ণকরিতেন। সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃ-বাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অপূর্ণভূত কাল (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা "কাশীনাথ"।

১১ যদি যাও তবে অপেক্ষা করিতেপারি।

চিহ্ন প্রকরণ ।

যদি । সন্দেহসূচক অব্যয় মাত্র ।

যাও । সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া দ্বিতীয়ব্যক্তির এক বচন । যোগ্য বর্ত্তমানকাল (আশংসার্থ লকার) এবং ইহার কর্ত্তা উহ্য, "তুমি" ।

তবে । সন্দেহসূচক অব্যয় মাত্র ।

অপেক্ষা করিতে । সাধারণী অকর্ম্মক চতুর্থ্যর্থা অসমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া ইহার সমাপিকা ক্রিয়া "পারি" ।

পারি । সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া প্রথম ব্যক্তির একবচন যোগ্য বর্ত্তমান কাল (শক্ত্যর্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা উহ্য, "আমি"

ভাল যাও তাহাকে আনিও ।

ভাল । আবস্থিকক্রিয়াবিশেষণ ইহার ক্রিয়া "যাও"

যাও । সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া দ্বিতীয়ব্যক্তির একবচন বিধিবর্ত্তমান কাল (অনুমত্যর্থ লকার) এবং ইহার কর্ত্তা উহ্য "তুমি"

চিহ্ন প্রকরণ।

তাহাকে। অস্মদাদিসর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ম্ম কারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার সকর্ম্মকক্রিয়া "আনিও"।

আনিও। সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির একবচন বিধিভবিষ্যত্ কাল (অনুমত্যর্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তাপদ উহ্য "তুমি"

ইতি অন্বয় প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

পাঠকবর্গের গদ্যপদ্যপঠনকালেবিভিন্নরূপে বাক্যের বিশেষ২ তাৎপর্য্য নিরূপণার্থ স্বরবিরামের আবশ্যকতাহেতুক তদ্গতপ্রভেদ নিরূপক চিহ্ন সমুদায় নিরূপণ করাগেল।

তত্র বিশ্রামচিহ্ন।

বিশ্রামচিহ্ন, অর্থাৎ বাক্যার্থতাৎপর্য্যভেদজ্ঞাপনার্থ আবৃত্তিকালে যদ্দ্বারা স্বরবেগ রুদ্ধ হয় তাহাকে বিশ্রাম, বিরতি, বা যতি, কহাযায়। এবং তদ্গত যে সকল চিহ্ন, তাহাদিগকে বিশ্রামচিহ্ন কহাযায়। . , : ;

তত্র প্রথমত একমাত্রযতি।

একমাত্রযতি, (,) অর্থাৎ হ্রস্ববর্ণোচ্চরণ যো

চিহ্নপ্রকরণ।

গ্য কালবোধক, চিহ্নমাত্র। ঐ চিহ্ন বাক্যান্তর্গত পৃথক্ পৃথগর্থ বোধক পদসমুদায়ের উত্তরবর্ত্তী হইয়া ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ।

তিনি, এবং তাঁহার পুত্র, উভয়ে রাজসভাস্থ হইলেন।

দ্বিমাত্র যতি।

দ্বিমাত্রযতি, (;) অর্থাৎ দীর্ঘবর্ণোচ্চারণযোগ্য কালবোধক চিহ্নবিশেষ। এই চিহ্ন, পূর্ব্বার্থের কিঞ্চিদ্ব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক পরার্থাপেক্ষ, বাক্যান্তর্গত যে বাক্য তদুত্তরবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ।

রাজা কহিলেন, যে আমি অদ্য তাহারদিগকে উচিত প্রতিফল দিব; অতএব, তুমি কিঞ্চিৎ ত্বরা কর।

পূর্ণযতি।

পূর্ণযতি, (:) এই চিহ্ন, গদ্যপদে বিসর্গভ্রান্তিহেতুক, পদ্যমধ্যগত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পদের ছেদ বোধ করায়।

চিহ্নপ্রকরণ।

উদাহরণ।

রতিবিলাপ।

"শিবশিব শিবনাম (:) সবে বলে শিবধাম (:) বামদেব আমার কপালে। যারদৃষ্টে মৃত্যু হরে (:) তাঁর দৃষ্টে প্রভু মরে (:) এমন নাদেখি কোন কালে॥

ছেদ।

ছেদ (।) অর্থাৎ বাক্যপূরণার্থ চিহ্ন। এইচিহ্ন অন্তর্গত বাক্যান্তর সম্বলিত একতাৎপর্য্যনির্ব্বাহক বাক্যের উত্তরপদে, এবং পদ্যের প্রথম পাদান্তে নিবিষ্ট হয়॥

উদাহরণ।

তিনি এস্থানে বহুকালপর্য্যন্ত থাকাতে আমারদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট প্রণয় ছিল; কিন্তু এক্ষণে সেভাব তাদৃক্ নাই।

পদ্য যথা।

"চেতরে চেতরে চেত ডাক চিদানন্দ (।)
চেতনা যাঁহার চিত্তে সেই সদানন্দ॥"

পূর্ণচ্ছেদ।

পূর্ণচ্ছেদ॥ অর্থাৎ অশেষ বিশেষার্থ পূরণপূ-

চিহ্ন প্রকরণ।

ব্র্ক বাক্যার্থ পূরক চিহ্ন। এই চিহ্ন, পদ্যসমাপ্তিকালে এবং গদ্যের যে বিষয় অবলম্বন করিয়া বাক্যবিন্যাস তদ্বিষয়ের সমাপ্তিকালে ব্যবহার করাযায়

উদাহরণ।

"প্রণমিয়া পাটনি কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে (।)
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান (।)"

গদ্যের উদাহরণ।

পূর্ব্বে লিখিত ছেদের অন্তে যথা নিবিষ্ট হয়। এবং পূর্ণচ্ছেদের অন্তে ব্যবহার করাযায় (।)

প্রশ্নার্থ মাত্র।

প্রশ্নার্থ মাত্র, (?) অর্থাৎ বাক্যগত প্রশ্নসূচক চিহ্ন।

উদাহরণ।

শিষ্য। মহাশয় এই পুস্তকের নাম কি (?)
শিক্ষক। ইহার নাম সাধুভাষার ব্যাকরণ রত্নসংগ্রহ।
শিষ্য। ভাল, এই উত্তম পুস্তক কে প্রস্তুত করিয়াছেন (?)

চিহ্ন প্রকরণ।

শিক্ষক। গৌরীভাগ্রাম নিবাসি বৈদ্য কুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত ভগবচ্চন্দ্র বিশারদনামক এক জন পণ্ডিত।

শিষ্য। ভাল, মহাশয়। তিনিইকি সধন নির্ধন সাধারণ মানবগণ হিতার্থে সাধারণ শিক্ষা সম্পাদক সভাস্থ সদাশয় মহাশয় সংস্থাপিত চুচুড়াগ্রামে মহম্মদ মহসীনের বিদ্যামন্দিরে নিযুক্ত পণ্ডিতমহাশয়দিগের মধ্যে এক জন (:)

শিক্ষক। হাঁ বাপু তিনি তথা নিযুক্ত।

আবেগ মাত্র।

আবেগমাত্র (!) অর্থাৎ বাক্যগত আক্ষেপ বা আবেদন সূচক চিহ্ন।

উদাহরণ।

হেজগদীশ্বর (!) হা পরমেশ্বর (!)
হা দীন দয়ালো দীনবন্ধো (!) হা প্রভো (!)
ত্বচ্চরণারবিন্দে মম দ্বিরেফ চিত্ত আকৃষ্ট কর।

সাঙ্কেতিকচিহ্ন।

যদ্দ্বারা লিপির সঙ্কেত গুহ্য হয় তাহাকে সাঙ্কেতিক চিহ্ন কহাযায়।

তত্রপ্রক্ষেপ চিহ্ন।

প্রক্ষেপচিহ্ন, (" ") এই চিহ্ন, স্বীয়কৃতপংক্তি

চিহ্ন প্রকরণ

মধ্যে স্বমতসিদ্ধ্যর্থে অন্যকৃত অথবা অন্যাভি-প্রেত পংক্তি প্রক্ষেপ করিলে ব্যবহার করাযায়।

উদাহরণ।

এক রাজার চিত্ত সতত প্রজাপীড়নপূর্ব্বক কর-গ্রহণে রত ছিল, দৈবাৎ তিনি, কোন বিজ্ঞ প্রেরিত এক পত্র প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, যে "তোমার মন অত্যন্ত ধনতৃষ্ণাকৃষ্ট তাহাতে তুমি তুচ্ছতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক অচিরে চিরস্মরণীয়রূপে হেয় হইবে।" পরে এই উপদেশ বাক্য সলিলে তত্তৃষ্ণা নিবৃত্তি পাইল॥

দ্বিধনূরেখা।

দ্বিধনূরেখা, ( ) এই চিহ্ন খণ্ডদ্বয়ের প্রত্যেকতঃ ধনুরাকার প্রযুক্ত ধনুরেখা কহাগেল এবং এক বাক্য মধ্যে তত্তৎপদাশ্লেষরহিত বাক্যান্তর বিন্যস করিলে ব্যবহার করাযায়।

উদাহরণ।

এই বৃক্ষ, তাবদ্বৃক্ষ (আম্র, পনস, নারিকেল প্রভৃতি) হইতে অত্যুৎকৃষ্ট জানিবা।

ঊর্দ্ধরেখা।

ঊর্দ্ধরেখা, (। /) এই চিহ্ন, যদি কেবল লিখিত হয়।

চিহ্ন প্রকরণ।

তবে ঊর্দ্ধ (অর্থাৎ স্বর্গ) দর্শাইয়া স্বর্গীয় (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) বোধ করায়। যেমন। শ্রীশ্রী৮ সমীপে অর্থাৎ শ্রীশ্রীপরমেশ্বর সমীপে ইত্যাদি

এবং যদি কোন নামের পৃষ্ঠে লিখিত হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে স্বর্গীয় অর্থাৎ মৃত বোধ করায়। যেমন ৮ জগচ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার অর্থাৎ মৃতজগচ্চন্দ্র ইত্যাদি

যদ্যপি এই চিহ্ন, পংক্তি মধ্যে ঊর্দ্ধাধোভাগে নিবিষ্ট হয়, তবে ঊর্দ্ধভাগে (৮) এবং অধোভাগে কিঞ্চিৎরূপ বৈলক্ষণ্য হয়। তৎকালে তাহাকে কলারেখা বলাযায়।

এই চিহ্ন, পংক্তির যে স্থানে স্থাপিত হয়; তৎস্থানের কোন অংশ, বিস্মৃতি হেতুক অথবা বৃদ্ধিকরণ হেতুক তাহার ঊর্দ্ধাধোভাগে অথবা পার্শ্বে লিখিত আছে, বোধ করায়।

উদাহরণ।

তিনি ৮ তাহাকে পৈতৃক ধনের ভারদিয়াছেন।

চন্দ্রবিন্দু।

চন্দ্রবিন্দু, (ঁ) এই চিহ্ন যে বর্ণের উপরিভাগে যোগ করাযায়, তাহার অনুনাসিকতা অর্থাৎ নাসিকাদ্বারা উচ্চারণ হয়।

উদাহরণ।

তিঁনি। তাঁহার। বাঁশ। তারাচাঁদ। ইত্যাদি

৫ হলচিহ্ন।

হলচিহ্ন, (্) এই চিহ্ন, যখন কোন হলবর্ণের অধোভাগে নিবিষ্ট হয়, তখন তাহাকে স্বরশূন্য অর্থাৎ হল মাত্র বোধ করিতে হয়। যথা।

বাক্, প্রাক্, পৃথক্, ইত্যাদি

৬ সংক্ষেপচিহ্ন।

সংক্ষেপচিহ্ন, (०) এই চিহ্ন, অনেক প্রসিদ্ধ শব্দের প্রথম বর্ণের উত্তর প্রযুক্ত হয়, তাহাতে সেই২ শব্দের অন্যাংশ তাবদ্বর্ণের বোধ হয়।

উদাহরণ।

ক্লীং, অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ। স্ত্রীং, স্ত্রীলিঙ্গ। দিং, দিগের ইত্যাদি।

৭ টীকাচিহ্ন।

তারাকৃতি, (*) গজকুম্ভাকৃতি (m) বজ্রাকৃতি, (†)	এই রূপ সকল চিহ্ন দ্বারা টীকারূপ কোন বিশেষার্থ বোধক বাক্য, অধোভাগে লিখিত আছে, বোধ করিতে হয়।

এবং বজ্রাকৃতি, (+) কখনং, উভয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া তাহারদের ভেদ বোধ করায়। যথা ত্ + শ। চ্ছ। হয়। ইত্যাদি।

৮যোজক চিহ্ন।

যোজকচিহ্ন, (-) এইচিহ্ন এক প্রয়োজনে পৃথক্ পৃথক্ পংক্তি লিখিত হইলে সেই সকল পংক্তির পরস্পর যোগার্থ, উপরি, বা, অধোভাগে নিবিষ্ট হয়। যথা।

চট্টগ্রাম
বাকরগঞ্জ } বাসকরিবার উত্তম দেশ নহে।
যশোহর

হুগলি
চুচুড়া } এই সকল সুখদায়ক বসতিস্থান।
বর্দ্ধমান

রামহরি লাহিড়ি
জগদ্দুর্ল্লভ গাঙ্গুলি } লেখকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ॥

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠ	পংক্তি
শাস্তে	শাস্ত্রে	১	১০
অনুযারে	অনুসারে	২	২০
দন্তোষ্ঠ	কণ্ঠোষ্ঠ	৮	১০
খঞ্জা	ঝঞ্ঝা	৮	১৮
ঋ্ঝ	ঝ্ঝ	১১	৪
দন্ত্য	দন্ত্যবৎ	১১	১৯
জ্ঞ	জঞও	১৭	৬
ক্রেমে	ক্রমে	২২	১৯
ক্ষধা	ক্ষুধা	২২	২০
গোবাক্ষ	গবাক্ষ	২৪	১৯
বায	বায়ু	২৭	২১
গভ	গর্ভ	৩০	১৫
ঝঞ্ঝন	ঝঞ্ঝা	৩১	১৫
ত্তোং	নং	৩২	৪
কচিৎ	কুচিৎ	৪০	৪
টুণ্টি	ঢুণ্টি	৪০	১০
ব্যধানে	ব্যবধানে	৪০	১৩
জ্ঞানধীন	জ্ঞানাধীন	৪৪	১২
অবলম্ব	অবলম্বন	৫৮	১৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠ	পংক্তি
চকারা	চকারাদি	৬২	৪
এরূপ	এক রূপ	৬৬	৬
রস্ত	রাস্ত	৬৭	৩
তাহতে	তাহাতে	৭৫	২১
হওণ	হওন	৮১	১৭
বর্দ্ধন	বর্দ্ধন	৮২	১৬
আর্থাৎ	অর্থাৎ	৮৪	১৯
যর্থা	যথা	৮৬	১৮
নিদ্দেশ	নির্দ্দেশ	৮৯	১
ব্যাবহার	ব্যবহার	১১৫	১১
চিত্রতা	চিত্রিতা	১২০	২
বিদুত্তান্	বিদ্যুত্বান্	১৩৩	১৭
অগস্তত	অস্তগত	১৫৫	২১
সখ্যা	সখ্যা	১৫৬	১৪
দির্ঘ	দীর্ঘ	১৫৭	৭
ভোগহইতেছে	ভোগাইতেছে	১৫৮	১০
সথে	সুখে	১৫৮	১০
আহাদ	আহ্লাদ	১৫৮	১৯
হই	হইব	১৬২	১৬
স্তুপিত	স্থাপিত	১৬২	২১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বলিআছেন	বলিয়াছেন	১৬৭	৮
দ্বিতিয়া	দ্বিতীয়া	১৬৮	১২
স্ত্রিলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	১৭২	২
ততীয়	তৃতীয়	১৭২	২১
সমাপকা	সমাপিকা	১৭৪	১৪
বোগ্য	যোগ্য	১৭৫	২
মথরায়	মথুরায়	১৭৫	৪
চন্দ	চন্দ্র	১৭৫	৮
কশীর	কাশীর	১৭৫	২১
চিহ্ন	অন্বয়	১৭৭	১
রত্নসংগ্রহ	সারসংগ্রহ	১৮১	১৯
স্বরণীয়	স্মরণীয়	১৮৩	৯
বিন্যস	বিন্যাস	১৮৩	১৬
ঊর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ্ব	১৮৩	২০
দর্শইয়া	দর্শাইয়া	১৮৪	২

IMPERIAL LIBRARY